দোহাবলী

প্রথম খণ্ড, তৎসহ মোহমুদ্গর।

শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও অনূদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা

৩৭।৭নং বেনিয়াটোলা লেন

কর্টন প্রেসে

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩৩৮।

মূল্য এক টাকা ছয় আনা।

উত্তরপাড়া,
"স্বামী পদ্মানন্দ ভবন" হইতে
গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই গ্রন্থকারের অপর গ্রন্থ

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী—মূল্য ১৲ টাকা।

(তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থের পশ্চাদ্ভাগে দ্রষ্টব্য।)

উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নলিখিত গ্রন্থও পাওয়া যায়—

LECTURES ON BHAGABAT GEETA.

By the eminent theosophist

PUNDIT BHOWANI SHANKAR

With a foreward by

SJ. UPENDRA NATH BOSE.

Edited by

LALIT MOHAN BANERJEE

Price twelve annas

এই গ্রন্থ শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী পরমহংস বাবার

শ্রীচরণকমলোদ্দেশে

প্রণাম-পুরঃসর উৎসর্গীকৃত হইল।

ওঁ

"শ্রীমৎপরংব্রহ্ম গুরং বদামি,
শ্রীমৎপরংব্রহ্ম গুরুং নমামি।
শ্রীমৎপর ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি,
শ্রীমৎপরংব্রহ্ম গুরুং ভজামি॥"

অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ হ'যে আছে যে নয়ন,
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় করি' তাহা উন্মীলন,
যেজন করেন তাঁর শ্রীপদ চক্ষু-গোচর—
অখণ্ডমণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত যিনি চরাচর,—
বরেণ্য সে শ্রীগুরুর শ্রীচরণে এ অধম
প্রণমিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ করে সমর্পণ।

"ক্যা হিন্দু, ক্যা মুসলম্মান, ক্যা ইসাই জৈন।
গুরু ভক্তি পূরণ বিনা, কৈ না পাওয়ে চৈন॥"—কবীর, ৩১ পৃষ্ঠা।

"সগুরা সুরা অমৃত পীবৈ, নিগুরা প্যাসা জাতী।"—মীরাবাই, ২০ পৃষ্ঠা।

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"—শ্রীশঙ্করাচার্য্য, ২৮৫ পৃষ্ঠা।

"রাম-ভজনমে চৌকস রহো ভাই,
একদিন চোরা আওয়েগা।" —অজ্ঞাত

"জাতি পাঁতি পুছহ্ নাহি কোই।
হরিকো ভজে, সো হরিকা হোই॥"—রামানন্দ স্বামী।

"হরিসে লাগ রহো ভাই।
তু বনত বনত বনি যাই॥" —কবীর ১৯৩ পৃষ্ঠা।

"রামনামকো লুট পড়ি হৈ, লুটনা হোয় সো লুট।
অন্তকালমে পছতাওগে বাবা, তনমন যায়েগা ছুট॥"—অজ্ঞাত, ২৮৩ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত বাসনা আশাতীতরূপে ফলবতী হইল। এবার বহু নূতন দোহা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইল। এমনকি, নূতন দোহার সংখ্যাধিক্য-বশতঃ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত করিতে হইল। প্রথম খণ্ডে দোহাবলীর প্রথম চারি বল্লীসহ মোহমুদ্গর সন্নিবিষ্ট হইল, দ্বিতীয় খণ্ডে দোহাবলীর "বিবিধ"-শীর্ষক পঞ্চম বল্লী প্রকাশিত হইবে। তদনুসারে গ্রন্থের নাম "দোহাবলী ও মোহমুদ্গর" স্থলে কেবল "দোহাবলী" হইল। উক্ত দ্বিতীয় খণ্ড বর্ত্তমানে যন্ত্রস্থ।

প্রথম সংস্করণে অনুদিত দোহার সংখ্যা মাত্র ৪২৬-টি ছিল, তন্মধ্যে প্রথম চারি বল্লীর দোহার সংখ্যা ছিল ১৮৮টি। বর্ত্তমান সংস্করণে কেবল প্রথম খণ্ডেই ১০১৩ সানুবাদ দোহা সন্নিবিষ্ট হইল, দ্বিতীয় খণ্ডে দোহার সংখ্যা সাত শতের অধিক হইবে। কাজেই ইহাকে নূতন গ্রন্থই বলা যাইতে পারে। নূতন অধ্যায়গুলি সূচীপত্রে * তারা-চিহ্নে চিহ্নিত করা হইল।

বর্ত্তমান সংস্করণের ১০১৩ দোহার মধ্যে কতিপয় সন্তগণের নামানুসারে দোহার সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কবীর—৪৪৮	সহজীবাই—৩৫
তুলসীদাস—১০২	চরণদাস—৩০
দাদূ—৫৯	দূলনদাস—২৬
দয়াবাই—৫৩	সুন্দরদাস—২২
গরীবদাস—৩৮	মীরাবাই—২০
পল্টূ—৩৬	তুলসী সাহেব—২০

অবশিষ্ট দোহার মধ্যে ৩০টি অজ্ঞাতনামা দোহাকারগণের ও অবশিষ্ট রৈদাস, গুরু-নানক, মলূকদাস, ধরণীদাস, জগজীবন ও দূলনদাস প্রভৃতি ১৫ জন সন্তের।

সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্তের মধ্যে রৈদাসজী, গুরু-নানক, বাবা-মলূকদাস, সুন্দরদাসজী চরণদাসজী, দয়াবাই, গরীবদাসজী ও তুলসীসাহেবের জীবন-

বৃত্তান্ত বর্ত্তমান সংস্করণে নূতন সন্নিবিষ্ট হইল। অপর জীবন-বৃত্তান্তগুলি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। পাঠকগণ এই গ্রন্থে উল্লিখিত সন্তগণের বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে, এলাহাবাদ বেলভেডিয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত তাঁহাদের বাণী সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে পারেন।

নূতন দোহা সঙ্কলন কার্য্যে উক্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত "কবীর সাখী-সংগ্রহ", "সন্তবাণী-সংগ্রহ" ও "মীরাবাঈকী শব্দাবলী" নামক গ্রন্থত্রয়ের দ্বারা বহু উপকৃত হইয়াছি। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ অবর্ণনীয় ও অপরিশোধ্য।

পরিশেষে এই বক্তব্য যে, প্রথম সংস্করণের ভ্রম-প্রমাদ বর্ত্তমান সংস্করণে সংশোধন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহার বিচার পাঠকগণ করিবেন।

স্বামী পরমানন্দ ভবন
উত্তরপাড়া

শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

(স্বল্প পরিবর্তিত।)

ভগবদিচ্ছায় পদ্যানুবাদ সহ "দোহাবলী ও মোহমুদ্গর" প্রকাশিত হইল, এবং দীন গ্রন্থকারের বহুকালের বাসনা ও চেষ্টা ফলবতী হইল।

১৩০৮ সনের বৈশাখ মাসে যখন জনৈক হিন্দুস্থানী ব্রহ্মচারীর মুখে কয়েকটি দোহা শুনিয়াছিলাম; তখন খুবই ভাল লাগিয়াছিল বটে, ও জিনিসটার খুবই একটা নূতনত্ব ও চমৎকারিত্ব অনুভব করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তখন জানিতে পারি নাই যে হিন্দি দোহা-সাহিত্য এত রত্নময় গৌরবের বস্তু। তবে সেই ব্রহ্মচারীর চরিত্র-মাহাত্ম্য আমার মনে দোহার প্রতি একটি প্রবল অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল।

তাঁহার চরিত্র-বিষয়ে দুই-একটি কথা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার চরিত্রে এমন একটি নিষ্কামতা ও প্রশান্তির ভাবের বিকাশ দেখিয়াছিলাম, যাহা কচিৎ দেখা যায় ও দেখিতে পাইয়াছিলাম বলিয়া নিজেকে এক্ষণে ধন্য মনে করিতেছি। তখন আমি নিয়ম মত ডায়েরী লিখিতাম। আমার সেই সময়কার ডায়েরীতে তাঁহার বিষয় যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহারই মর্ম্ম এখানে লিপিবদ্ধ হইল। ব্রহ্মচারী স্বীয় প্রাণের আকাঙ্খা যাহা আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমি সেই সময়ে নিম্নলিখিত কবিতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—

ব্রহ্মচারীর প্রার্থনা।

ভগবন্, লীলাময়, করুণা-নিধান।
শুধু তুমি প্রভু মোর শরণ সদাই।
স্বগুণে প্রসন্ন হ'য়ে কর এই বিধান—
স্মরি তব নাম যবে অবসর পাই,
বিরত অসৎকার্য্যে রহে এ শরীর,
বিরাগে বহিয়া লভে নিবৃত্তির নীর॥

ব্রহ্মচারীর বয়স তখন আন্দাজ ৩০ বৎসর ছিল। সাত দিন আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া যখন তিনি চলিয়া যান, তখন আমি একজন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখের মত দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম। তাঁহাকে আর কখনও দেখিও নাই, এবং এ জীবনে আর কখনও দেখিতে পাইব বলিয়া ভরসাও করি না। কিন্তু তাঁহার পুণ্যস্মৃতি মনে চিরকাল জাগরূক থাকিবে।

তাঁহার সঙ্গ-লাভে দোহার প্রতি আমার যে অনুরাগ উপজাত হইয়াছিল, তাহার ফলেই ক্রমশঃ হিন্দি দোহা-সাহিত্যের প্রভূত রত্নসম্পদের কথা আমি জানিতে পারি। এখানে আর একজন লোকের কথা না বলিলে অন্যায় করা হইবে। তাহার নাম মনুয়া। সে আমাদের গ্রামের একজন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ ফিরিওয়ালা মাত্র। কিন্তু সকালে, বৈকালে ও রাত্রে, যখনই সে ফিরি করিতে বাহির হয়, তখনই রাস্তা দিয়া তিনটি দোহা গান করিতে করিতে যায়। রাস্তার লোকেরা যতই বলিতে থাকে—"মনুয়া, রাধাকৃষ্ণ বল," মনুয়া ততই বলিতে থাকে—"রাম রাম সীতারাম বল বাবা, রাম রাম, সীতারাম।" তাহার গান আমি ১৩১০ কি ১৩১১ সনে প্রথম শুনি। সে এখনও ঠিক সেই ভাবেই খাবার ফিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কি আধ্যাত্মিক খাবারই যে সে ফিরি করে, সে তাহা না জানিতে পারে, আমরা তাহা জানি। তাহার গানের সুরটাই একটা বৈরাগ্যের সুর। তাহার সেই গান আমার পূর্ব্বোক্ত অনুরাগ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিল। সেই দোহাগুলি ভূমিকারম্ভের পূর্ব্বপৃষ্ঠায় শেষ ছয় ছত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।* তাহাদের শেষ ছত্রে "মুরারি" শব্দদ্বয়ের পরিবর্ত্তে "মনুয়া" শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে। হইতে পারে, মুরারি নামক কোন দোহাকার ঐ দোহা-ত্রয়ের বা শেষ দোহাটির রচয়িতা। কিন্তু মনুয়া সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারে না। "মনুয়া" শব্দের অর্থ মন এবং মনুয়ার গান শুনার বহুপূর্ব্বে অন্য স্থানে যখন ঐ দুই ছত্র শুনিয়াছিলাম, ঐস্থলে মনুয়া শব্দই প্রযুক্ত হইতে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এ স্থলে মনুয়া যেরূপ গায়, সেইরূপই লিখিত হইল।

সে যাহা হউক, এইরকম একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার বাসনা ৬।৭

* বর্ত্তমান সংস্করণে তন্মধ্যে একটি সেই স্থানে আছে এবং তিনটিই অনুবাদসহ চতুর্থ বল্লীর অন্তর্গত 'মনুয়ার গান' —শীর্ষক অধ্যায়ে বিন্যস্ত হইয়াছে।

বৎসর পূর্ব্বে আমার মনে জাগিয়া উঠে। ঐই ৬।৭ বৎসর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবসর সময়ে দুই একটি করিয়া দোহা অনূদিত হইতে হইতে ৪২২ টি অনূদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৩৬টি কবীরের, ৯২-টি তুলসীদাসের, এবং ৬৬টি মীরাবাই, সহজীবাই, দাদুসাহেব চরণদাস, পল্টু সাহেব, ধরমদাস, সুরদাস, মালিকাদাস, তুলসীসাহেব, সাহ আকবর এবং অন্যান্য অজ্ঞাতনামা দোহাকার-গণের। সেই দোহাগুলিই একণে "মোহমুদ্গর" ও কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাই, সহজীবাই, দাদু, পল্টু ও সুরদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত সহ প্রকাশিত হইল। আরও কত যে দোহা আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে ব্যরান্তরে আরও দোহা ও তাহাদের অনুবাদ লইয়া পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত হইবার বাসনা রহিল।

মোহমুদ্গরের উপাদেয়তা ও মোহবিনাশকতার কথা বিশেষ বলা নিষ্প্রয়োজন। শঙ্করাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার রচয়িতা। তিনি মণ্ডণমিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতী-কর্ত্তৃক কামশাস্ত্রের বিচারে আহূত হইলে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত সময় গ্রহণ করতঃ, অমরু-নামক একজন রাজার মৃতদেহে যোগবলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। পাছে তৎশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া মোহপ্রভাবে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া তথা হইতে বহির্গত হইতে না চাহেন, সেইজন্য পূর্ব্বেই এ মোহমুদ্গর রচনা করিয়াছিলেন, এবং মাসান্তে তিনি না ফিরিলে, রাজসভায় গিয়া তাঁহাকে উহা শুনাইবার জন্য কয়েকজন শিষ্যকে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। শিষ্যগণ যথাসময়ে সেই আদেশ প্রতিপালন করিলে, রাজদেহ-প্রবিষ্ট শঙ্করাচার্য্যের তচ্ছ্রবণে চৈতন্যোদয় হইয়াছিল।

বাল্যকাল হইতে অনেক লোকের মুখে এই মোহমুদ্গর গীত হইতে শুনিয়াছি, এবং যখনই শুনিয়াছি, তখনই মুগ্ধ হইয়াছি। ইহার অনুবাদ অনেক বিদ্যমান আছে বটে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমার অনুবাদ প্রকাশ করিতে কোনও বাধা নাই। এই জিনিস যত প্রকারে আলোচিত হইবে, ততই মঙ্গল, এবং ভিন্ন ভিন্ন সাজে সজ্জিত একই জিনিষ সর্ব্বদাই বাজারে আনীত ও প্রদর্শিত হইতেছে। তাহা ছাড়া, দোহাবলীর সহিত ইহার অনুবাদ প্রকাশ করার একটি বিশেষ কারণ এই যে, দোহার সহিত মোহ-

মুদ্গরের শ্লোকের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, এবং উভয়েরই অনুবাদ একভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। দোহার মধ্যেও দুই একটী মোহমুদ্গরের শ্লোকের অনুবাদ পাইয়াছি।

মোহমুদ্গরের প্রত্যেক শ্লোকের নীচে "ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে" এই ছত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই ছত্র শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত কি না তাহা আমি জানি না। কিন্তু অনেককে এই ছত্রটী যোগ করিয়া গাহিতে শুনিয়াছি। তাহাতে বেশ সুন্দর শুনায়, এবং বিষয়টীর ভাবের সঙ্গে এই ছত্রটী বেশ খাপ খায়। তজ্জন্যই ইহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

হিন্দি দোহা-সাহিত্য বাস্তবিকই রত্নের আকর। দোহাগুলি অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিলে, তাহাদের রচনাকৌশলে ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। সাধারণতঃ, দুই ছত্রে বিরচিত গীতি-কবিতার নাম দোহা। ইংরাজীতে ইহাদিগকে couplets বলা যাইতে পারে। কিন্তু মাত্র দুই ছত্রে রচিত হইলে কি হয়—এই দুই ছত্রের মধ্যেই এক একটি ভাব এমন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহাদের উজ্জ্বল মূর্ত্তি চোখের উপরে ভাসিয়া উঠে এবং হৃদয়কে উন্নতি ও উদারতার দিকে লইয়া যায়। এইরূপ হইবারই কথা। কারণ, দোহাকার সন্তগণ "হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে" ডুব দিতে পারিতেন এবং প্রকৃতি-গ্রন্থ পড়িতে জানিতেন।

সেই সমস্ত রত্ন এতদিন শ্রেণীবন্ধনবিহীন স্তূপের আকারে ভাণ্ডারে পড়িয়াছিল। পাঠকসাধারণে জানিতেন না, কত বিষয়ের কত কথা এই দোহা-সাহিত্যে উক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সংগৃহীত দোহাগুলিকে বিষয়-বিভাগ-পূর্ব্বক সজ্জিত করা হইয়াছে। ইহাই এই গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব। এই গ্রন্থের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, মূল দোহাগুলির মত অধিকাংশ অনুবাদ-কবিতাও গান করা যায়। ইহারা ভৈরব রাগে গেয়। মোহমুদ্গরের শ্লোক ও অনুবাদ-কবিতাসম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

বিষয়-বিভাগ ও অনুবাদ ইত্যাদি কার্য্যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচার পাঠকগণ করিবেন। অক্ষম গ্রন্থকারের এইমাত্র অনুরোধ যে, তাঁহারা সারগ্রাহী হংসগণের মত দোষ ত্যাগ করিয়া গুণই গ্রহণ করিবেন।

পরিশেষে এই বক্তব্য যে, শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও

প্রকাশিত গদ্যানুবাদ সম্বলিত "দোহাবলী" এই গ্রন্থ প্রকাশ কার্য্যে আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছে। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি ঋণী। বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট বসাক মহাশয় হিন্দি দোহা-সাহিত্যরত্নভাণ্ডারের একজন প্রধান দ্বারোদ্ঘাটকরূপে ধন্যবাদার্হ। তাহার গ্রন্থ ১৩০৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, যে, তৎকালে বাঙ্গালায় কয়েকখানি দোহাবলী প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে গুলি অনেকদিন হইল অপ্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা দোহার দিকেও প্রসারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি মাত্র ৩৪টি দোহার পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেগুলি "হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে" তাঁহার "বিবিধ কবিতা"-শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে উক্ত পুস্তকের ৩৭৭-৯ পৃষ্ঠায় সেগুলি দেখিতে পাবেন।

আর একটী কথা। "দোহা" শব্দের বানান-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ "দোঁহা," কেহ বা "দোহা" এই ভাবে বানান করেন। কিন্তু হিন্দি গ্রন্থে ইহার বানান "দোহা।" বসাক মহাশয় এই বানানই গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থকারও তাহাই করিল।

সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত।

কবীর সাহেব।—"কবীর-পন্থী" নামক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহাত্মা কবীরের জাতি, কুল ও জন্ম বিষয়ে নানা বিবরণ পাওয়া যায়। মুসলমানগণ বলেন, তিনি মুসলমান ছিলেন। কিন্তু ভক্তমাল গ্রন্থের বিবরণ এই যে, গুরু রামানন্দ তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ শিষ্যের বাল-বিধবা কন্যার ভক্তিতে প্রীত হইয়া "তুমি পুত্রবতী হও" বলিয়া সহসা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে, পরে সেই আশীর্ব্বাদের ফল-স্বরূপ কবীরের জন্ম হয়। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অভাগিনী জননী লোকাপবাদভয়ে তাহাকে গুপ্তভাবে স্থানান্তরে ফেলিয়া আসিলে, একজন জোলা ও তাহার স্ত্রী দৈবাৎ শিশুটিকে পাইয়া নিজ পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করিয়াছিল।

কবীর-পন্থীরা ভক্তমালের বিবরণের প্রথমাংশ আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, কবীর একদিন কাশীর নিকট "লহরতলাও" নামক সরোবরে পদ্মপত্রের উপর ভাসিতেছিলেন। নুরি অর্থাৎ নূর আলী নামে একজন জোলা তাহার স্ত্রী নিমার সহিত সেই স্থান দিয়া তখন যাইতেছিল। তাহারাই কবীরকে গৃহে লইয়া গিয়া লালন-পালন করিয়াছিল। এবং সেইজন্য তাঁহাকে জোলা বলা হয়।

"ভক্তি-মাহাত্ম্য" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বিবরণ অন্যরূপ। তথায় লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে বেদাভ্যাসনিরত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শিল্পকার্য্যের দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেন। একদিন তিনি সূতা আনিবার জন্য তন্তুবায়-গৃহে গিয়াছিলেন। তথা হইতে গৃহে ফিরিয়াই তিনি জ্বর-রোগে আক্রান্ত হন ও তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি তন্তুবায়কে স্মরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তন্তুবায়ের গৃহে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া কবীর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

তাঁহার জন্ম যে প্রকারেই হইয়া থাকুক, তিনি যে শিশুকাল হইতে জোলার ঘরে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, তাহা তিনটি বিবরণেই স্বীকৃত। তিনি বস্ত্রবয়ন ও বাজারে লইয়া গিয়া বস্ত্র বিক্রয় প্রভৃতি জোলার কার্য্য করিতেন। জোলাদিগের নিয়ম মতে তাঁহার বিবাহও হইয়াছিল। কিন্তু জন্মান্তরীন সুকৃতির ফলে তিনি সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত গুরু-রূপী কর্ণধার পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। ২৬ ২৯ পৃষ্ঠার "গুরু-অন্বেষণ" শীর্ষক দোহা-গুলিতে সেই ব্যাকুলতা ও সদ্‌গুরু না পাওয়াতে তাঁহার আক্ষেপ বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

শেষে সৌভাগ্যক্রমে তিনি ঘরে বসিয়া গুরু পাইয়াছিলেন—যেমনটি তিনি খুঁজিয়াছিলেন, "তত্তবেত্তা তিরগুণরহিত, নিরগুণসে রত হোয়" (২৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় দোহা), তেমনটিই পাইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে রামানুজ-কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম উত্তর-ভারতে প্রচারিত হওয়ার অগ্রদূত-স্বরূপ রামানন্দ, যিনি রামানুজ হইতে শিষ্যপরম্পরায় পঞ্চম পুরুষ এবং যাঁহার ও যাঁহার অনুচরগণের প্রভাবে হিন্দি সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হইয়াছিল,

তিনি কবীরের গুরু হইয়াছিলেন। সদ্গুরু লাভ করিয়া কবীর সিদ্ধ হইয়াছিলেন। সে কথাও তিনি তাঁহার দোহাতে বলিয়াছেন—

কহিছে কবীর—বড় ভাগ্য মোর, ঘরে ব'সে গুরু পেয়েছি।
খাইবার তরে মিলিতনা যেন, অমৃতে এখন আঁচাতেছি॥
(৩ য় পৃষ্ঠ ৪-র্থ দোহা)

প্রেমে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন (১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)—

প্রসন্ন হইয়া সদ্গুরু আমারে প্রসঙ্গ একটি কহিলেন সার।
প্রেমের বরষা বাদল নামিল, প্রসিক্ত হইল সর্ব্বাঙ্গ আমার॥
প্রেমের বাদল নামিয়া আসিয়া বর্ষিল আমার উপরে যখন,
অন্তরাত্মা মম ভিজিয়া ধরিল বনস্পতি সম হরিত বরণ॥

যাহাকে "ব্রাহ্মী স্থিতি" বলা যায়, তাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন (২২৩-৪ পৃষ্ঠা)। এবং তাঁহার অনুভূতি কত উচ্চে উঠিয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত দোহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি (২২২ পৃষ্ঠা)—

কবীরের মন মরিয়া গিয়াছে, ক্ষীণ হইয়াছে তাহার শরীর।
পাছে পাছে তার হরি ফিরিছেন, ডাকিছেন, তারে—"কবীর, কবীর।"

গুরু-মাহাত্ম্য তিনি যে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহা যে দৃঢ়রূপে ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় প্রচার করিতেন, এই গ্রন্থের প্রথম বল্লী পাঠ করিলেই পাঠকগণের তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। "গুরু" সম্বন্ধে, ও বলিতে গেলে প্রায় সমস্ত বিষয়েই, তাঁহার দোহা অধিক-সংখ্যক।

তাঁহার ভক্তিও যেমন ছিল, দয়াও তেমনই ছিল। দরিদ্র ও সংসারমোহে মুগ্ধ মানবগণের জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত। ঘূর্ণমান জাঁতা ("চলতি চক্কি") দেখিয়া তাঁহার তন্মধ্যগত শস্যের ন্যায় সংসার-চক্র-পেষণে চূর্ণীকৃত জীবের দুর্দ্দশার কথা মনে পড়িত ও তাঁহার প্রাণ বেদনাতুর হইয়া উঠিত, এবং সদ্গুরু-প্রদত্ত প্রদীপ (১০ পৃষ্ঠার ২-য় দোহা) হাতে লইয়া তিনি তাহাদের মোহান্ধকার বিনষ্ট করিতে ও তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে উদ্যত থাকিতেন। তিনি একটি দোহায় বলিয়াছেন—

কবীরা খড়ে বাজারমে, লিয়ে লুকাটি হাথ।
যৌ ঘর ফঁকে আপনা, চলো হামারে সাথ॥

"হাতে নিয়া আলো বাজাবের মাঝে
কবীবা দাঁড়ায়ে আছে।
ঘব ঘব ফিবে ডাকিছে সবাবে
কে আসিবি আয় আছে॥"
—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদ।

নামবস্তু-ধনের একটি খনি তাঁহার দেহের ভিতর খুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি, যেচে যেচে অমনি দিতে চাই আমি তা', গ্রাহকতো পাই না কেহই তাহাব—এই বলিয়া আক্ষেপ কবিতেন (২৬০ পৃষ্ঠা)। তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাব হিন্দু শিষ্যও ছিল, মুসলমান শিষ্যও ছিল। এমন কি নিন্দুকগণকেও তিনি আদব এবং সম্মান কবিতে উপদেশ দিতেন, কাবণ, তাহাবা বাক্যবাণ বর্ষণ কবিয়া দেহ-মন নির্ম্মল করিয়া দেয়—ধোপা যেমন মলিন বসন সাফ কবিয়া দেয়, তাহাবাও তেমনই পাপ সাফ করিয়া দেয়,—অধিকন্তু, নিন্দুকেব প্রসাদেই তাঁহাব নিজের সদ্গুরু লাভ হইয়াছিল। জনৈক নিন্দুকেব মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়াছিলেন (যন্ত্রস্থ দ্বিতীয় খণ্ড)।

তাঁহাব প্রাণ এইরূপই কোমল ছিল। কিন্তু তা' বলিয়া তাঁহাব মন তেজোহীন ছিল না। পরন্তু প্রখবতেজঃসম্পন্ন ছিল। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন (যন্ত্রস্থ দ্বিতীয় খণ্ড)—

না খেয়ে মবিব, তবু না মাগিব আপন দেহের কারণ।
এ মোর হৃদয়ে লাজ নাহি বহে পবের লাগিয়া চাহন॥

তাঁহার আভ্যন্তরীণ জীবনীর অনেক উপাদান এইরূপে তিনি স্বরচিত দোহা সমুদয়েব মধ্যে বাখিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণ তৎসমস্ত পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি কবিতে পারিবেন। স্থানাভাববশতঃ সমস্ত এখানে প্রদর্শিত হইল না।

এইরূপে ১২০ বৎসর কাশীধামে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া, কবীর সাহেব সেখান হইতে গোরক্ষপুরের অন্তর্গত মগব নামক গ্রামে গিয়া দেহত্যাগ করেন।

সেখানে তাঁহার হিন্দুশিষ্যগণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত সমাধি ও মুসলমান শিষ্যগণকৃত কবর বিদ্যমান আছে।

কবীর-পন্থীরা বলেন যে ১৫০৫ সম্বতে তাঁহার তিরোভাব হইয়াছিল। কিন্তু "ভক্তিমাহাত্ম্য" গ্রন্থ ও কয়েকখানি মুসলমান ইতিহাসের মতে তিনি সেকেন্দর লোডীর সমসাময়িক লোক ছিলেন। সেকেন্দর লোডী ১৫৪৪ সম্বতে রাজ্য প্রাপ্ত হন।

১৯২২ ইং সনে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত "সন্তবানী-সংগ্রহ" নামক হিন্দি গ্রন্থে তাঁহার জীবনকাল ১৪৫৫ হইতে ১৫৭৫ সম্বত (অর্থাৎ ১৩৯৮ ইং হইতে ১৫১৮ ইং) পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তাঁহার দেহত্যাগ হইলে, কি প্রকারে শবদেহের সৎকার হইবে তাহা লইয়া তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কথিত আছে, সেই সময়ে কবীর দিব্যদেহে তথায় আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদিগকে শবের বস্ত্রাচ্ছাদন উন্মোচন করিতে উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নিজেই সমস্ত শরীর আচ্ছাদন করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। আচ্ছাদন উন্মোচিত হইলে, তাঁহারা শবদেহের পরিবর্ত্তে কতকগুলি ফুল দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহাদের বিবাদ মিটিয়া গেল। পরে, কাশীরাজ বীর সিংহ সেই ফুলগুলির অর্দ্ধেক নিজ রাজধানীতে আনয়ন করতঃ ভস্মীভূত করিয়া, সেই ভস্ম তথায় নিহিত করিলেন। যে স্থানে তাহা নিহিত হইয়াছিল, সেই স্থান "কবীর-চৌরা" নামে বিখ্যাত। ফুলগুলির অপরার্দ্ধ পাঠানরাজ বিজলি খাঁ মগর গ্রামে প্রোথিত করিয়া তাহার উপরে সুন্দর সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই দুই স্থান কবীর-পন্থীদিগের প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইয়া রহিয়াছে।

তাঁহার জীবনের আরও কয়েকটী ঘটনা বিবৃত হইতেছে।

রামানন্দের শিষ্য হইবার অভিলাষে কবীর একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বাসনা ব্যক্ত করিলে, যবন বলিয়া রামানন্দ তাঁহাকে উপেক্ষা করেন। পরে তিনি তাঁহার কৃপালাভ করিবার জন্য ব্যাকুলপ্রাণে কয়েকজন সাধুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারাও তিনি উপহসিত হন। শেষে একজন বৈষ্ণবের উপদেশে তিনি আশ্বস্ত হন, এবং তাঁহার উপদেশ-মত একটি শুভদিনে রাত্রিশেষে রামানন্দের বহির্দ্বারে

গিয়া শয়ন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে রামানন্দ মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নানার্থ বাহির হইবেন, অমনি কবীরের অঙ্গে তাঁহার পদস্পর্শ হইল। কবীর তখনই গুরুপদ ভাবিয়া মহাসমাদরে তাহা চুম্বন করিলেন। যবন-স্পর্শ হইল বলিয়া রামানন্দ "রাম রাম" বলিয়া উঠিলেন। কবীর উহাই গুরু-মন্ত্ররূপে গ্রহণ করতঃ রামানন্দকে গুরু-সম্বোধন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তদবধি তিনি বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিয়া কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন। জোলার বৈষ্ণবাচারগ্রহণে অন্যান্য বৈষ্ণবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলে, তিনি তাঁহার রামানন্দের শিষ্য হওয়ার কথা বলিলেন। বৈষ্ণবগণ রামানন্দকে ইহা জানাইলে, কবীর রামানন্দ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সেই শেষরাত্রের ঘটনা তাঁহাকে মনে করাইয়া দিলেন ও বলিলেন,—"তদবধি আমি নিয়তই রামনাম জপ করি। গুরুদেব, যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে ক্ষমা করুন।" আর কি গুরুর ক্রোধ থাকিতে পারে? তিনি আনন্দ প্রকাশে কবীরকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদবধি কবীর একজন পরমভক্ত বলিয়া গণ্য হইলেন।

তিনি একদিন একখানি বস্ত্র বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিলেন। পথে একটি শীতার্ত্ত বৃদ্ধ বস্ত্রখানি চাহিলে, তিনি তাহাকে অম্লানবদনে তাহা দিয়া দিলেন। সে দিন তাঁহার গৃহে অন্ন ছিল না। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার মনে হইল, কি করিয়া গৃহে ফিরিবেন। পরে আবার ভাবিলেন,—অর্থ পাইলে বা অন্ন ভোজন করিলে আমার তো তত সুখ হইত না, যত সুখ হইল এই বৃদ্ধকে বস্ত্র দেওয়াতে, অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে, গৃহে যাই। গৃহে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মাতা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছেন। কোথা হইতে সে সব পাইলেন, কবীর-কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মাতা বলিলেন—"সে কি কবীর। তুমিই যে লোক দিয়া আমার কাছে অর্থ পাঠাইয়া দিলে। এখন আবার একি জিজ্ঞাসা করিতেছ?" কবীর বলিলেন—"মা, তুমিই ধন্য। আমি লোক পাঠাই নাই, ভক্তবৎসল ভগবান আসিয়া অর্থ দিয়া গিয়াছেন। মা, দরিদ্রকে এই অর্থ দিয়া দাও।" মাতা তাহাই করিলেন। দাতা বলিয়া কবীরের নাম রটিয়া গেল। তাঁহার বদান্যতার কথা শুনিয়া একদিন বিস্তর লোক আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইলে, কবীর ভাবিত হইলেন, এবং

অন্য একটি গৃহে গিয়া নির্জ্জনে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান কবীর-রূপ ধারণ করিয়া অতিথি-সৎকার করিলেন। কথিত আছে, এইরূপ অনেকবার ঘটিয়াছিল।

আর দুইটি অনুবিধ ঘটনার কথা বলিয়াই তাঁহার জীবনপ্রসঙ্গ শেষ করিব। একটি এই। একদিন রাজসভায় গিয়া কবীর এক অঞ্জলি জল পূর্ব্বমুখে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া রাজা তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া হাসিলে, তিনি বলিলেন,—"মহারাজ! হাসিবার কোনও কারণ নাই। আমি পাগল নই।" রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে এরূপ করিলে কেন?" তদুত্তরে কবীর বলিলেন, -"জগন্নাথ পুরীতে একজন পূজকের পায়ে গরম ভাত পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার দাহ নিবারণের জন্য জল দিলাম।" তচ্ছ্রবনে কৌতূহলী রাজা পুরীতে লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইলেন। সেই সংবাদ কবীরের কথার সত্যতা প্রমাণ করিল। রাজা স্বয়ং তখন কবীরের কুটীরে গিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে বহু ধনরত্ন দিতে চাহিলেন। কবীর ধনরত্ন লইতে অস্বীকার করিয়া দীনদরিদ্রগণকে তাহা বিতরণ করিতে রাজাকে উপদেশ দিলেন।

আর একটি ঘটনা এই। কিছুদিন পরে কবীর তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়া মথুরা দর্শন করতঃ দিল্লী গেলেন। সেখানে তখন সেকেন্দর লোডি রাজত্ব করিতেছিলেন। জনকয়েক দুষ্ট লোক তাঁহাকে জানাইল যে, কবীর নামক একজন দাম্ভিক জোলা আসিয়া অনেক লোককে প্রবঞ্চিত করিতেছে এবং সে দণ্ডার্হ। সেকেন্দরের আদেশে রাজপুরুষগণ কবীরকে ধরিয়া লইয়া গেল ও তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া বলিল। পরে তিনি সেকেন্দর-সমীপে নীত হইলে, তৎপারিষদেরা তাঁহাকে রাজাকে অভিবাদন করিতে বলিল। তিনি তাহা করিলেন না, বলিলেন,—"অভিবাদন আবার কাহাকে করিব? এ সংসারে সকলেই তো বধ্য।" তৎপরে তিনি, ক্রুদ্ধ সেকেন্দরের আদেশে, প্রথমে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া যমুনায়, পরে জ্বলন্ত অনলে, নিক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছুই না হওয়ায়, তাঁহাকে হস্তিপদতলে ফেলিয়া বধ করিবার আদেশ হইল। কিন্তু সে আদেশ প্রতিপালিত হইতে পারিল না, কারণ হস্তিগণ কবীরকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। তখন সেকেন্দরের

চৈতন্য হইল, এবং তিনি কবীরকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন।

উপরোক্ত "সন্তবাণী-সংগ্রহ" গ্রন্থে ইনি প্রথম সন্ত সদ্‌গুরু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এবং ইঁহার শিষ্য গরীবদাস সমস্ত দোঁহাকারগণের মধ্যে ইঁহাকে প্রাধান্য দিয়া বলিয়াছেন "ঔর জ্ঞান মাণ্ডলীক হৈ, চবৈ 'জ্ঞান কবীর" (৩৮ পৃষ্ঠার ২-য় দোহা)।

কবীরের প্রধান গ্রন্থগুলির নাম "বীজক," "সুখনিধান" এবং "সাখী", "শব্দ মঙ্গল", "বসন্ত" ও "হোলী"।

রৈদাসজী।—ইঁহার জীবন-সময় সাম্বতীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, জন্ম ও সৎসঙ্গ-স্থান কাশী। ইনি জাতিতে চামার ও গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন এবং রামানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন।

রৈদাস কবীর সাহেবের সমসাময়িক ও মীরাবাই-এর গুরু ছিলেন (৩৬ পৃষ্ঠার ২য় দোহা দেখুন) এবং চিরজীবন মুচির কাজ করিয়াছিলেন। গুজরাট-প্রান্তে এক লক্ষ রৈদাসপন্থী আছেন। রৈদাস চর্ম্মের দ্বারা স্বীয় ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন ও সাধুগণকে জুতা প্রস্তুত করিয়া দিতেন।

গুরু নানক।—জীবন-সময় ১৫২৬ হইতে ১৫৯৫ সম্বৎ পর্য্যন্ত। জন্মস্থান—লাহোর জিলার তলবণ্ডী নগর। সৎসঙ্গ স্থান—পাঞ্জাবে সুলতানপুর ও করতারপুর। জাতি ও আশ্রম—বেদী ক্ষত্রিয়, গৃহস্থ। গুরু—নারদ মুনি।

গুরু নানক তদনীন্তন মুসলমান সরকারের কর্ম্মচারী ছিলেন, পরে ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া জীবগণকে উদ্বোধিত করিবার জন্য বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ১৫৫৬ সংবতে তাঁহার প্রথম যাত্রা পূর্ব্বদিকে আরম্ভ হয়। যাত্রায় পাঞ্জাব হইতে আগরা, বিহার, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ এবং আসামের প্রান্তে প্রায় একাদশ বর্ষ ভ্রমণ করতঃ তিনি সুলতানপুরে ফিরিয়া আসিয়া অল্পকাল অবস্থান করিয়াছিলেন "তবারিক গুরু খালসা" নামক গ্রন্থে এই যাত্রায় তাঁহার ব্রহ্মদেশে যাওয়ার কথাও লিপিবদ্ধ আছে।

১৫৬৭ সংবতে তিনি দ্বিতীয় সফরে দক্ষিণদিকে গিয়াছিলেন। এই যাত্রায় তিনি মাড়োয়ার, হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজ হইয়া সঙ্গলদীপ (লঙ্কা) গমন

করতঃ তথাকার রাজা শিবনামকে মন্ত্র দিয়াছিলেন ও তাঁহার জন্য "প্রাণ-সঙ্গলী" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

পরে সুলতানপুরে প্রত্যাগমন করতঃ, কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি তৃতীয় সফরে উত্তরদিকে বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং বদ্রীনারায়ণ, নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমন করিয়া নিজাশ্রম সুলতানপুরে ফিরিয়া আসেন।

১৫৭০ সংবতে তাঁহার চতুর্থ অভিযান আরব্ধ হয়। এবার তিনি পশ্চিমাভিমুখে গিয়া সিন্ধ, মক্কা, জেদ্দা, মদীনা, রুম, বাগদাদ, ইরাণ, বেলুচিস্থান, কাণ্ডাহার, কাবুল, ও কাশ্মীর পরিভ্রমন করিয়া ১৫৭৯ সংবতে করতারপুরে ফিরিয়া ১৬ বৎসর বিশ্রামান্তে দেহত্যাগ করেন।

এই মহাপুরুষ প্রায় ২৪ বৎসর দেশ ভ্রমণ করতঃ পরমার্থ-ধন দুইহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন ও লক্ষ শিষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি সমূহ শিখগণের ধর্ম্ম-গ্রন্থ "আদি গ্রন্থে" সুরক্ষিত রহিয়াছে।

যদিও এই গ্রন্থে সংগৃহীত তাঁহার দোহার সংখ্যা খুবই অল্প, তবু তাঁহার অভিযান গুলির চমৎকারিত্বের জন্য তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইল।

মোগল সম্রাট বাবরের জীবনের উপর নানকের প্রভাব-বিস্তার তাঁহার জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। তাঁহার দ্বিতীয় অভিযানে তিনি ও তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ও বীন-বাদক মর্দ্দানা সম্রাট-কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। কারাগারে নানককে মোট বহিতে ও মর্দ্দানাকে ঝাড়ু দিতে হইত। অবসরকালে নানক ভগবন্মহিমাদি গান করিতেন ও মর্দ্দানা বাজাইতেন। পরে নানক বাবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হন, এবং তাঁহার অনুরোধে ও উপদেশে বাবর হিন্দু ও পাঠানগণের উপর অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হইয়া, ও সমস্ত বন্দীদের মুক্তিদান করিয়া, অতিশয় দয়াদ্র-হৃদয় সম্রাটে পরিণত হন। কথিত আছে, সম্রাট বন্দীগণকে মুক্তি দিতে সম্মত হওয়ায়, নানক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সাম্রাজ্য বহুকাল স্থায়ী হইবে।

গোঁসাই তুলসীদাসজী—হিন্দুস্থানের সর্ব্বপ্রধান কবি তুলসীদাস ১৫৮৯ সম্বতে (১৫৩২ খৃঃ) গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের অন্তর্গত তরী গ্রামে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ আত্মারাম দুবের ঔরসে হুলসী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ

করেন। তিনি অভুক্ত-মূলে (জ্যেষ্ঠার শেষে ও মূলা নক্ষত্রের প্রথমে) জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। সৌভাগ্যক্রমে একজন সাধু, প্রহ্লাদ উধাবণ, তুলসীর লালনপালনের ভার নিজহস্তে লইয়াছিলেন। ঐ সাধুর সহিত তিনি ভারত পর্য্যটন করেন। তিনিই তাঁহাকে "তুলসীদাস" নাম প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল হরিবোলা বা রামবোলা। বাল্যকালে তিনি শূকর-ক্ষেত্রে, বর্ত্তমান শোরাণ নামক স্থানে, বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। পরে সাধুর কৃপায় তিনি যথাসময়ে পিতৃগৃহে স্থান পাইয়া, রামোপাসক দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্নাবলীর পাণিগ্রহণ করেন। রত্নাবলীও রাম-ভক্তি সম্পন্না ছিলেন। তাঁহার গর্ভে তুলসীদাসের তারক নামক একটি পুত্র হইয়াছিল, শৈশবেই পুত্রটীর মৃত্যু হয়।

তুলসী অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন। তিনি একদণ্ডও পত্নীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। একদিন রত্নাবলী তাঁহার অজ্ঞাতসারে পিত্রালয়ে যাইতেছিলেন। তুলসীদাস ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহার শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহাকে পথে ধরিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, রত্নাবলী পিত্রালয়ে পঁহুছিবামাত্র তুলসীদাস তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রত্নাবলীকে তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আসিতে বলিলে, রত্নাবলী তাঁহাকে বলিলেন (হিন্দির অনুবাদ),—

> এসেছ ছুটিয়া পাছে পাছে মোর, লজ্জা কি নাহি তোমার ?
> ধিক্, ধিক্, নাথ, হেন প্রেম তব, কি বলিব বল আর।
> অস্থিচর্ম্মময় এ দেহে আমার তোমার যেরূপ প্রীতি
> শ্রীরামে সেরূপ প্রীতি হ'লে তব থাকিত না ভব-ভীতি ॥

রত্নাবলী ভাবেন নাই যে, এই মিষ্ট ভর্ৎসনায় স্বামীর প্রাণে আঘাত লাগিবে। কিন্তু জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলে ইহাতেই তুলসীর চৈতন্য হইল। তিনি রাম নাম আশ্রয় করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিলেন। রত্নাবলীর বহু সাধ্যসাধনায় তিনি কর্ণপাত করিলেন না, নিজের গৃহেও ফিরিলেন না, সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থপর্য্যটনে গমন করিলেন।

ঠিক এমনই একটি কথায় আর একজন সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা যে বলিয়াছিল, সে বেশ্যা, চিন্তামণি। এক মহাদুর্য্যোগের রাত্রে, নৌকাভাবে গলিতশবাবলম্বনে নদী পার হইয়া, এবং রজ্জুভ্রমে লম্বমান-

সর্পধারণে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাহার গৃহ-প্রাঙ্গনে পতিত উন্মত্তবৎ বিল্বমঙ্গলকে চিন্তামণি যখন বলিল—"এই মন, আমি বেশ্যা আমায় না দিয়ে, হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হ'ত"—বিল্বমঙ্গল তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সুকৃতি থাকিলে, এইরূপ সামান্য কথাতেই লোকের সংসার-বন্ধন সহসা ছিন্ন হইয়া যায়। পাঠকগণ এই উপলক্ষ্যে ওয়ারেণ হেষ্টিংশের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র সুবিখ্যাত লালা বাবুর কথাও স্মরণ করিবেন। লালা বাবু একদিন পথ দিয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে হঠাৎ "বাবা, বেলা তো গেল, বাসনায় আগুণ দেও",—পথপার্শ্বস্থ গৃহ হইতে পিতার প্রতি জনৈক গৃহস্থকন্যার এই উক্তি লালা বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার বাসনা ভস্মীভূত করিয়াছিল, এবং তাঁহাকে সংসারত্যাগী করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিল।

তুলসীদাসের সংসারত্যাগের পরে রত্নাবলী তাঁহাকে একখানি পত্রে লিখিলেন (হিন্দির অনুবাদ)—

কণকবরণী ক্ষীণমধ্যা আমি,
সখীগণ-সাথে দিন কেটে যায়।
বুক ফাটে মোর, তাহে নাহি ডরি,
তোমারে না অন্য রমণী ভুলায় ॥

তদুত্তরে তুলসী লিখিয়াছিলেন (হিন্দির অনুবাদ)—

শুধু রাম-সঙ্গ ভুলায়েছে মোরে,
বেঁধে দেছে মোর শিরে জটাভার।
আমি তো পেয়েছি প্রেমরসাস্বাদ—
স্ত্রীর উপদেশে এ সুখ আমার ॥

এই উত্তরে রত্নাবলী আশ্বস্ত হইলেন, এবং প্রাণ ভরিয়া পতির সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যেমন পতি তেমনি পত্নী বটে।

তৎপর বহুবর্ষ অতীত হইয়া গেল। অযোধ্যা, বারাণসী প্রভৃতি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে তুলসীদাস এখন বার্দ্ধক্যে উপনীত। এখন আর তাঁহার বাড়ী, ঘর, দ্বার, শ্বশুরবাড়ী ও স্ত্রীর কথা মনে নাই। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন শ্বশুরগৃহে উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধা রত্নাবলী অতিথি-সৎকারে নিযুক্ত হইলেন। তিনিও প্রথমে স্বামীকে চিনিতে পারেন নাই। দুই-একটি

কথাবার্তার পরে চিনিতে পারিয়া, তিনি আত্মগোপনপূর্ব্বক স্বপাকভোজী তুলসীর রন্ধনের সাহায্য করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাকে মরিচ আনিয়া দিব ?" তুলসী বলিলেন,—"না, তাহা আমার ঝুলিতে আছে।" রত্নাবলী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঝাল আনিয়া দিব ?" তুলসী উত্তর করিলেন,—আমার ঝুলিতে আছে।" রত্নাবলী পুনরায় কর্পূর আনিয়া দিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তুলসীদাস বলিলেন,—"তাহাও আমার ঝুলিতে আছে।" সেই রাত্রে রত্নাবলীর চক্ষে ঘুম আসিল না। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরদিবসে তিনি স্বামীকে স্বীয় পরিচয় দিয়া তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গে রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তুলসী সম্মত না হওয়াতে অতিশয় দুঃখিতান্তকরণে রত্নাবলী তাঁহাকে বলিলেন (হিন্দির অনুবাদ),—

যার খড়ি হ'তে কর্পূর অবধি সকলি ঝুলিতে রয়,
পত্নী-পরিত্যাগ তার, প্রিয়তম। কবাতো উচিত নয়।
হয় তুমি এই দুঃখিনীরে তব ঝুলির ভিতরে লও,
না হয় সকলি তেয়াগিয়া, রামে অচলানুরাগী হও॥

স্ত্রীর কথায় তুলসীদাসের আবার জ্ঞানোদয় হইল। তিনি স্বীকার করিলেন যে, রত্নাবলী তাঁহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানসম্পন্না। সেই দিন তিনি যথার্থই সর্ব্বত্যাগী হইলেন, এবং শেষের সম্বল ঝুলিটি একজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

পুনরায় বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া কাশীধামে প্রত্যাগমন করতঃ, লোলার্ক-কুণ্ডের নিকট অসি-ঘাটে কিয়ৎকাল বাস করিবার পরে, তথায় ১৬৮০ সম্বতে ৯২ বৎসর বয়সে হিন্দুস্থানের মহাকবি তুলসীদাস তনুত্যাগ করেন। কাশীধামে যেখানে তিনি থাকিতেন, তন্নিকটবর্ত্তী ঘাট "তুলসীঘাট" নামে বিখ্যাত। তাহার পাশে তুলসীদাস-প্রতিষ্ঠিত হনুমানজীর একটী মন্দিরও বিদ্যমান আছে। কথিত আছে, তিনি হনুমানজীকে গুরুরূপে লাভ করিয়া শ্রীসীতারামলক্ষ্মণের দেখা পাইয়াছিলেন। তাঁহার অযোধ্যাবাসকালে ১৬৩১ সম্বতে ভগবান রামচন্দ্র স্বপ্নে দর্শন দিয়া তাঁহাকে হিন্দিভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। তিনি তদনুসারে অযোধ্যায় "রামচরিতমানস" (যাহা তুলসীরামায়ণ নামে খ্যাত) রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কাশীধামে তাহা শেষ করেন। ইহা ছাড়া তিনি কবিতরামায়ণ, গীতরামায়ণ, বিনয়পত্রিকা, বৈরাগ্যসন্দীপনী,

দোহাবলী, কৃষ্ণাবলী, পার্ব্বতীমঙ্গল, জানকীমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রামানন্দ স্বামীর শিষ্য নরহরিদাসজী তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। ৩১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি সুরদাসের সমকালীন ছিলেন। বাবা মলুকদাসের সহিত তাঁহার একবার দেখা হইয়াছিল। মীরাবাইএর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল ও পত্রব্যবহার হইয়াছিল। মীরার জীবন-বৃত্তান্তে পাঠকগণ ঐ পত্রব্যবহারে বিবরণ জানিতে পারিবেন। "ভক্তমাল" গ্রন্থের রচয়িতা নাভাজী তুলসীদাসের পরম মিত্র ও সংসঙ্গী ছিলেন।

সম্রাট আকবরের রাজস্বসচিব টোডরমল তুলসীদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। টোডরমলের মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার স্মরণার্থ একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। অম্বররাজ মানসিংহ ও জগৎসিংহ প্রভৃতি রাজকুমারগণ সদাসর্ব্বদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। কিন্তু এই ভক্ত মহাকবি দীনাতিদীনভাবসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার দীনতাপ্রকাশের ভাষা অতুলনীয় ও অতীব মর্ম্মস্পর্শী। তিনি একটি দোহাতে বলিয়াছেন—

আপু আপনেতে অধিক, জেহি প্রিয় সীতারাম।
তেহিকো পগকি পানহী, তুলসী তনকি চাম॥*

মীরাবাই।—রাজস্থানের ইতিহাসের অলঙ্কারস্বরূপা বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণা মীরা রাঠোরের সামন্তরাজ রতনসিংহের একমাত্র কন্যা ছিলেন। তিনি কুড়কী গ্রামে ১৫৫৫ হইতে ১৫৬১ সম্বতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেমন অপরূপ রূপবতী তেমনই গুণবতী ছিলেন। বালিকা বয়স হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ক্রমে সেই বীজ মহামহীরুহে পরিণত হইয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসিনী করিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীগিরিধরলালজী তাঁহার ইষ্টদেবতা হইয়াছিলেন। তিনি এক পড়শীর বিবাহ দেখিয়া আসিয়া তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মা, আমার বর কে?" মাতা হাসিয়া গৃহদেবতা শ্রীগিরিধরলালজীর মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"ঐ তোমার বর।" ঐ মূর্ত্তি তাঁহার পিতৃগৃহে কিরূপে আসিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন কোন স্থানে এইরূপ কথা প্রচলিত আছে। একবার এক সাধু তথায় আসেন, তাঁহার সঙ্গে ঐ মূর্ত্তি ছিল। মীরাবাই ঐ মূর্ত্তির নাম সাধুকে জিজ্ঞাসা করেন ও তাঁহার নিকট হইতে তাহা চান। সাধু তাহা দিতে অস্বীকার করিলে

* সীতারাম যাহার আপনা হইতে অধিক প্রিয়, তুলসীর গাত্রচর্ম্ম তাহার পায়ের জুতার সমান।

মীরা তিন দিন অনাহারে থাকেন। তখন তাঁহার মাতা ও পিতা সাধুকে অনেক টাকাকড়ি দিয়া ঐ মূর্ত্তি তাঁহার নিকট হইতে লইতে চেষ্টা করেন। সাধু বলেন যে ঐ মূর্ত্তি তিনি কিছুতেই দিবেন না। কিন্তু রাত্রে সাধু স্বপ্ন দেখিলেন যে, ঐ মূর্ত্তি বলিতেছেন—"তুমি যদি ভাল চাও, তবে আমাকে ঐ মেয়েটীর কাছে থাকিতে দাও।" তাই, রাত্রি প্রভাত হইতেই সাধু ঐ মূর্ত্তি মীরার পিতার গৃহে পৌছাইয়া দেন।

পরে, ১৫৭৩ সম্বতে, মিবারের উদয়পুরের অধিপতি সংশোদিয়া রাজকুলের মহারাণা সঙ্গের কুমার ভোজরাজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। আর এক বিবরণ এই যে, তাঁহার বিবাহ রাণা কুম্ভের পুত্র ভোজরাজের সহিত হইয়াছিল। আরও একটী বিবরণ এই যে, তাঁহার বিবাহ স্বয়ং রাণা কুম্ভের সহিত হইয়াছিল।

বিবাহ হইলে তিনি স্বামীগৃহে গমন করিয়াছিলেন। তৎপরের কতকগুলি ঘটনা সম্বন্ধে একটী বিবরণ এইরূপ:-মিবারের রাজবংশ শাক্ত, অথচ স্বয়ং রাণী বৈষ্ণবী, এ দৃশ্য অনেকের ভাল লাগিল না। ক্রমে এই বিষয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। রাজমাতা মীরাবাইকে বিষ্ণুপূজা ছাড়িয়া শক্তিপূজা গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। মীরা তাহা পারিলেন না, এবং প্রাণান্তেও তাহা পারিবেন না বলিয়া জানাইলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছিল। অবশেষে বিষ্ণুপূজা বা রাজপ্রাসাদ এই উভয়ের মধ্যে একটি পরিত্যাগ করিতে তাঁহার প্রতি আদেশ প্রচারিত হইলে, তিনি প্রসন্নবদনে সংসারের সুখৈশ্বর্য্য জলাঞ্জলি দিয়া দীনা ভিখারিণীর বেশে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন কহিলেন—

> "লাজ সরম সবহী মৈঁ ডারী, যো তব চরণ অধারী।
> মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর ঝকমারো সংসারী॥"

যদিও পূর্ব্বে রাণা মীরার সন্তুষ্টির জন্য রাজান্তঃপুরে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি মাতার আদেশের প্রতিকূলে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কাজেই মীরাকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিতে হইল। অনন্তর, তিনি স্বামীদত্ত অর্থে স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করতঃ দীনহীনগণের আশ্রয়স্থল হইয়া, পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

এতৎসম্বন্ধে আর এক বিবরণ এই প্রকার:—মীরার বিবাহের ১০ বৎসর পরে তাঁহার স্বামী কুমার ভোজরাজের দেহান্ত হইলে, তিনি বিশেষ শোক প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু, আরও অধিক প্রীতি ও প্রতীতি সহকারে ভগবদ্ভজনে তৎপর হইয়াছিলেন এবং রৈদাসজীকে স্বীয় গুরু করিয়াছিলেন। তিনি নিরন্তর ভগবদ্ভজন ও সাধুসেবায় নিমগ্ন থাকিতেন। তৎপ্রাসাদে সাধুসন্তের ভিড় হইতে লাগিল। মীরার দেবর মহারাণা বিক্রমাজীতের এসব ভাল লাগিল না। তিনি মীরার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইলেন। প্রথমে মীরাকে সাধুসেবাদি কার্য্য হইতে বিরত হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইল। তিনি বিরত না হওয়াতে অনেক নির্য্যাতিত হইতে লাগিলেন। কথিত আছে, সম্রাট আকবর তাঁহার রূপ ও গুণের প্রশংসা শুনিয়া, তাঁহার গায়ক-বন্ধু তানসেন সহ উভয়ে সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, মীরাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি দর্শনে আকবর মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্রীগিরিধরলালজীর জন্য একটি রত্নহার প্রদান করেন। মীরা তাহা অত্যন্ত আশঙ্কার সহিত গ্রহণ করেন। এই ঘটনা অনুসন্ধানে প্রকাশ হওয়ায় মহারাণা মীরার মৃত্যুই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

মীরার মৃত্যুর জন্য যে চরণামৃত বলিয়া বিষ প্রেরিত হইয়াছিল ও তিনি যে জানিয়া শুনিয়া তাহা পান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের রচনায় (২৩৪-৫ পৃষ্ঠা) ও নাভাজীর "শ্রীশ্রীভক্তমাল" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবৎ কৃপায় সে বিষ অমৃতে পরিণত হইয়া মীরার মুখজ্যোতি বর্দ্ধিত করিয়াছিল। কথিত আছে যে, আর একদিন একটি পেটেরায় শালগ্রাম বলিয়া একটি বিষধর সর্প তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল ও তিনি তাহা খুলিলে দেখিলেন যে তাহাতে বাস্তবিকই শালগ্রাম রহিয়াছে।

ক্রমে তাঁহার প্রতি অত্যাচার আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, ও তাঁহার ভজনে বহু বিঘ্ন উৎপাদিত হইতে থাকিলে, মীরা তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিয়া তুলসীদাসকে এইরূপ পত্র লিখেন—

শ্রীতুলসী সুখ-নিদান, দুখ হরণ গুসাই।
বারহি বার প্রণাম করুঁ, অব হরো শোক সমুদাই॥
ঘরকে স্বজন হামারে জেতে,১ সবন উপাধি বঢ়াই২।
সাধু সঙ্গ অরু ভজন করত, মোহি দেত কলেস৩ মহাই॥

---

(১) যত। (২) সকলে উপদ্রব বাড়াইতেছে। (৩) ক্লেশ।

বালপনে৪ তেঁ মীরা কীন্হী,৫ গিরধর লাল মিতাই৬।
সো তৌ অব ছুটত নহিঁ কৈঁ্যা হুঁ, লগী লগন বরিয়াই৭॥
মেরে মাত পিতাকে সম হৌ৮, হরিভক্তন সুখদাই৯।
হমকো কহা উচিত করিবো হৈ, সো লিখিয়ো সমুঝাই॥"

—তুলসীদাস ঐ পত্রের নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলেন—

"জাকে ১ প্রিয় ন রাম বৈদেহী।
তজিয়ে তাহি ২ কোটি বৈরীসম, যগুপি পরম সনেহী ৩॥
তজ্যো৪ পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মহতারী ৫।
বলি গুরু তজ্যো, কন্ত ৬ ব্রজ-বনিতা, ভয়ে ৭ সব মঙ্গলকারী॥
নাতো নেহ ৮ রাম সোঁ মনিয়ত, সুহৃদ সুসেব্য জহাঁ লৌঁ।
অঞ্জন কহা আঁখ জো ফুটে, বহুতক কহোঁ কহাঁ লৌঁ।
তুলসী সো সব ভাঁতি পরম হিত, পূজ্য প্রাণ তেঁ প্যারো ৯।
জা সোঁ হোয় সনেহ রাম-পদ, এতো মতো হমারো॥
সো জননী সো পিতা সোই ভ্রাত, সো ভামিন সো সুত সো হিত মেরো।
সোই সগো সো সখা সোই সেবক, সো গুরু সো সুর সাহিব চেরো॥
সো তুলসী প্রিয় প্রাণ সমান, কহাঁ লৌঁ বতাই কহোঁ বহুতেরো।
জো তজি গেহকো দেহকো নেহ, সনেহ সো রামকো হোয় সবেরো১০।"

এই উত্তর পাইয়া মীরা চিতোর ত্যাগ করিতে কৃত-নিশ্চয়া হইয়া, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করতঃ, রাত্রিকালে চাম্পা ও চামেলি আদি সেবিকাগণ সহ মাতৃ-ভবনে গমন করিলেন ও সেখানে খুব আদর-যত্নে গৃহীত হইলেন।

এই বিবরণই এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত "মীরাবাঈকী শব্দাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এবং তাহাই ঠিক মনে হয়। মীরার রচনা হইতে এই বিবরণ আংশিক ভাবে সমর্থিত হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মীরাবাই-উদাবাই-সংবাদে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইবে। উদাবাই মীরার ননদিনী ছিলেন।

কলকণ্ঠী সুগায়িকা কৃষ্ণপ্রেমবিভোরা দয়াময়ী মীরা জনসাধারণের সঙ্গে

---

(৪) বাল্যকালে। (৫) করিয়াছিল। (৬) মিত্রতা। (৭) প্রবল সংযোগ হইয়াছে। (৮) তুমি আমার মাতাপিতার সমান। (৯) হরিভক্তগণের সুখ দায়ক।

(১) যাহার। (২) তাহাকে। (৩) স্নেহসম্পন্ন। (৪) ত্যাগ করিয়াছিলেন। (৫) মাতা। (৬) কান্ত, স্বামী। (৭) হইয়াছিল। (৮) প্রেম। (৯) প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। (১০) শীঘ্র।

মিলিত হইয়া রাজপুতানার পথে পথে যে স কীর্ত্তন করিতেন, তাহাতে জন-সমূহ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বর্গভ্রষ্টা দেববালা মনে করিত। তাঁহার "মীরা কাহ্ন বিনা প্রেম'স না মিলে নন্দলালা" (১২৫ পৃষ্ঠা) শুনিয়া নরনারীবৃন্দের হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হইত।

তাঁহার মাতৃ-ভবনে তিনি বহু আদর-যত্নে ছিলেন বটে, কিন্তু সেখানেও ক্রমে সাধুগণের যাতায়াত লইয়া সমালোচনা হইতে লাগিল বলিয়া সেখানেও তাঁহার ভাল লাগিল না। তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন।

বৃন্দাবনে একদিনকার ঘটনা চিরস্মরণীয়। একদিন সাধু ও ভক্ত সন্দর্শন করিতে করিতে, মীরা প্রসিদ্ধ ভক্ত জীব গোস্বামীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের বাসনা জানাইলে, জীব গোস্বামী আশ্রমের ভিতর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ পরিচয় করেন না। তদুত্তরে মীরা তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন—"বৃন্দাবনে আমি সকলকেই সখী বলিয়া জানিতাম। এখানে একমাত্র পুরুষ গিরিধরলালজী। ইহাই আমি এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম। এখন জানিলাম যে, এখানে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন।" মীরার এই কথা শুনিয়া গোস্বামী ঠাকুর অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, এবং নগ্নপদে বাহিরে আসিয়া সসম্মানে পরম সমাদরে তাঁহাকে আশ্রমের মধ্যে লইয়া গিয়া আপ্যায়িত করিলেন।

বৃন্দাবন-সম্বন্ধে, এবং সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে বিরচিত, তাঁহার বিখ্যাত গানের কয়েকটী পদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মহানে চাকর রাখো জী,
গিরধারীলাল চাকর রাখো জী ॥

চাকর রহঁস্যু বাগ লগাস্যুঁ, নিত উঠ দরশন পাস্যুঁ।
বৃন্দাবনকী কুঞ্জ গলিনমেঁ, গোবিন্দলীলা গাস্যুঁ ॥

* * * * *

মোর মুকট পীতাম্বর সোহে, গল বৈজন্তী মালা।
বৃন্দাবনমে ধেনু চরাওয়ে, মোহন মুরলীওয়ালা ॥

মীরাকে প্রভু গহির গভীরা, হৃদে রহো জী ধীরা।
আধী রাত প্রভু দরশন দীন্‌হো, যমুনাজীকে তীরা ॥"

কিছুকাল বৃন্দাবন বাসের পরে, মীরা দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া শ্রীরণছোড়জীর দর্শন ও সাধুসেবায় পরমানন্দে নিমগ্ন রহিলেন।

তিনি চিতোর ত্যাগ করার পর হইতে সেখানে রাণা বিক্রমাজীতের অনেক বিপদ আপদ ঘটিতে লাগিল। তজ্জন্য রাণা মন্ত্রিগণের পরামর্শে মীরাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণকে পাঠাইলেন। কাহারও মতে, তাঁহারা তাঁহাকে চিতোরে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আবার কাহারও মত এই যে, মীরা ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার না করায়, ব্রাহ্মণগণ প্রায়োপবেশন করিয়া "ধরণা" দিয়াছিলেন। তাহাতে মীরা পরাজয় স্বীকার করিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে রণছোড়জীর নিকট বিদায় লইতে গিয়া, দুইটি গান গাহিয়াছিলেন ও তাঁহাতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিলেন, রণছোড় জীর মূর্ত্তির মুখে কেবল মীরার বস্ত্রের এক প্রান্ত মাত্র দেখা যাইতেছিল। নিম্নলিখিত গান ঐ দুইটি গানের মধ্যে একটী বলিয়া কথিত আছে—

"হরি তুম হরো জনকী ভীর১।
দ্রৌপদী কী লাজ রাখ্যো তুম বঢ়ায়ো চীর২॥
ভক্ত কারণ রূপ নরহরি ধর্যো আপ শরীর।
হিরনকশ্যপ মারি লীন্‌হো ধর্যো নাহিন্‌ধীর॥
বূড়্‌তে গজরাজ রাখ্যো কিয়ো বাহর নীর।
দাস মীরা লাল গিরধর দুঃখ জহাঁ তহঁ পীর॥"

মীরাবাইএর তিরোভাব ১৬২০ হইতে ১৬৩০ সম্বতের মধ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি বহুভাষাভিজ্ঞা বিদুষী রমণী ছিলেন। এমনকি, বঙ্গভাষাও তিনি উত্তমরূপে বুঝিতেন। পদাবলী ও ভজন ব্যতীত তিনি "নরসীজীকী মায়রা" ও "রাগগোবিন্দ" গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দের টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।

মীরার জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে, তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে ভক্তমাল-রচয়িতা নাভাজীর অভিমতের যাথার্থ্য প্রতিভাত হয়—

"সদরিস৩ গোপিন প্রেম, প্রগট কলিজুগহিঁ দিখায়ো।
নিরঅঙ্কুস অতি নিডর, রসিক জস রসনা গায়ো॥"

দাদূ দয়াল—"দাদূ দয়াল পন্থী" নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক দাদূ গুজরাট দেশস্থ আহাম্মদাবাদে জন্মগ্রহন করেন। ১২ বৎসর বয়সে সেই নগর পরিত্যাগ করিয়া, তিনি কয়েক স্থানে অবস্থান করতঃ, অবশেষে নরৈন বা নরানা নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। কথিত আছে, তিনি সেই স্থানে "তুমি পরমার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হও"—এই প্রকার দৈববাণী শুনিয়া, পঞ্চক্রোশদূরবর্ত্তী বহরণ বা ভরানা পর্ব্বতে গমন করতঃ, পরমার্থ-সাধনপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যান।

(১) ভয়। (২) বস্ত্র। (৩) সদৃশ।

"দাবিস্তান"—নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাট আকবরের সময়ে তিনি দরবেশ অর্থাৎ উদাসীন হইয়াছিলেন। তিনি জনৈক কবীরপন্থীর শিষ্য হইয়াছিলেন। নরৈনের পুর্ব্বিতোপরি একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে, তথা হইতে তাঁহার অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ঐ গ্রামে দাদূ-পন্থী সম্প্রদায়ের প্রধান দেবস্থান অবস্থিত। তথায় দাদূর শয্যা ও তৎসম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ সকল সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে। সেইস্থানে প্রতিবৎসর ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একটি মেলা হইয়া থাকে। রাজপুতানা, অজমীর মাড়বার পাঞ্জাব ও গুজরাট আদি দেশে দাদূ-পন্থীগণের ৫২টী প্রসিদ্ধ আখড়া আছে।

দাদূর জীবন-সময় ১৬০১ হইতে ১৬৬০ সম্বৎ পর্য্যন্ত। দাদূ-পন্থীগণের মতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু লোকবাদ তাঁহাকে ধুনুরী বলিয়া থাকে। সম্রাট আকবর তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার দয়া ও ক্ষমা এতাদৃশ ছিল যে, লোকে তাঁহাকে "দাদূ দয়াল" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

বাবা মলূকদাস।—জীবন-সময় ১৬৩১ হইতে ১৭৩৯ সম্বৎ পর্য্যন্ত। জন্ম এবং সৎসঙ্গ স্থান মৌজা কড়া, জিলা এলাহাবাদ। জাতি এবং আশ্রম ক্ষত্রিয় কক্কড়, গৃহস্থ। গুরু—বিট্ঠলদাস দ্রাবিড়॥

ইনি ১০৮ বৎসর বয়সে নিজ জন্মস্থানে দেহত্যাগ করেন। হিন্দুস্থানে ও কথিত আছে যে, নেপালে ও কাবুলেও, অনেক মলূকদাস-পন্থী আছেন। শ্রীক্ষেত্রে ইহাঁর নামের রুটী এখনও প্রচলিত আছে।

সুন্দরদাসজী।—জীবন সময় ১৬৫৩ হইতে ১৭৪৬ সম্বৎ পর্য্যন্ত। জন্মস্থান—জয়পুরের প্রথম রাজধানী দ্যোসা নগর। সৎসঙ্গস্থান—ফতেপুর শেখাবাটী। জাতি—খণ্ডেলবাল বানিয়া। আশ্রম—সন্ন্যাস। গুরু—দাদূ দয়াল।

সুন্দরদাস বাল্যকাল হইতে সাধু ও কবি ছিলেন ও সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারবাড়ী ও ফারসী আদি ভাষাও জানিতেন। সংস্কৃতে তাঁহার পাণ্ডিত্য যথেষ্ট থাকিলেও তিনি সংস্কৃতে কবিতা রচনা করা পছন্দ করিতেন না। কারণ, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকার হয় না।

ইহাঁর শিষ্যগণের পঞ্চ শাখা ফতেপুর ও বিকানীর প্রভৃতি স্থানে রহিয়াছে।

চরণদাসজী।—ইহাঁর জীবন-সময় ১৭৬০ হইতে ১৮৩৯ সম্বৎ পর্য্যন্ত ও জন্মস্থান মৌজা ডেহরা, মেবাত (রাজপুতানা)। ইনি ডুসর নামক বনিক-কুলে উপজাত হইয়াছিলেন ও গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন। দিল্লী ইহাঁর সৎসঙ্গ-স্থান ছিল ও সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, ১৯ বৎসর বয়সে কোনও জঙ্গলে তিনি শ্রীশুকদেব মুনিকে গুরু-রূপে প্রাপ্ত হন ও শব্দমার্গে দীক্ষিত হন।

সহজোবাই ও দয়াবাই।—ইহাঁরা দুই ভগ্নী চরণদাসজীর স্বজাতীয়া ও শিষ্যা ছিলেন। ইহাঁরা ১৮০০ সম্বতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে চরণদাসের মত যোগী ও সহজীবাইএর মত ভক্ত ভারতবর্ষে আর ছিলেন না বলিয়া কথিত আছে। দয়াবাইএরও ভক্তির চমৎকারিত্বের পরিচয় তাঁহার দোহায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার প্রার্থনা-বিষয়ক দোহাগুলি বিশেষতঃ (২৪২—ঐ পৃষ্ঠা) অতীব মর্ম্মস্পর্শী।

গরীবদাসজী।—ইনি ১৭৭৪ হইতে ১৮৩৫ সম্বৎ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। পাঞ্জাবের অন্তর্গত রুহতক জিলার ছুড়ানী মৌজা ইহাঁর জন্ম ও সৎসঙ্গ স্থান ছিল। ইনি জাঠ জাতীয় গৃহস্থ ছিলেন। কবীর সাহেবকে ইনি গুরু-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ২২ বৎসর বয়সে এই মহাত্মা তাঁহার ১৭০০০ সাখী ও চৌপাইএর গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। কবীর সাহেবের ৭০০০ দোহা ঐ গ্রন্থের অন্তর্গত।

পল্টু সাহেব।—তন্নামধেয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। অযোধ্যায় তাঁহার গদি বিদ্যমান আছে। তথায় প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমীর দিনে সরযূস্নানোপলক্ষ্যে একটি মেলা হইয়া থাকে।

ইনি কাঁদু-বানিয়া-জাতীয় গৃহস্থ ছিলেন। ইহাঁর জন্মস্থান ফয়জাবাদ জিলার নাগপুর জালালপুর মৌজায়। ইহাঁর বংশের লোক এখনও বিদ্যমান আছেন। ইহাঁর জীবন-সময় সম্বতীয় উনবিংশ শতাব্দী। গোবিন্দজী ইহাঁর গুরু ছিলেন। ইনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও সম্রাট শাহ আলমের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

সুরদাসজী—ইনি একজন অন্ধ অথবা একচক্ষুহীন বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ভিক্ষা করিতেন ও ভিক্ষালব্ধ জিনিস সমস্ত দান করিয়া ফেলিতেন। কাশীধামে বৈষ্ণব ভিখারীরা এখনও "অন্ধা সুরদাসকা ধরম করো," "দাতা সুরদাসকা ধরম করো"—এই বলিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।

তুলসী সাহেব।—ইনি ১৮২০ সম্বতে পুনায় দক্ষিনী ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর সৎসঙ্গ-স্থান ছিল হাথরাসের নিকটবর্ত্তী যোগিয়া গ্রাম। ইনি পুনারাজ্যের যুবরাজ ছিলেন। রাজসিংহাসনে বসিতে হইবে এই ভয়ে ইনি দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। ইহাঁর খোঁজ-খবর না পাওয়া যাওয়াতে রাজা ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাজীরাওকে সিংহাসন প্রদান করেন। তুলসী সাহেব বহুকাল দেশ-পর্য্যটন করতঃ জীবগণকে প্রবুদ্ধ করিতে করিতে হাথরাসে আসিয়া বাস করেন। ইনি সন্ন্যাসাশ্রমী ছিলেন ও "ঘট-রামায়ণ", "রত্ন-সাগর", "শব্দাবলী ও "পদ্য-সাগর" রচনা করিয়াছিলেন।

সূচীপত্র।

চতুর্থ বল্লী—নাম-মাহাত্ম্য।

মূল-দোহার প্রতীক-সূচী।

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা।	ছত্র।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
।৵০	২৩	দূলনদাস	ভীখা সাহেব
৶০	২৯	ফঁকে	ফুঁকে
৸৶০	৪	আছে	কাছে
১॥৶০	৬০	শ্রীচরণছোড়জীব	শ্রীরণছোড়জীর
২	২৩	সেইজম এ সংসারে বহু দুঃখ ভোগ বরে	সেইজন এ সংসারে বহু দুঃখ ভোগ করে
৪	২০	খীত	প্রীত
১০	১৬	টুটে	ছুটে
১৩	২১	সদ্‌গুদেবের	সদ্‌গুরুদেবের
১৯	২২	কিনে বল	কিসে, বল,
২৩	১৮	ঐ	ঐ

পৃষ্ঠা।	ছত্র।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪৭	১৫	ফেলছে	ফেলেছে
৪৮	১০	যথায়	যথায়
৪৯	১২	তাঁহে	তাহে
৬১	১৫	বচ-বিন্যাসে	বচন-বিন্যাসে
৬৩	২০	বহৈ	রহৈ
৬৬	৯	লাক	লোক
৭১	৭	জঝৈ	জুঝৈ
৮৫	১৭	সম্পর্ণ	সম্পূর্ণ
৮৫	২১	পণ্ট	পণ্টু
৯৪	২৫	হতাস	হতাশ
১০৬	১৪	পণ্ট	পণ্টু
১২১	১৯	ভুবঙ্গ	ভুজঙ্গ
১২৩	১৯	-রূপজ্বালানি	-রূপ জ্বালানি
১২৬	২৫	প্রিয়, সে	প্রিয় সে
১৩৭	১৪	সম্পূর্ণ	এ বিশ্ব
১৪৩	১৫	(ছত্রশেষে যুক্ত হইবে)	(কবীর।)
১৯১	৭	বিশ্বাস	বিশ্বাসে
ঐ	২১,২২	পণ্ট	পণ্টু
১৯৩	২,৭,৮	ঐ	ঐ
১৯৪	৬	ঐ	ঐ
১৯৮	২	ঐ	ঐ
১৯৯	৪	চাহিলেও, দুঃখেরে	চাহিলেও দুঃখেরে,
২০৭	৫	ভগদ্বাক্য	ভগবদ্বাক্য
২৩৮	১২	প্রীতম	প্রীতম
২৪৭	২২	ময়া	মায়া
২৮৩	২	টুট	ছুট
২৮৬	৯	ফটতর	ফুটতর

শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী।
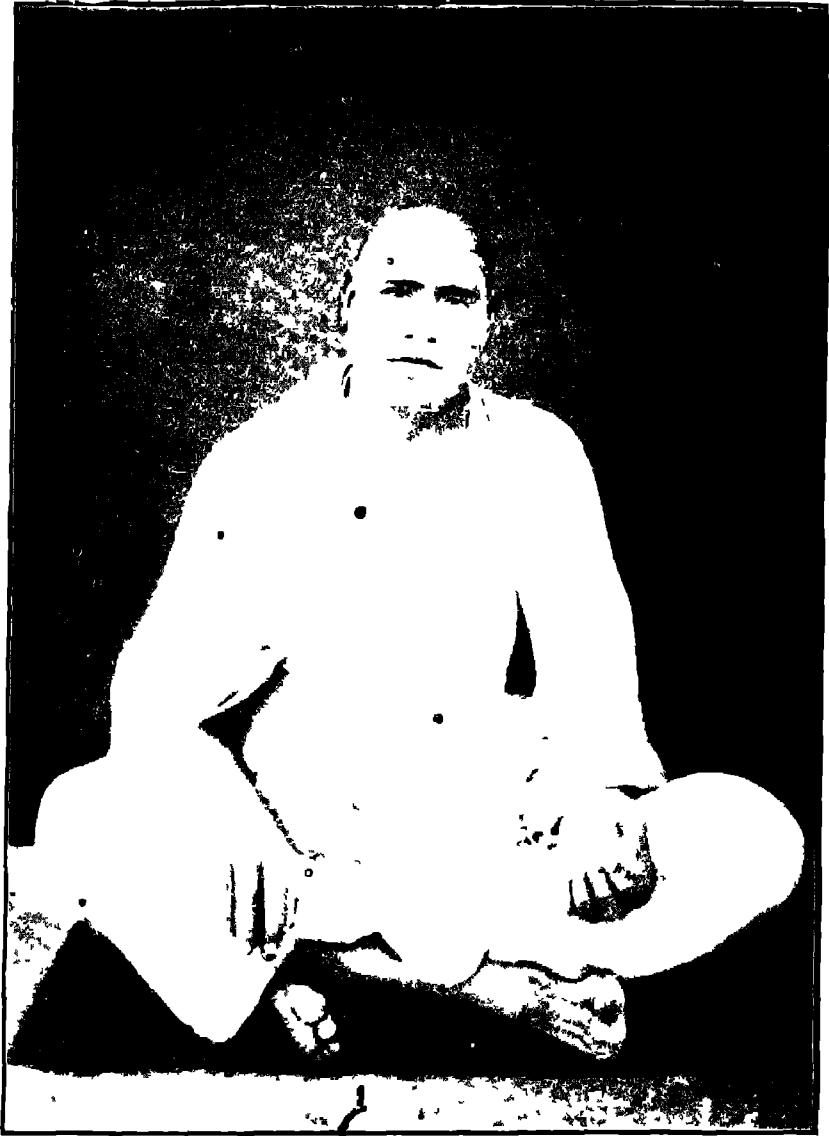
দোহাবলী।

প্রথম বল্লী।

গুরু।

গুরু-মাহাত্ম্য।

কবীর ভাল ভেয়ি যো গুরু মিলে, নেহিতো হোতি হানি।
দীপক জ্যোতি পতঙ্গ যেঁও, ববতা পূরা জানি॥ (কবীব।)

ভাল হ'লো তোর গুরু যে মিলিল,
না হ'লে, কবীর! হইত হানি।
দীপশিখা-মাঝে পড়িত পতঙ্গ
তাহারেই পূর্ণ আলোক জানি'॥

টীকা। দীপশিখা=ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয়-সুখ। পূর্ণ আলোক—যথার্থ সুখ। পতঙ্গ যেমন দীপশিখায় পড়িয়া প্রাণ হারায়, কেন্দ্রস্থির জ্যোতিতে পৌছিতে পারে না, গুরুশূন্য ব্যক্তি তেমনই বিশ্বের বাহ্যিক চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া মজিয়া থাকে—তাহার অন্তরের আলো দেখিতে পায় না।

ভলে ভেয়ি যো গুরু মিলে, যিনহতে পায়া জ্ঞান।
ঘটহি মাহ চৌতরা, ঘটহি মাহ দেঁওয়ান॥ (কবীর।)

ভাল হ'লো তোর গুরু যে মিলিল,
জ্ঞান যাঁহা হ'তে লভিলি পরম।
এ দেহেরি মাঝে দেখিলি রাজারে,
দেহেরি মাঝারে রাজসিংহাসন॥

সব ধরতীকি কাগজ কঁরু, লেখনী সব বনবায়।
সাত সিন্ধুকী মসী কঁরু, গুরুগুণ লিখা না যায়॥ (কবীর।)

সকল ধরণী কাগজ করিলে,
গাছ যত সব লেখনী,
সপ্ত সিন্ধু মসী করিলে, যায় না
গুরুগুণ লিখা কখনি॥

সদগুরু ব্রহ্ম স্বরূপ হৈঁ, মানুষ ভাব মৎ জান।
দেহ ভাব মানৈ দয়া, তে হৈঁ পশু সমান॥ (দয়াবাঈ।)

ব্রহ্মের স্বরূপ সদ্‌গুরু জানহ,
মানুষ তাঁহারে করিওনা জ্ঞান।
মানুষ তাঁহারে ভাবে যারা, দয়া!
নিশ্চয় তাহারা পশুর সমান॥

কবীর গুরু মানুখ করি জান্ত, তে নর কহিয়ে অন্ধ।
ইহঁ দুঃখী সংসারমে, আগে যমকে ফন্দ॥ (কবীর।)

হে কবীর! গুরুদেবে মানুষ যে মনে করে,
সে মানবে চক্ষুহীন বলিতেই হয়।
সেইজন এ সংসারে বহু দুঃখ ভোগ করে,
তৎপরে যমের ফাঁদ তার লাগি রয়॥

বলিহারি গুরু আপনে, ঘড়ি ঘড়ি শও বার।
মানুখতেঁ দেবতা কিয়ো, করৎ না লাগে বার॥ (কবীর।)

কি মহিমা তব, বলিহারি গুরু!—
ক্ষণে ক্ষণে তুমি শতেক-বার
মানুষে-দেবতা করিয়া তুলিছ,
দেরী নাহি হয় একটি বার॥

পহিলে বুরা কামায় কর্, বাঁধি বিষকি পোট।
কোটী করম পলমে কাটে, যব আওয়ে গুরুকি ওট॥ (অজ্ঞাত।)

প্রথমে বহু পাপকর্ম্মেতে অর্জ্জিত
বিষফলে পুঁটুলি করিয়া বন্ধন,
শ্রীগুরুপদাশ্রয় নিলে পরে কাটে
কোটী কোটী কর্ম্ম যে নিমেষে তখন॥

কবীর ঘর বৈঠে গুরু পায়া, বডে হামারে ভাগ।
সোইকো তরসৎ হোতে, অব অমরৎ আঁচাওন লাগ। (কবীর।)

কহিছে কবীর,—বড় ভাগ্য মোর,
ঘরে ব'সে গুরু পেয়েছি।
খাইবার তরে মিলিত না ফেন,
অমৃতে এবে আঁচাতেছি॥

যবলগ নহি বিবেক মন, তবলগ লাগে না তীর।
ভৌ-সাগর নামি তরে, সদ্‌গুরু কহে কবীর॥ (কবীর।)

মনেতে যাবৎ বিবেক না হয়
তারৎ তরণী পায়নাকো তীর।
ভবসাগরের পারে নামা যায়,
সদ্‌গুরু মিলিলে,—কহিছে কবীর॥

টীকা। সদ্‌গুরু মিলিলে—সদ্‌গুরু মিলিলে বিবেক হয়, বিবেক হইলে—।

কবীর গুরু গোবিন্দ দো এক হ্যায়, দূজা হ্যায় আকার।
আপা মেটে হরি ভজেই, তব পাওয়ে করতার॥ (কবীর।)

গুরু ও গোবিন্দ উভয়েই এক,
ভেদ শুধু, কবীর, আকারে।
শ্রীহরি-ভজনে আমিত্ব ঘুচিলে,
পাওয়া যায় তবে কর্তারে॥

কবীর গুরু গোবিন্দ দো খাড়ে, কাকো লাগো পায়?
বলিহারি গুরু আপনে, যিন্‌হ গোবিন্দ দিয়া লখায়॥ (কবীর।)

গুরু ও গোবিন্দ আসি' সম্মুখে দাঁড়া'য়ে তোর,
নমিবি, কবীর, আগে চরণে কাহার?
বলিহারি গুরু মোর— শ্রীগোবিন্দে দেখাইলা,
আগে গুরুপদে আমি করি নমস্কার॥

কবীর গুরু পারশসে ভেদ হ্যায়, বড়ো অন্তরো জান।
যোহ্ লোহ্ কাঞ্চন করে, এ করিলেই আপু সমান॥ (কবীর।)

শ্রীগুরুদেবে আর পরশমণিতে
ভেদ বড়, কবীর, রহে বিদ্যমান।
লৌহেরে কাঞ্চন করে সেই মণি,
শিষ্যেরে গুরুদেব আপন সমান॥

প্রীত বহুত সংসারমে, নানা বিধিকি সোয়।
উত্তম প্রীত সো জানিয়ে, যো সদ্‌গুরুসে হোয়॥ (কবীর।)

এই ভবসংসারে মানবের হৃদয়ে
অনেক প্রকারের প্রীতি উপজয়
উত্তম প্রীতি কিন্তু তাহারেই জানিবে,
সদ্‌গুরুদেবের প্রতি যাহা হয়॥

হরি কিরপা জো হোয় তো, নাহী হোয় তো নাহিঁ।
পৈ গুরু কিরপা দয়া বিনু, সকল বুদ্ধি বহি জাহিঁ ॥ (সহজীবাই।)

শ্রীহরির কৃপা হয় যদি হ'ক,
না হ'লে না হ'ক ক্ষতি নাহি তায়।
কিন্তু গুরু-কৃপা না হইলে পরে
যত বুদ্ধি সব ভেসে চ'লে যায় ॥

অন্ধ কূপ জগমে পড়া, দয়া করমু বশ আয়।
বুড়ত লই নিকাসি কবি, গুরু গুণ জ্ঞান গহায় ॥ (দয়াবাই।)

জগদান্ধকূপে প'ড়ে গিয়ে দয়া
ডুবিতে আছিল করম-বশে।
জ্ঞান-ডোর তার হাতে ফেলে দিয়ে
তুলিলেন টেনে শ্রীগুরু এসে ॥

সদ্‌গুরু সম কোউ হৈ নহিঁ, যা জগমে দাতার।
দেত দান উপদেশ সোঁ, করৈ জীব ভব পার ॥ (দয়াবাই।)

নিশ্চয় জানহ, এ-জগতে কেহ
সদ্‌গুরু সমান দাতা নাহি আর।
দিয়া দেন তিনি হেন উপদেশ,
করে যাহা জীবে ভববারি পার ॥

গুরু সমান দাতা নেহি, যাচক শিষ সমান।
চার লোককি সম্পদাকে গুরু দিনৃহি দান ॥ (কবীর।)

গুরুর সমান দাতা নাহি আর,
যাচক নাহিক শিষ্যের সমান।
চারিলোক মাঝে সার বস্তু যাহা
গুরু তাহা তারে করেন প্রদান ॥

টীকা। চারিলোক...বস্তু—ভগবান।

নিঁত প্রতি বন্দন কীজিয়ে, গুরুকু সীস নবায়।
দয়া সুখী করি দেত হৈঁ, হরি স্বরূপ দরশায়॥ (দয়াবাই।)

প্রত্যেক দিন, দয়া! মস্তক নোয়াইয়া,
শ্রীগুরুদেবে তুমি করহ বন্দন।
শিষ্যেরে সদা তিনি করিয়া দেন সুখী,
দেখাইয়া হরির স্বরূপ মোহন॥

গুরুকো শিরপর রাখিয়ে, চলিয়ে আজ্ঞা মাহি।
কহে কবীর, তা দাসকি, তিন লোক ডর নাহি॥ (কবীর।)

গুরুদেবে যেবা মস্তকে রাখিয়া
তাঁহার আজ্ঞায় চলিবারে রয়,
কহিছে কবীর,—সে গুরুদাসের
তিনলোকে কভু নাহি কিছু ভয়॥

সোনা কাই নাহি লাগে, লোহা ঘুণ নাহি খায়।
বুরা ভালা যো গুরুভগৎ, কবহুঁ নর্ক না যায়॥ (অজ্ঞাত।)

সোনায় কলঙ্ক নাহি লাগে কভু,
ঘুণ নাহি কভু ধরে লোহায়।
ভাল কিম্বা মন্দ হ'ক গুরুভক্ত,
নরকে সে নাহি কদাপি যায়॥

সদ্‌গুরু মারা বাণ ভরি, টুটি গেয়ী সব জেব।
কহি আশা, কহি আপদা, কহি তস্‌বি, কহি কিতেব॥ (কবীর।)

ভরিয়া এমন বাণ মেরেছেন সদ্‌গুরু,
মায়ামোহ আদি সব গিয়াছে রে ভাঙ্গিয়া।
কোথা চ'লে গেছে আশা, বিপদ গিয়াছে কোথা,
মালা আর বই মোর কোথা আছে পড়িয়া!

টীকা। বাণ—দিব্যজ্ঞানরূপী বাণ। দিব্যজ্ঞান জন্মিলে বই ও মালা ইত্যাদি বাহ্যিক উপকরণাদি নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে এবং আশা অর্থাৎ বাসনা থাকে না। বাসনা বিলুপ্ত হইলে আর বিপদ কিসের ?

সদ্‌গুরু সাঁচা শূরমা, শবদ যো বাহা এক।
লাগত হী ভয় মিটি গয়া, পড়ে কলেজে ছেক ॥ (কবীর)

সত্য বীর বটে সদ্‌গুরু—এমন
শব্দবাণ এক করিলা চালন,
লাগিবা মাত্রই ভয় মিটে গেল,
পড়িয়া হৃদয়ে মিশিল তখন ॥

সদ্‌গুরু সাঁচা সূরমা, নখ শিখ মারা পূব।
বাহর ঘাব ন দীসই, ভীতর চকনাচূর ॥ (কবীব।)

সত্য বীর বটে সদ্‌গুরু,—এমন
নখ থেকে শিরে দিলেন প্রহার,
বাহিরে আঘাত দেখা না যেতেছে,
ভিতরে হ'য়েছে সব চূরমার ॥

সদ্‌গুরু শবদ কামান করি, বাহন লাগা তীর।
এক জো বাহা প্রেমসে, ভীতর বিধা শরীর ॥ (কবীব।)

সদ্‌গুরু শব্দের ধনুক করিয়া
লাগিলা আমারে মারিবারে তীর।
প্রেমেতে একটী মারিলা যে, তাহা
পশিল ভিতরে বিঁধিয়া শরীর ॥

সদ্‌গুরু মারা বান ভরি, নিরখি নিরখি নিজ ঠৌর।
অলখ নামমে রমি রহা, চিত্ত ন আবৈ ঔর ॥ (কবীর।)

ভরিয়া এমন, বাণ মেরেছেন সদ্‌গুরু,
নিরখিয়া নিরখিয়া লক্ষ্য আপনার,
অলখ-নামেতে আমি আনন্দে মজিয়া আছি,
চিত্তে মোর নাহি আসে অন্য কিছু আর ॥

টীকা। অলখ—অলক্ষ্য, অগোচর।

এয়সা সদ্‌গুরু হম মিলা, বেপরবাহ অবন্ধ।
পরম হংস পূরণ পুরুষ, রোম রোম রবি চন্দ ॥ (গরীবদাস।)

হেন সদ্‌গুরু মম মিলিয়াছে, যাঁহার
ভয় চিন্তা বন্ধন কিছুমাত্র নাই—
পরমহংস পূর্ণ পুরুষ, রবিশশী
প্রত্যেক রোমকূপে যাঁহার সদাই ॥

এয়সা সদ্‌গুরু হম মিলা, খোলে বজ্র কপাট।
অগম ভূমি মেঁ গম করী, উতরে ঔঘট ঘাট ॥ (গরীবদাস।)

মিলিয়াছে হেন, সদ্‌গুরু আমার
খুলিয়া দেন যিনি বজ্র-কপাট।
অগম্য ভূমি যিনি সুগম ক'রে দেন,
উত্তীর্ণ ক'রে দেন দুর্গম ঘাট ॥

টীকা। বজ্র-কপাট—বজ্রের মত শক্ত কপাট—যে দ্বার মোক্ষকে আমাদের অগম্য করিয়া রাখিয়াছে, পরম বস্তুকে (১০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় দোহা দ্রষ্টব্য) আমাদের দৃষ্টির অগোচর করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কপাট।

মায়াকা রস পীয় কর, ফুটি গয়ে দো নৈন।
এয়সা সদ্‌গুরু হম মিলা, বাস দিয়া সুখ চৈন ॥ (গরীবদাস।)

মায়া-রস পান করিতে করিতে
অন্ধ হইয়াছে মোর দু'নয়ান।
সদ্‌গুরু এমন মিলেছে আমার,
সুখে থাকিবার দিলা বাসস্থান॥

টীকা। মায়া-রস—মায়া জনিত বিষয়-রস।

সদ্‌গুরু মিলি নিরভয় ভয়া, রহী ন দুজী আশ।
জায় সমানা শবদমে, সত্ত নাম বিশ্বাস॥ (কবীর)।

সদ্‌গুরু লভিয়া নির্ভয় হ'য়েছি,
আর কারো আশা রাখিনা এখন।
পশিয়াছি গিয়া শব্দের ভিতরে,
সত্য-নামে করি' বিশ্বাস স্থাপন॥

এয়সা সদ্‌গুরু হম মিলা, ভবসাগরকে মাহি।
নৌকা নাম চঢায় করি, লে রাখে নিজ ঠাঁহি॥ (গরীবদাস)।

বহুভাগ্যে সদ্‌গুরু মিলিয়াছে আমার
এই ভব-সাগর মাঝারে এমন,
নাম-নৌকা চড়িযে নিয়ে গিয়ে আমারে
রাখেন নিজ ঠাঁই যিনি সর্ব্বক্ষণ॥

এয়সা সদ্‌গুরু হম মিলা, ভব সাগরকে বীচ।
খেবট সবকু খেবতা, ক্যা উত্তম ক্যা নীচ॥ (গরীবদাস।)

হেন সদ্‌গুরুদেব মিলিয়া গিয়াছে রে
এ ভব-সাগরের তীরেতে আমার,
কাণ্ডারী হ'য়ে সবে করেন পার যিনি,
উত্তম ও অধম না করি' বিচার॥

টীকা। গরীবদাসের বিনয়প্রকাশও এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি ভাবে বলিতেছেন—"না হইলে আমার মত অধমের উপায় কি হইত?"

গুরুভক্তি দৃঢ়্ কে কর, পিছে আউর উপায়।
বিন গুরুভক্তি মোহ জগ, কভি না কাটা যায়॥ (কবীর।)

গুরুদেবে ভক্তি সুদৃঢ় করিয়া;
পশ্চাতে করহ অপর উপায়।
বিনা গুরুভক্তি জগতের মোহ
কিছুতেই কভু কাটা নাহি যায়॥

কবীর বহে বাহানে যাতথে, লোক বেদকি সাথ।
বীচহি সদ্ গুরু মিলি গয়ে, দীপক দিন্‌হো হাথ॥ (কবীর।)

কবীর যাইতেছিল আঁধারের স্রোতে ভেসে,
বেদ আর লোকাচার প্রভৃতির সাথেতে।
এমন সময়ে তার মিলে গেল সদ্‌গুরু,
সে গুরু প্রদীপ তার দিয়াছেন হাতেতে॥

টীকা। প্রদীপ—তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রদীপ। সেই প্রদীপ হাতে লইয়া পথ চলিলে যথাস্থানে নিরাপদে যাওয়া যায়।

সদ্ গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তব কয়লা কি ময়লা টুটে, যব আগ করে পরবেশ॥ (কবীর।)

জ্ঞানে জাগে তখন, সদ্‌গুরু আসিয়া
যবে ভেদ বুঝা'তে দেন উপদেশ।
কয়লার ময়লা তখনি ভো যায় রে,
অনল করে তাহে যখন প্রবেশ॥

সুন্দর সদ্ গুরু সারিখা, কোউ নহিঁ উদার।
জ্ঞান খজীনা খোলিয়া, সদা অটুট্ ভণ্ডার॥ (সুন্দরদাস।)

এই বিশ্বমাঝে সদ্‌গুরু যেমন
কেহ নাহি আর তেমন উদার।
রেখেছেন তিনি খুলিয়া সতত
জ্ঞানরতনের অক্ষয় ভাণ্ডার॥

জ্ঞান-সমাগম প্রেম সুখ, দয়া ভক্তি বিশ্বাস।
গুরুসেবাতেঁ পাইয়ে, সদ্‌গুরু চরণ নিবাস (কবীর।)

জ্ঞান-সমাগম, প্রেমসুখলাভ,
দয়া, ভক্তি আর সরল বিশ্বাস—
গুরু-সেবা হ'তে হয় সে সকলি,
সদ্‌গুরু-চরণে সে সবের বাস ॥

কালকে মাথে পাঁও দে, সদ্‌গুরুকে উপদেশ।
সাহিব অঙ্ক পসারিয়া, লৈ চলা আপনে দেশ ॥ (কবীর।)

সদ্‌গুরুদেবের উপদেশ থাকে
কালের মস্তকে রাখিয়া চরণ।
বাহু পসারিয়া শিষ্যে কোলে তুলি'
ল'যে যান প্রভু দেশে যে আপন ॥

ধরণী সব দিন সুদিন হৈ, কবহুঁ কুদিন হৈ নাহিঁ।
লাভ চহুঁ দিশি চৌগুণো, জো গুরু সুমিরণ হিয়ে মাহিঁ ॥ (ধরণীদাস।)

সব দিন হয় সুদিন নিশ্চয়,
কুদিন নাহিক হয় কদাচন,
লাভ চারিদিকে হয় চারিগুণ,
হৃদে যদি হয় শ্রীগুরু-স্মরণ ॥

পরমাতম সে আত্মা, জুদে রহে বহু কাল।
সুন্দর মেলা করি দিয়া, সদ্‌গুরু মিলৈ দলাল ॥ (সুন্দরদাস।)

পরমাত্মা হ'তে পৃথক থাকিয়া
বহুদিন আত্মা করিল যাপন।
সদ্‌গুরু-দালাল আসিয়া, কৌশলে
উভয়ে মিলন করিলা সাধন ॥

সদ্‌গুরু হমসে রীঝি কৈ, এক কহা পরসঙ্গ।
বরষা বাদল প্রেমকা, ভীঁজি গয়া সব অঙ্গ॥ (কবীর।)

প্রসন্ন হইয়া সদ্‌গুরু আমারে
প্রসঙ্গ একটী কহিলেন সার—
প্রেমের বরষা বাদল নামিল,
প্রসিক্ত হইল সর্ব্বাঙ্গ আমার।

কবীর বাদল প্রেমকো, হম যব বরস্তো আয়।
অন্তর ভীঁজী আত্মা, হরো ভয়ো বনরায়॥ (কবীর।)

প্রেমের বাদল নামিয়া আসিয়া
বর্ষিল আমার উপরে যখন,
অন্তরাত্মা মম ভিজিয়া ধরিল,
বনস্পতি সম হরিত বরণ॥

সমদৃষ্টি সদ্‌গুরু কিয়া, মেটা ভরম বিকার।
যাঁহা দেখুঁ তাঁহা একহি, সাহেবকা দীদার॥ (কবীর)

সমদৃষ্টি আনিয়া দিয়াছেন সদ্‌গুরু,
ঘুচিয়া গিয়াছে রে ভরম-বিকার।
আঁখি ফেলি যে দিকে, সেই দিকে নিরখি
পরিচয় প্রভুর অসীম দয়ার॥

নিজ মনতো নীচা কিয়া, চরণ কঁওল ঠৌর।
কহে কবীর, গুরুদেব বিন, নজর না আওয়ে আউর॥ (কবীর।)

বিনত করিয়া আপনার মন
শ্রীচরণ করিয়াছি সার।
কহিছে কবীর, গুরুদেব বিনা
নয়নে না হেরি কিছু আর॥

সত্ত নাম ছোড়ুঁ নহি, সদ্‌গুরু সীখ দিয়া।
অবিনাশীকে পরশিকে, আতম অমর ভয়া ॥ (কবীর।)

সত্য নাম আমি ছাড়িব না কভু,
শিক্ষা দিলা যাহা গুরু কৃপাকর।
তাহার প্রভাবে অবিনাশী বস্তু
স্পর্শিয়া আমি যে হ'য়েছি অমর ॥

যম গরজে বল বাঁধকে, কহৈ কবীর পুকার।
গুরু কিরপা না হোত জো, তৌ যম খাতা ফার ॥ (কবীর।)

বলদৃপ্ত হ'য়ে গরজিছে যম—
কহিছে কবীর হাঁকিয়া—
গুরুর করুণা না হইলে সে যে
খাইত বিদীর্ণ করিয়া ॥

মূল ধ্যান গুরু রূপ হৈ, মূল পূজা গুরু পাঁব।
মূল নাম গুরু বচন হৈ, মূল সত্য সত ভাব ॥ (কবীর।)

মূল ধ্যেয় হয় গুরুর মূরতি,
মূল পূজ্য বস্তু গুরুর চরণ।
মূল নাম জেনো বচন গুরুর,
মূল সত্য হয় সদ্ভাব-রতন ॥

সাঁচ গুরুকে পচ্ছমেঁ, মনকো দে ঠহরায়।
চঞ্চলতেঁ নিঃচল ভয়া, নহিঁ আবৈ নহিঁ জায় ॥ (কবীর।)

সদ্‌গুদেবের পক্ষ-পুট মাঝে
যে রাখিয়া দেয় আপনার মন,
চাঞ্চল্য ঘুচিয়া নিশ্চল হয় সে—
নাহি আসে নাহি করে সে গমন ॥

টীকা। "নাহি...গমন"—তাহার ভবে আসা-যাওয়া ঘুচিয়া যায়।

গুরুকে আগে জায় করি, বোলৈ সাচে বোল।
কছু কপট রাখৈ নহীঁ, অরজ করৈ মন খোল॥ (চরণদাস।)

সত্য কথা সব কহ আপনার
গুরুর সমীপে করিয়া গমন।
কিছুই গোপন রাখিওনা, কর
মন খুলে যত পার আবেদন॥

বস্তু কহীঁ ঢুঁঢ়ৈ কহীঁ, কেহি বিধি আবৈ হাত।
কহৈ কবীর তব পাইয়ে, যব ভেদী লিজৈ সাথ॥ (কবীর।)

বস্তু কোথা আর কোথা খুঁজিতেছ?
কি প্রকারে তাহা আসিবে হাতে?
কহিছে কবীর—তখনি পাইবে,
ভেদী যবে নিয়ে যাবেন সাথে॥

টীকা। ভেদী—তত্ত্ববিৎ, মর্ম্মকথাভিজ্ঞ গুরু।

ভেদী লিয়া সাথ কর, দিন্হি বস্তু লখায়।
কোটি জমনকা পন্থ যো, পলমেঁ পহুঁচা যায়॥ (কবীর।)

সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সদ্‌গুরু আমারে
দেখাইয়া দিয়াছেন বস্তু এমন,
যা' দেখিলে, কোটী জন্মের পথ
এক পলে পৌঁছিতে পারে সর্ব্বজন॥

সুখদ পন্থ গুরুদেব যহ, দিন্হা মোহে বতায়।
ঐসা উপট পায় অব, জগ মগ চলৈ বলায়॥ (মলুকদাস।)

গুরুদেব মোরে দেখাইয়া দিল:
পথ যে একটী সুখদ সুগম,
সে পথ পাইয়া ঝকমারি-ভরা
সংসারীর পথে কে যাবে এখন?

দরিয়া গুরু কিরপা কর, শবদ লগায়া এক।
লাগতহী চেতন ভয়া, নেতর খুলা অনেক॥ (দরিয়া সাহেব মাড়োয়ারী।)

দরিয়ায় গুরু করুণা করিয়া
শব্দ যে একটী লাগালেন গায়,
লাগিতেই তাহা চেতনা হইল,
অনেক নয়ন খুলে গেল তার॥

গুর আয়ে ঘন গরজ করি, অন্তর কৃপা উপায়।
তপতাসে শীতল কিয়া, শোতা লিয়া জগায়॥ (দরিয়া সাহেব মাড়োয়ারী)

ঘন গরজন করি' আসিলেন গুরুদেব,
অন্তর তাঁহার ভরা মহা করুণায়।
তাপেতে জ্বলিতেছিনু—শীতল করিলা মোরে;
জাগাইয়া দিলা—ছিনু গভীর নিদ্রায়॥

গুরু আয়ে ঘন গরজ করি, শবদ কিয়া পরকাশ।
বীজ পড়া থা ভূমিমে, ভই ফূল ফল আশ॥ (দরিয়া সাহেব মাড়োয়ারী।)

ঘন গরজন করি' আসিযা শ্রীগুরুদেব
হেন শব্দ সুমধুর করিলা প্রকাশ,
পড়িয়া থাকিয়া ভূমে যে বীজ শুখা'তেছিল,
এখন হইল তায় ফূল-ফল-আশ॥

গুরুহীকে পরতাপসূঁ, মিটৈ জগতকী ব্যাধ।
রাগ দোষ দুখ না রহৈ, উপজৈ প্রেম অগাধ॥ (চরণদাস।)

এমনি প্রবল প্রতাপ গুরুর—
জগতের ব্যাধি তাহে নষ্ট হয়,
রাগ দোষ দুঃখ কিছু নাহি রহে,
হৃদয়ে অগাধ প্রেম উপজয়॥

'গুরুকে চরণনমে ধরো, চিত বুধি মন হংকার।
যব কুছ আপানা রহৈ, উতরৈ সবহী ভার॥ (চরণদাস।)

গুরুর চরণে ধ'রে দাও তুমি
চিত্ত বুদ্ধি মন আর অহঙ্কার।
অভিমান কিছু না রহিবে যবে,
নেমে যাবে তব সমুদয় ভার॥

হরি সেবা কৃত শৌ বরস, গুরু সেবা পল চার।
তৌ ভী নহী বরাবরী, বেদন কিয়ো বিচার॥ (চরণদাস।)

হরিসেবা কৃত শতেক বরষ,
পল চারেকের গুরুসেবা আর—
নহেক সমান, গুরুসেবা বড়—
বেদ করিয়াছে তাহার বিচার॥

পতিকো ওর নিহারিয়ে, আওরণসো ক্যা কাম।
সভি দেবতা ছোড় কর, জপিয়ে গুরকা নাম॥ (চরণদাস।)

পতির পানেই চাহিয়া থাকিবে,
অন্য কাহাকেও নাহি প্রয়োজন।
জপহ সতত শ্রীগুরুর নাম,
পরিহরি' অন্য যত দেবগণ॥

সুন্দর সদ্‌গুরু হৈঁ সহী, সুন্দর শিক্ষা দিন্‌হ।
সুন্দর বচন শুনাইকে, সুন্দর সুন্দর কিন্‌হ। (সুন্দরদাস।)

সুন্দর জেনে রাখ—সদ্‌গুরু তিনিই,
সুন্দর শিক্ষা যিনি ক'রেন প্রদান,
সুন্দর কথা যিনি শুনাইয়া সতত
সুন্দর ক'রে লন সুন্দরের প্রাণ॥

যোনী সঙ্কট মেটিহৈ, অধোমুখী নহিঁ আয়।
এয়সা সদ্‌গুরু সেইয়ে, যমসে লেত ছুড়ায়॥ (গরীবদাস।)

প্রভাবে যাঁর কাটে জনমের সঙ্কট,
অধোমুখে মানব করেনা গমন,
তিনি হন সদ্‌গুরু—যমের হাত হ'তে
শিষ্যেরে আপনার ছাড়াইয়া লন॥

সদ্‌গুরুকে উপদেশকা, শুনিয়ো এক বিচার।
জো সদ্‌গুরু মিলতা নহী, জাতা যমকে দ্বার॥
যমদ্বারে পর দূত সব, করতে খীঁচা তান।
তিন তেঁ কবহু ন ছুটতা, ফিরতা চারবা খান॥
চারখানিমে ভরমতা, কবহুঁ ন লগতা পার।
সো তো ফেরা মিটি গয়া, সদ্‌গুরুকে উপকার॥ (কবীর।)

গুরু-উপদেশ মূল্যবান কেন,
শুনহ একটী কারণ তাহার।
লভিতে পারেনা সদ্‌গুরু যেজন,
নিশ্চয় যায় সে যমের দুয়ার॥
যমের দুয়ারে দূত যত আছে,
টানাটানি করে হাত ধরি' তার।
ছাড়েনা তাহারে কিছুতেই তারা,
ঘুরাইয়া মারে তারে চারিধার॥
চারিধারে, হায়, ঘুরিতে ঘুরিতে
পাইতে সে নারে কিছুতেই পার।
গুরু পেলে মিটে সেই ঘুরা-ফিরা—
সদ্‌গুরু হইতে হেন উপকার॥

সদ্‌গুরু বিন ভটকত ফিরৈ, পরশত পাথর নীর।
সহজো কৈসে মিটত হৈ, যম জালিমকী পীর॥ (সহজীবাই।)

গুরু না করিয়া ঘুরে ফিরে যারা
পরশ করিয়া জল ও পাষাণ,
প্রবল-প্রতাপী যমের যাতনা
কেমনে তাদের হবে অবসান?

তীরথ জায়ে এক ফল, সাধ মিলে ফল চারি।
সদ্‌গুরু মিলে অনেক ফল, কহৈ কবীর বিচারি॥ (কবীর।)

তীর্থে গেলে শুধু এক ফল ফলে,
সাধুসঙ্গ ফল চারিটীই আনে।
সদ্‌গুরু মিলিলে বহু ফল আরো,—
কহিছে কবীর বিচারিয়া' প্রাণে॥

কবীর নিগুরে নরনকো, সংশয় কবহুঁ ন জায়।
সংশয় ছুটে গুরু কৃপা, তাসু বিমুখ ভরমায়॥ (কবীর।)

সদ্‌গুরু-বিহীন যাহারা, তাদের
সংশয় কদাপি যাইবার নয়।
গুরু-কৃপা নাশে সংশয় সকল,
শ্রীগুরু-বিমুখ প্রবঞ্চিত হয়॥

জগজীবন সব ঘট বসৈ, করম করাবৎ সোয়।
বিন সদ্‌গুরু কেশো কহৈ, কেহি বিধি দরশন হোয়॥ (কেশবদাস।)

জগতজীবন সর্ব্ব ঘটে র'ন,
তিনিই তো প্রভু কর্ম্ম করাবার।
সদ্‌গুরু ব্যতীত কি প্রকারে আর
দরশন লাভ হইবে তাঁহার?

সদ্গুরু মিলৈ তো পাইয়ে, ভক্তি মুক্তি ভণ্ডার।
দাদূ সহজৈ দেখিয়ে, সাহিবকা দীদার ॥ (দাদূ।)

সদ্গুরু মিলিলে পাইবে তখন
ভক্তি ও মুক্তির অনন্ত ভাণ্ডার।
তখন সহজে দেখিতে পারিবে
প্রভুর মহিমা অতুল অপার ॥

চিঁউটী জহাঁ ন চঢি সকৈ, সরষো না ঠহবায়।
সহজোকুঁ বা দেশমে, সদ্গুরু দই বসায় ॥ (সহজোবাই।)

পিপীলিকা যেথা উঠিতে পারেনা,
সরিষা যেখানে স্থান নাহি পায়,
সহজোরে নিয়ে গিয়ে অনায়াসে
সদ্গুরু দিলেন বসিয়ে তথায় ॥

দরিয়া ভবজল অগম হৈ, সদ্গুরু করহু জহাজ।
তেহি পব হংস চঢাইকে, জায় করহু সুখ রাজ ॥ (দরিয়া সাহেব বিহারী।)

হে দরিয়া। দুর্গম এ ভব-পারাবার,
করিয়া লহ তুমি সদ্গুরু জাহাজ।
জীবাত্মায় তাহার উপরে চড়াইয়া
পরম সুখে সদা করহ বিরাজ ॥

জগ ভবসাগর মাহিঁ, কহু কৈসে বুড়ত তরৈ।
গহু সদ্গুরুকা বাহিঁ, জো জল থল রচ্ছা করৈ ॥ (কবীর।)

জগৎ ভবজলে যাইতেছে ডুবিয়া,
উদ্ধার কিসে বল হইবে এখন?
ধারণ কর বাহু সদ্গুরুদেবের,
জলে স্থলে করে যা' সতত রক্ষণ ॥

সদ্‌গুরুকী মহিমা অনন্ত, অনন্ত কিয়া উপকার।
লোচন অনন্ত উঘারিয়া, অনন্ত দিখাবনহার॥ (কবীর।)

অপার অনন্ত সদ্‌গুরু-মহিমা,
অনন্ত ক'রেছেন তিনি উপকার।
অনন্ত লোচন দিয়াছেন খুলিয়া,
অনন্ত লীলা তাঁর আছে দেখাবার॥

ধরণী জঁহ লগ দেখিয়ে, তঁহ লৌঁ সবৈ ভিখারি।
দাতা কেবল সদ্‌গুরু, দেত ন মানৈ হারি॥ (ধরণীদাস।)

যতদূর তুমি দেখিবে, ধরণী!
দেখিবে ভিখারী খালি চারিধার।
সদ্‌গুরু কেবল দাতা এইখানে—
দিতে তিনি কভু না মানেন হার॥

সদগুরু মিলিয়া সুভ্র পিছানী, ঐসা ব্রহ্ম মৈঁ পাতী।
সগুরা সূরা অমৃত পীবৈ, নিগুরা প্যাসা জাতী॥ (মীরাবাই)

সদ্‌গুরু লভিয়া বুঝ জিজ্ঞাসিয়া
ব্রহ্মলাভ করা কি প্রকারে যায়।
অমৃত পিয়িবে সগুরু যে বীর,
নীগুরু কাতর র'বে পিপাসায়॥

গুরু ও শিষ্য।

শিষ তো এয়সা চাহিয়ে, গুরুকো সব কুছ দেয়।
গুরু তো এয়সা চাহিয়ে, শিষসে কুছ না লেয়॥ (কবীর।)

এমনি তো শিষ্য চাই, যেবা তাহার
সকলি গুরুদেবে করে সমর্পণ।
গুরু এমনি তো চাই, যিনি শিষ্যের
কিছুই কদাপি না করেন গ্রহণ॥

পহিলে দাতা শিষ ভয়া, জিন তন মন অরপা সীস।
পাছে দাতা গুরু ভয়ে, জিন নাম দিয়া বকসীস॥ (কবীর।)

শিষ্যই প্রথম দাতা হয়, যেবা
গুরুদেবে অর্পে শির-তনু-মন।
পশ্চাতে শ্রীগুরু দাতা হন, যিনি
শিষ্যে বকসিস দেন নাম-ধন॥

গুরু ধোবি শিষ কাপড়া, সাবুন সিরজন হার।
সুরতি শিলা পর ধোইয়ে, নিকসৈ জোতি অপার। (কবীর।)

শ্রীগুরু ধোপা, আর শিষ্য হয় কাপড়,
গুরুদত্ত মন্ত্র সাবানের সার।
সুরতি-শিলা পরে কাচিলে, কাপড়ের
নির্গত হয় জ্যোতি অনন্ত অপার॥

গুরু কুম্‌হার শিষ কুম্ভ হৈ, গঢ় গঢ় কাঢ়ৈ খোট।
অন্তর হাত সহার দৈ, বাহর বাহৈ চোট॥ (কবীর।)

গুরু কুম্ভকার, কুম্ভ সম শিষ্যে
নির্দোষ করিয়া করেন নির্ম্মাণ।
এক হাত দিয়া অন্তরে তাহার,
বাহিরে আঘাত করেন প্রদান॥

কুমতি কীঁচ চেলা ভবা, গুরু জ্ঞান জল হোয়।
জনম জনম কা মোরচা, পলমে ডারৈ ধোয়॥ (কবীর।)

কুমতি-কর্দ্দমে ভরা শিষ্য-মন,
গুরু জ্ঞান-জল পরম নির্ম্মল।
বহু জনমের জমান মবিচা
এক পলে গুরু ধোযেন সকল॥

গুরু নাম হৈ জ্ঞানকা, শিষ্য শিখলে সোই।
জ্ঞান মরজাদ জানে বিনা, গুরু অরু শিষ্য ন কোই॥ (কবীব।)

গুরু নাম হয় জ্ঞানের নিশ্চয়—
শিষ্যেরে এ কথা শিখে নিতে হয়।
জ্ঞানের মর্য্যাদা না জানিলে পরে,
গুরু আর শিষ্য কেহই তো নয়॥

জাকা গুরু গৃহী অহৈ, চেলা গৃহী হো।।
কীঁচ কীঁচকে ধোবতে দাগ ন ছুটৈ কোয়॥ (কবীর।)

যদি গৃহী শিষ্যের সংসারী গুরু হয়,
শিষ্যের কিছু নাহি হয় উপকার।
কর্দ্দম দিয়া যদি কর্দ্দম ধোয় কেহ,
তুলিতে নাহি পারে দাগ কভু তার॥

কবীর পূরে গুরু বিনা, পূরা শিষ্য ন হোয়।
গুরু লোভী শিষ লালচী, দূনো দাঝন হোয়॥ (কবীর।)

হে কবীর! গুরু পূর্ণ নাহি হ'লে
শিষ্যও কদাপি পূর্ণ নাহি হয়।
গুরু লোভী, শিষ্য লালসা-পূরিত —
তাহাতে দ্বিগুণ তাপের উদয়॥

জীব অধম অরু কুটিল হৈ, কবহুঁ নহিঁ পতিয়ায়।
তাকো ঔগুণ মেটিকৈ, সদ্‌গুরু হোত সহায়॥ (কবীর।)

জীব হয় বড় অধম কুটিল,
কভু না বিশ্বাস করে তার মন—
অগুণ তাহার বিনষ্ট করিয়া
সদ্‌গুরু তাহার সহায়ক হন॥

গুরু বতাবৈ পূরবকো, চেলা পচ্ছিম যায়।
অন্দর টাটী কপটকা, মিলৈ জো কৈঁযা কব আয়। (তুলসীসাহব।)

গুরু ব'লে দেন পূর্ব্বদিকে যেতে,
পশ্চিমেতেঁ কিন্তু চেলা চ'লে যায়
অন্তর যাহার ছল পর্দ্দা-ঢাকা
বস্তু সেই চেলা কিসে বল পায়?

শিষ্য শিষ্য সবহী কহৈ, শিষ্য ভয়া না কোয়।
পল্টূ গুরুকী বস্তুকো, শিখৈ শিষ তব হোয়॥ (পল্টূ।)

শিষ্য শিষ্য শিষ্য সকলেই কহে,
যথার্থ শিষ্য তো জগতে বিরল।
গুরু কিবা বস্তু যে শিখিতে পারে,
শিষ্য-নাম-যোগ্য সেই সে কেবল॥

গুরু-দক্ষিণা।

ইহ তন বিষকি বেলরী, গুরু অমৃতকি খান।
শির্ দিয়ে যো গুরু মিলে, তওভি সস্তা জান॥ (কবীর।)

বিষের পুঁটুলী এই ছার দেহ,
গুরু অমৃতের খনি এ ধরায়।
শির দিলে যদি গুরু মিলে, তবে
জেনে রেখো খুব পাইলে সস্তায়।

টীকা। শির দিলে—প্রাণ দিলে—গুরু যদি চান, তাঁহার জন্ম প্রাণও দিতে প্রস্তুত থাকিলে—তাঁহার ইচ্ছায় চালিত হইবার জন্ম আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অকুণ্ঠিতচিত্তে সমর্পণ করিয়া রাখিলে।

কবীর গুরু সবকো চাহে, গুরুকি চাহে না কোয়।
যব লগ আশা শরীরকি, তব্ লগ্ দাস না হোয়॥ (কবীর।)

হে কবীর! চাহেন গুরু সকলেরে,
গুরুরে কেহ তো চাহে না!
যত দিন দেহের আশা, তত দিন
দাস কেহ হ'তে পারে না॥

কবীব গুরু'সোঁ ভেদ যো লিজিয়ে, সীস দিজিযে দান।
বহুতব ভোঁতৃ বহি গয়ে, বাখে জীউ-অভিমান॥ (কবীব।)

হে কবীর। গুরু হ'তে
জ্ঞান যে লভিতে চায়,
শির যেন করে তাঁরে দান।
গিয়াছে অবোধ কত
সংসার-সাগরে ভেসে,
বাঁচাইতে আত্ম-অভিমান॥

টীকা। আত্ম-অভিমান, যাহা মস্তককে, হৃদয়কে, প্রাণকে গুরুপদে বিলুণ্ঠিত করিয়া দিতে বাধা দেয়।

সদ্‌গুরুকে সদকে করূঁ, তন মন ধন্ন কুববান।
দিলকে অন্দব দেহবা, তহাঁ মিলে ভগবান॥ (গবীবদাস।)

সদ্‌গুরুদেবের সম্মুখে সতত
দেহ-মন ধন কর বলিদান।
অন্তর মাঝে যে আছে দেবালয়,
সেইখানে তুমি পাবে ভগবান॥

তন মন দিয়া তো ভলা কিয়া, শিরকা জায়ী ভার।
কবহুঁ কহৈ কি মৈঁ দিয়া, ঘনী সহৈগা মার॥ (কবীব।)

তনু-মন দিযাছ ভালই করিয়াছ,
নেমে যাবে তোমার মস্তকের ভার।
কখনো যদি কিন্তু বল—"আমি দিয়াছি,"
খেতে হবে তোমারে বহুতর মার॥

গুরু-অন্বেষণ।

বিন দরশন কল না পাড, মনুয়াঁ ধবত না ধীব।
চরণদাস, গুরুচরণ বিন, কৌন মিটাবৈ পীড॥ (চরণদাস।)

দরশন বিহনে বিকলতা ঘুচে না,
ধৈর্য্য তো নাহি মানে এ অধীর মন।
চরণদাস কহে—বিনা গুরুচরণ
কিসে আর যাইবে প্রাণের বেদন?

জরা মীচ ব্যাপৈ নহাঁ, মুবা ন শুনিয়ে কোয়।
চল কবীর বা দেশমেঁ, জহ বৈদ্য সদ্‌গুরু হোয়॥ (কবীর।)

জরা-মৃত্যু হেথা আছে সর্ব্বস্থানে,
মরে নাই কেহ শুনা নাহি যায়।
চলরে, কবীর! সেই দেশে চল,
গুরু-বৈদ্যরাজ আছেন যথায়॥

এয়সা কোই না মিলা, হামকো দে উপদেশ।
ভবসাগরমে বুড়তা, কর গহি কাঢে কেশ॥ (কবীর।)

এমন তো কেহ মিলিলনা মোর,
যাঁর কাছে আমি পাব উপদেশ—
ভব-পারাবারে ডুবিতেছি আমি,
তুলিবেন মোরে ধরি' যিনি কেশ॥

এয়সা কোই না মিলা, যাসে বহিয়ে লাগ।
সব জগ জলতা দেখিয়া, অপনী অপনী আগ॥ (কবীর।)

এমন তো কেহ মিলিল না মোর,
যাঁহাতে সতত লেগে থাকা যায়।
জগতে সকলি জ্বলিতেছে দেখি
আপন আপন অনল-জ্বালায়॥

এয়সা কোই না মিলা, হাম কা দে পহিচান।
অপনা করি কিরপা করি, লে উতার মৈদান॥ (কবীর।)

এমন তো কেহ মিলিল না, হায়রে।
স্ববস্তু চিনাইয়া দিবেন আমায়।
আপনার করিয়া করুণা করিয়া,
লইয়া যাইবেন ফাঁকা জায়গায়॥

টীকা। ফাঁকা জায়গায়—সংসারের কামক্রোধাদির কোলাহল ও আবর্জনা হইতে দূরে।

এয়সা কোই না মিলা, যাসে কহী দুখ রোয়।
যাসে কহিয়ে ভেদকী, সো ফির বৈরী হোয়॥ (কবীর।)

এমন তো কেহ মিলিল না, যাঁরে
কেঁদে কেঁদে দুঃখ জানা'ব আমার।
যার কাছে কহি অন্তরের কথা,
বৈরী হ'যে যায় সেই যে আবার॥

সর্পহি দুধ পিয়াইয়ে, সোই বিষ হৈ যায়।
এয়সা কোই না মিলা, আপহী বিষ খায়॥ (কবীর।)

দুধ পিয়াইলে সাপেরে, সেই দুধ
করিয়া যে দেয় সে বিষাক্ত ভীষণ।
এমন তো কেহ মিলিল না, হায়রে।
বিকার-বিষ মোর খাবেন যেজন॥

হাম দেখত জগ জাত হৈ, জগ দেখত হাম জাহিঁ।
এয়সা কোই না মিলা, পকড়ি ছুড়াবৈ বাহিঁ ॥ (কবীর।)

আমি দেখিতেছি জগৎ যেতেছে,
জগৎ দেখিছে আমি চ'লে যাই।
কাল-গ্রাস হ'তে টেনে ছাড়া'বেন,
এমন তো কেহ আমি নাহি পাই ॥

জৈসা ঢুঁঢ়ত মৈ ফিরোঁ, তৈসা মিলা ন কোয়।
ততবেতা তিরগুণ রহিত, নিরগুণসে রত হোয় ॥ (কবীর।)

যেমন খুঁজিয়া বেড়াতেছি আমি,
তেমন তো নাহি মিলিল আমার—
তত্ত্বজ্ঞানী যিনি ত্রিগুণ-রহিত,
নির্গুণে নিরত পরাণ যাঁহার ॥

এয়সা কোই না মিলা, সত নামকা মীত।
তন মন সোঁপৈ মিরগ জ্যোঁ, শুনৈ বধিককা গীত ॥ (কবীর।)

এমন তো কেহ মিলিল না মোর
সত্য-নাম-দাতা সুহৃদ সুজন—
তনু-মন দিব যাঁহারে সঁপিয়া
গীত শুনি' মৃগ ব্যাধেরে যেমন ॥

এয়সে তো সদ্‌গুরু মিলে, জিনসে রহিয়ে লাগ।
সবহি জগ শীতল ভয়া, যব মিটী অপনী আগ ॥ (কবীর।)

সদ্‌গুরু যদি হেন মিলে যায় আমার,
লাগিয়া থাকি যাঁহে অটল অচল।
সমস্ত জগৎই শীতল হয়ে যায়,
নিভে যবে আপন অন্তর-অনল ॥

যিন ঢূঁঢা তিন পাইয়া, গহিরে পানি পৈঠি।
মৈ বপুরা বূড়ন ডরা, রহা কিনারে বৈঠি॥ (কবীর।)

যেই খুঁজিয়াছে সেই পাইয়াছে
গভীর জলেতে করিয়া প্রবেশ।
আমি হতভাগা ডুবিতে ডরাই,
কিনারায় বসি' সহি কত ক্লেশ॥

সো দিন কৈসা হোয়গা, গুরু গহেঁগে বাঁহি।
অপনা করি বৈঠাবহী, চরণ কমলকী ছাঁহি॥ (কবীর।)

সে দিন কেমন হইবে, যেদিন
গুরু মোর বাহু করিয়া ধারণ,
শীতল চরণ-কমল-ছায়ায়
বসা'বেন মোরে করিয়া আপন?

টীকা। কেমন—কেমন সুখের দিন।

জো অবকে সদ্‌গুরু মিলেঁ, সব দুখ আঁখোঁ রোয়।
চরনোঁ উপর সীস ধরি, কহোঁ জো কহনা হোয়॥ (কবীর।)

সদ্‌গুরু এখন মিলে যায় যদি,
কাঁদি' কহি সব দুঃখ আপনার—
চরণের পরে মস্তক রাখিয়া,
কহি তাঁরে যাহা আছে কহিবার॥

গুরুভক্তিশূন্যতা।

নাচে গাহে পদ কহে, নাহি গুরু'স হেত।
কহে কবীব, কেঁও উপজে, বীজ্ বিহুনা ক্ষেত॥ (কবীর।)

নাচে, গাহে আর পদাবলী কহে,
ভকতি নাহিক গুরুতে।
কহিছে কবীর, কিসে হবে ফল
বীজ না বপিলে ক্ষেতেতে ?

চৌষট দীবা জোইকে, চৌদহ চন্দ মাহিঁ।
তেহি ঘর কিসকা চাঁদনা, জেহি ঘর সদ্‌গুরু নাহিঁ॥ (কবীর।)

চৌষট্টি প্রদীপ জ্বলে যদি ঘরে,
চৌদ্দ চন্দ্র যদি সেইখানে ভায়,
কিসে আলোকিত হবে সেই ঘর
সদ্‌গুরু যদি না রহেন তথায় ?

টীকা। চৌষট্টি প্রদীপ—চৌষট্টি যোগিনীর কলা। চৌদ্দ চন্দ্র—চতুর্দ্দশ বিদ্যার প্রকাশ। ৪ বেদ, ৬ বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা।

কবীর তে নর অধ হ্যায়, গুরুকো কহতে আওর।
হরি রুটে গুরু শরণ হ্যায়, গুরু রুটে নাহি ঠাওর॥ (কবীর।)

অধম সেজন যেজন, কবীর,
গুরুদেবে তুচ্ছ মনে করে, হায়!
হরি রুষ্ট হ'লে শ্রীগুরু শরণ,
গুরুরোষে আর নাহি যে উপায়॥

কবীর গুরুভক্তি বিন, রাজা গাধা হোয় ।
মাটী লদে কুম্‌হারকি, ঘাস না দেবে কোয় ।। (কবীর ।)

যে রাজা, কবীর, গুরুভক্তি-ছাড়া,
বাজা নহে, গাধা সে বটে হয় ।
কুমারের মাটী বহিযা সে মরে,
ঘাস দিতে তারে কেহ না রয় ॥

গুরুকা ছোটা জান কর, জ্ঞানযা আগে দীন ।
জীবনকো বাজা কহে, বহে মায়াকে অধীন ।। (কবীর ।)

ছোট মনে করিযা গুরুদেবে, যেই জন
জগতের নিকটে দীনতা দেখায়,
আর এই নশ্বর জীবনেরে রাজা কহে,
মাযার অধীনতা তার নাহি যায় ॥

টীকা ।° রাজা সার শ্রেষ্ঠ বস্তু ।

গুরুসে করৈ কপট চতুরাই, সো হংসা ভব ভবমে আই ।
যো শিষ গুরুকা নিন্দা করৈ, শুকর স্বান গর্ভ মে পড়ই ।। (কবীর ।)

যে শিষ্য গুরুর সাথে ছল ও চাতুরী করে,
এ ভব-পাথারে সে যে ভ্রমে অনিবার ।
যে করে গুরুর নিন্দা, সুনিশ্চয় সেই জন
শূকর-কুকুর-যোনি পায় বার বার ॥

গুরুকো মানুষ করি জানত, চরণামৃতকো পানি ।
তে নর নরকৈ জাইংগে, জন্ম জন্ম হৈ স্বানি ।। (কবীর ।)

গুরুরে মানুষ মনে করে যেবা,
চরণামৃতে যে মনে করে জল,
সে নর নিশ্চয় নরকে যাইবে,
কুকুর হইয়া জন্মিবে কেবল ॥

পণ্ডিত পড়ি গুণি পচি মুয়ে, গুরু বিন মিলৈ ন জ্ঞান।
জ্ঞান বিনা নহিঁ মুক্তি হৈ, সত্ত শবদ পরমাণ॥ (কবীর।)

পড়িয়া ও গণিয়া মরে বৃথা পণ্ডিত,
গুরু বিনা কদাপি নাহি হয় জ্ঞান।
জ্ঞান বিনা নাহিক মুক্তির লাভোপায়,—
সত্য শব্দ তাহার র'য়েছে প্রমাণ॥

টীকা। পণ্ডিত=তত্ত্বজ্ঞ গুরুশূন্য পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি।

উজ্জ্বল পহিরে কাপড়ে, পান সুপারি খাহিঁ।
সো ইক গুরুকি ভক্তি বিন্ন, বাঁধে জমপুর যাহিঁ॥ (কবীর।)

পরিধান ক'রেছ উজ্জ্বল বেশভূষা,
চর্ব্বণ করিতেছ সুপারি ও পান।
এক গুরুভক্তির অভাবেতে তুমি যে
বন্ধনে যমপুরে করিবে প্রয়াণ॥

সদ্‌গুরু সন্ত দয়াল বিন, সব জীব কাল চবায়।
বাঁধি করমকে বশ রখৈ, সকৈ ন সুরতি পায়। (তুলসীসাহেব।)

সদ্‌গুরু সন্ত দয়াল বিহনে,
সর্ব্বজীবে কাল করেরে চর্ব্বণ,
বাঁধিয়া কর্ম্মের বশীভূত রাখে—
সুরতি তারা না লভে কদাচন॥

ক্যা হিন্দু ক্যা মুসলমান, ক্যা ইসাই জৈন।
গুরুভক্তি পূরণ বিনা, কৈ না পাওয়ে চৈন॥ (কবীর।)

হিন্দুই হ'ক কিম্বা হ'ক মুসলমান,
কিম্বা হ'ক জৈন, অথবা খ্রীষ্টান—
ভরা গুরু-ভকতি ব্যতীত কেহ নাহি
লভিতে পারে কভু দেব ভগবান॥

অসদ্‌গুরু।

——:০:——

যো হি গুরুতে ভয় না মেটে, ভ্রান্তি মন্‌কি না যায়।
গুরুতো এয়সা চাহিয়ে, যো দেই ব্রহ্ম দরশায়॥ (কবীর।)

সে গুরুতে কিবা কাজ, যেই গুরু হইতে
মনের ভুল-ভয় নাহি যায় ঘুচিয়া?
তেমনি তো গুরুদেবে প্রয়োজন নরের,
যে গুরু দিয়া দেন ব্রহ্ম দেখাইয়া॥

কবীর গুরুয়াতো সস্তে ভয়ে, কৌড়িকে পঞ্চাশ।
আপনে তনকি শুধ নহি, শিষ করণকি আশ॥ (কবীর।)

গুরু এত সস্তা হ'য়েছে, কবীর।
মিলে এক কড়া কড়িতে পঞ্চাশ।
আপন দেহের হয় নাই শুদ্ধি,
তথাপিও শিষ্য করিবার আশ॥

গুরুয়া তো ঘর ঘর ফিরৈ, দীচ্ছা হমারী লেহ।
কৈ বুড়ৌ কৈ উছলৌ, টাকা পরদনী দেহ॥ (কবীর।)

গুরুতো অনেক ঘরে ঘরে ফিরে,
বলে—"দীক্ষা মোর করহ গ্রহণ;
ডুব কিম্বা উঠ, কিবা আসে যায়—
মোরে দিয়ে দাও প্রণামী উত্তম॥"

কানফুঁকা গুরু হদকা, বেহদকা গুরু ঔর।
বেহদকা গুরু যব মিলৈ, তব লাগৈ ঠিকানা ঠৌর॥ (কবীর।)

কাণ-ফুঁকা গুরু যথা তথা মিলে,
যথার্থ গুরুর আলাদা ধরণ।
ভবাব্ধিপারের নিশ্চয়তা হয়,
সে যথার্থ গুরু মিলে যেইক্ষণ॥

জা কা গুরু হৈ আঁধরা, চেলা নিপট নিরন্ধ।
অন্ধা অন্ধা ঠেলিয়া, দোউ কূপ পরন্ত॥ (কবীর।)

যে শিষ্য নিপট অন্ধ, তার যদি
অন্ধ গুরু মিলে, উভয়েই মরে—
অন্ধ অন্ধজনে টেনে নিতে নিতে
উভয়ে কূপেতে যেইমত পড়ে॥

গুরু কিয়া হৈ দেহকা, সদ্‌গুরু চীন্‌হা নাহিঁ।
ভবসাগরকে জালমে, ফিরি ফিরি গোতা খাহিঁ॥ (কবীর।)

দেহেরে যেজন গুরু করিয়াছে,
চিনিতে পারেনি সদ্‌গুরু কেমন,
ভবসাগরের জালেতে পড়িয়া
বার বার গোঁতা খায় সেইজন॥

কবীর ঝুঁটে গুরুকি পাথকো, ত্যজৎ ন কিজে বার।
দওয়ার ন পাওয়ে শব্দকা, ভরমে ভবজলধার॥ (কবীর।)

অসদ্‌গুরুদের পথ ত্যজিবারে,
কবীর, কভু না দেরী করিবে।
না ত্যজিলে শব্দের পাবে না দুয়ার,
ভবজলধারে শুধু ঘুরিবে॥

টীকা। শব্দের... ঘুরিবে—শব্দের, অর্থাৎ শব্দরূপী ব্রহ্মের, দুয়ার (প্রবেশপথ) পাইবে না। শব্দ-ব্রহ্মে প্রবেশ করিবার উপায় খুঁজিয়া পাইবে না, কেবল ভব জলধারে ঘুরিতে থাকিবে—পুনঃ পুনঃ জন্মিবে ও মরিবে।

কবীরা পূরা সদ্‌গুরু না মিলা, রহা অধুরা শিখ।
খাগ যতীকা পরহী কৈ, ঘর ঘর মাঙ্গে ভিখ॥ (কবীর।)

হে কবীর! পূর্ণ সদ্‌গুরু না পেয়ে,
শিষ্যের মন তো চঞ্চল রহিল।
যতির বেশ সে অঙ্গেতে পরিয়া,
ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগিতে লাগিল॥

কবীরা পূরা সদ্‌গুরু না মিলা, রহা অধুরা শিখ।
নিকসাথা হরিভজনকে, বঝি গয়ে মায়া বিক॥ (কবীর।)

হে কবীর! পূর্ণ সদ্‌গুরু না পেয়ে,
শিষ্যের মন তো চঞ্চল রহিল।
হরি-ভজনে সে বাহির হইয়া,
পুনঃ মায়াপাশে আবদ্ধ হইল॥

শিষ্যগণ-কর্তৃক স্বস্ব গুরুর প্রশংসা।
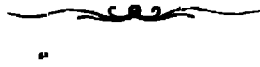
ঐসা নিরমল নাম হৈ, নিরমল করৈ শরীর।
ঔর জ্ঞান মণ্ডলীক হৈ, চকবৈ জ্ঞান কবীর॥ (গরীবদাস।)

হেন নিরমল বস্তু হয় নাম,
নিরমল করে সকল শরীর।
অন্য অন্য জ্ঞান মাণ্ডলীক সম,
চক্রবর্ত্তী-জ্ঞান কহিলা কবীর॥

টীকা। মাণ্ডলীক — মণ্ডলের ক্ষুদ্র অধিপতি। চক্রবর্ত্তী — মণ্ডল সমূহের অধীশ্বর।

পায়ো জী মৈঁনে নাম রতন ধন পায়ো॥
বস্তু অমোলক দী মেরে সদ্‌গুরু, কিরপা কর আপনায়ো॥
জনম জনমকী পূঁজী পাই, জগমে সভী খোবায়ো।
খরচৈ নহিঁ কোই চোর ন লেবে, দিন দিন বঢ়ত সবায়ো॥
সতকী নাব খেবটিয়া সদ্‌গুরু, ভবসাগর তর আয়ো।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, হরখ হরখ যশ গায়ো॥ (মীরাবাই)

পাইয়াছি আমি হে,
নাম-রতন-ধন পাইয়াছি সার॥
অমূল্য বস্তু মোরে দিয়াছেন সদ্‌গুরু,
আপনি করি' মোরে করুণা অপার॥

পুঁজি জন্ম-জন্মের পাইয়া, করিয়াছি
জগতের সকলি সুখে পরিহার।
খরচ নাহি কিছু, চোরে তাহা লয়না,
দিন দিন মাপেতে হয় বৃদ্ধি তার॥
সত্যরূপী-নৌকার মাঝি মোর সদ্‌গুরু,
তাহে ভবসাগর হইয়াছি পার।
মীরার প্রভু হন গিরিধর-নাগর,
গাহিতেছি হরষে যশোগাথা তাঁর॥

টীকা। রৈদাস মীরার গুরু ছিলেন। যদ্যপি রৈদাস জন্মতোর মুচির কাজ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মীরার মত শিষ্যা হওয়াতে বুঝা যায় তিনি কি প্রকারের সাধু ছিলেন।

দাদূ সদ্‌গুরু বন্দিয়ে, সো মেরে সির-মৌর।
সুন্দর বহিয়া জায় থা, পকড়ি লাগায়া ঠৌর॥ (সুন্দরদাস।)

দাদূ গুরু মোর মাথার মুকুট,
বন্দি আমি তাঁর চরণ-কমল।
ভেসে যেতেছিল সুন্দর যখন,
ধরি' তারে তিনি মিলাইলা স্থল॥

সুন্দর সদ্‌গুরু আপ তৈঁ, অতিহী ভয়ে প্রসন্ন।
দূরি কিয়া সন্দেহ সব, জীব ব্রহ্ম নহিঁ ভিন্ন॥ (সুন্দরদাস।)

সদ্‌গুরু আপন করুণা-প্রভাবে
প্রসন্ন হইয়া মোরে অতিশয়,
দূর করি' দিলা সন্দেহ সকল—
বুঝিয়াছি, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নয়॥

টীকা। দয়া ও ক্ষমাগুণের আধিক্যবশতঃ দাদূ "দাদূ দয়াল" আখ্যা পাইয়াছিলেন।

জগজীবনকে চরণ মন, জন দূলন আধার ॥
নিশ দিন বাজৈ বাঁশুরী, সত্য শবদ ঝনকার ॥ (দূলনদাস ।)

জগজীবনের চরণ-আধারে
দূলনের মন করিছে বিহার।
নিশি-দিন প্রাণে বাজিছে বাঁশরী,
সত্য শব্দ হ'তে হ'তেছে ঝঙ্কার ॥

টীকা। দূলনদাস জগজীবনের গুরমুখ শিষ্য ছিলেন।

চরণদাস সদ্‌গুরু মিলে, সমরথ পরম কৃপাল।
দীন জানি কীন্‌হী দয়া, মো পর ভয়ে দয়াল ॥ (দয়াবাঈ ।)

চরণদাস গুরু
লভিয়াছি উত্তম,
সমর্থ অতিশয়, পরম কৃপাল।
দীন জানি' আমারে
করিলেন করুণা,
মম প্রতি হইলা অশেষ দয়াল ॥

দোহাবলী।

দ্বিতীয় বল্লী।

সাধু ও সৎসঙ্গ।

সাধু।

গাব অঙ্গারা ক্রোধ ঝল, নিন্দা ধুঁয়া হোয়।
ইন তিনোকো পরহরে যো, সাধ কহাওয়ে সোয়॥ (কবীর।)

অনল সম ক্রোধ,
অঙ্গার গালাগালি,
নিন্দায় ধূম সম জানিবে নিশ্চয়।
এই তিনে যেজন
করেন পরিহার,
সাধু নাম তাঁহারি উপযুক্ত হয়॥

সোই সাধ শুনি সমুঝি কর রামভক্তি থিরতাই।
লড়িকাই কো পৈরিবে, তুলসী বিসরা যাই॥ (তুলসীদাস।)

সেই সাধু, যার বুঝিয়া শুনিয়া
স্থিরভক্তি রহে শ্রীরামের পায়।
হে তুলসী! তারা বালক-সমান,
সে চরণ যারা পাশরিয়া যায়॥

গুরুকা আজ্ঞা আবহি, গুরুকী আজ্ঞা যায়।
কহৈ কবীর সো সন্ত হৈ, আবা গমন নসায়॥ (কবীর।)

গুরুর আদেশে আসে যেইজন—
চলিযাও যায় গুরুর আজ্ঞায়,
কহিছে কবীর—সাধু সেইজন,
ভবে আনাগোনা তার ঘুচে যায়॥

জ্যোঁ জ্যোঁ গুরু গুণ সাভনৈ, ত্যোঁ ত্যোঁ লাগৈ তীর।
লাগেসে ভাগৈ নহি, সোই সাধ সুধীর॥ (কবীর।)

যে যে ভাবে গুরু আকর্ষেণ গুণ,
সেই সেই ভাবে লাগে দেহে তীর
লাগিলে যে নাহি করে পলায়ন,
সেই বটে সাধু পরম সুধীর॥

টীকা। গুণ=ধনুর্গুণ। তীর=শরের তীর।

বিষকা অমৃত করি লিয়া, পাবককা পানী।
বাঁকা সুধা করি লিয়া, সো সাধ বিনানী॥ (দাদূ।)

অমৃত করিয়া নিলা যিনি বিষ,
জলন্ত অনলে একেবারে জল,
বাঁকা যাঁর হাতে সোজা হইয়াছে—
সাধু তিনি হ'ন বিজ্ঞানী বিমল॥

গাঁঠী দাম ন বাঁধই, নহি নারীসে নেহ।
কহ কবীর তা সাধকী, হম চরণনকী খেহ॥ (কবীর।)

গাঁঠিতে টাকাকড়ি যিনি নাহি বাঁধেন,
নারীর প্রতি যাঁর নাহি আকর্ষণ—
কহিতেছে কবীর — সাধু বটে তিনিই,
আমি তাঁর পায়ের ধূলার মতন।

দরিয়া লচ্ছন সাধকা, ক্যা গিরহী ক্যা ভেক।
নিহকপটী নিরংসক রহি, বাহর ভীতর এক॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী।)

গৃহস্থ অথবা ভেকধারী সাধু,
লক্ষণ তাঁদের সম চিরদিন।
বাহির ভিতর এক তাঁহাদের,
অকপট তাঁরা বাসনা-বিহীন॥

সাধ কমল মধ বাসনা, ঐসা হলকা অঙ্গ।
মৈল মনোরথ না বহৈ, নির্ম্মল ধারা গঙ্গ॥ (গরীবদাস।)

সাধু হ'ন পদ্মের ভিতরের সৌরভ,
তাহারি মত লঘু শরীর তাঁহার।
মলিন মনোরথ নাহিক তাঁর, তিনি
নির্ম্মল জলধারা যেমন গঙ্গার॥

সাধনকে সংশা নহী, দয়া সব সুখ জান।
মন কি দুবিধা মেট করি, কিয়ো রাম-রস পান॥ (দয়াবাঈ।)

সাধুদের হৃদয়ে সংশয় নাহি রয়,
সকল সুখে সুখী তাঁহাদের প্রাণ।
মনের দ্বিধা যত মিটাইয়া তাঁহারা
করেন অবিরত রাম-রস পান॥

টীকা। রাম-রস—শ্রীরামচন্দ্র-রূপ রস—"রসো বৈ সঃ।"

রক্ত ছাড়ি পয়কো গহৈ, জ্যোঁ রে গৌকা বচ্ছ।
ঔগুণ ছাড়ৈ গুণ গহৈ, ঐসা সাধু লচ্ছ॥ (কবীর।)

রক্ত না লইয়া গোবৎস যেমতি
মাতৃদেহ হ'তে দুগ্ধ শুধু লয়,
দোষ ফেলে রেখে গুণের গ্রহণ
সাধুর লক্ষণ সেইমত হয়॥

জ্যায়সে জল সর বীচমে, রহত ভেক অরু ভৃঙ্গ।
ভেক না পাওয়ে ভেদ কছু, ভৃঙ্গ পিওত সারঙ্গ॥
যত্তপি সাধু অসাধু জন, রহত একহি ঠাঁই।
সজ্জন গহত সার সতম, নীচ গহত কছু নাই॥ (কবীর।)

কমল-বিশোভিত-সরোবর-তীরেতে
ভেক ভৃঙ্গ উভয়ে করিলেও বাস,
কমল-মধু-স্বাদ ভেক কিছু জানে না,
ভৃঙ্গ কিন্তু পিয়ে তা' ভরিয়া পিয়াস॥
সেইমত যদ্যপি সাধু আর অসাধু
এক স্থানে উভয়ে করে অবস্থান,
করিয়া লয় সাধু সার বস্তু গ্রহণ,
অসারে ম'জে থাকে অসাধুর প্রাণ॥

সাধু ভুখা ভাবকা, ধনকা ভুখা নাহি।
ধনকা ভুখা যো ফিরৈ, সো তো সাধু নাহি॥ (কবীর।)

সাধু হ'ন শুধু ভাবের পিয়াসী,
মুগ্ধ ন'ন তিনি ধনলাভেচ্ছায়।
সাধু-নাম যোগ্য নহেতো সেজন,
ধনের পিয়াসা যাহারে ঘুরায়॥

সিংহ সাধকা এক মতি, জীবিতহীকো খায়।
ভাবহীন মিবতক দশা, তাকে নিকট না যায় ॥ (কবীব।)

সিংহ ও সাধুব একই প্রকৃতি—
জীবিত যাহাবা তাহাদেবি খায়।
ভাবহীন যারা মৃতের মতন,
তাদের নিকটে তাহাবা না যায় ॥

টীকা। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের সেবক সাধুগণকেও ভাবগ্রাহীই হইতে হয়।

সাধু সিংহ সমান হৈ, গবজত অনুভব জ্ঞান।
কবম ভরম সব ভজি গয়ে, দয়া দূব্যা অজ্ঞান ॥ (দয়াবাই।)

সিংহের সমান সাধুগণ—তাঁরা
গর্জ্জিযা কহেন অনুভব-জ্ঞান।
সে গর্জ্জন শুনি' কবম-ভরম
সব যায, দূবে পলায অজ্ঞান ॥

টীকা। অনুভব জ্ঞান=স্বয় জীবনে অনুভূত জ্ঞান, মুখস্থ জ্ঞান নহে। গর্জ্জন এতদুপলক্ষ্যে ভক্ত রামপ্রসাদের "ঢোল মাবা বাণী" স্মর্ত্তব্য।

সাধু জলকা এক অঙ্গ, বরতৈ সহজ সুভাব।
ঊঁচী দিশা ন সঞ্চরৈ, নিবন জহাঁ ঢলবাব ॥ (দবিয়া-মাডাযাবী।)

সাধু আব জল এক প্রকৃতির,
সহজ-স্বভাবে সদা তারা বয।
উচ্চদিকে তারা যায় না কখনো,
নিম্নদিকেতেই গতিশীল হয ॥

সাধ কৃপাল দুখ পবিহরণ, বৈর ভাব নহিঁ কোয়।
ছিমা জ্ঞান সত ভাখহী, হিংসা রহিত জো হোয়।
দুখ সুখ এক সমান হৈ, হরষ শোক নহিঁ ব্যাপ।
উপকারী নিঃকামতা, উপজৈ ছোহ ন তাপ ॥
সদা রহৈ সন্তোষমে, ধরম আপ দৃঢ় ধার।
আশ এক গুরুদেবকী, ঔর ন চিত্ত বিচার ॥

সাবধান ঔ শীলতা, সদা প্রফুল্লিত গাত।
নিরবিকার গম্ভীর মতি, ধীরজ দয়া বসাত ॥

মান অপমান ন চিত ধরৈ, ঔরন কো সনমান।
জো কোই আশা করৈ, উপদেশৈ তেহি জ্ঞান ॥

শীলবন্ত দৃঢ় জ্ঞানমতি, অতি উদার চিত হোয়।
লজ্জাবান অতি নিছলতা. কোমল হিরদা সোয় ॥

জ্ঞানী অভিমানী নহীঁ, সব কাহূসে হেত।
সত্যবান পরস্বারথী, আদর ভাব সহেত ॥

ঐসা সাধু খোজি কৈ, রহিয়ে চরণোঁ লাগ।
মিটৈ জনমকী কল্পনা, জাকে পূরণ ভাগ ॥ (কবীর।)

সাধু কৃপাময় দুঃখ-বিমোচন,
বৈর ভাব তাঁর কারো সাথে নাই।
তিনি ক্ষমাশীল জ্ঞানী হিংসাশূন্য,
সৎকথা তাঁহার মুখেতে সদাই ॥
হর্ষ আর শোকে ন'ন অভিভূত,
দুখে-সুখে সদা রহেন সমান।
উপকারী তিনি কামনা-বিহীন,
মোহ-তাপ হ'তে মুক্ত তাঁর প্রাণ ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রহেন সতত,
দৃঢরূপে ধরি' ধর্ম্ম আপনার।
শ্রীগুরুর আশা করেন কেবল,
চিত্তে আর কিছু না করি' বিচার ॥
সাবধানী তিনি পরম সুশীল,
সদা প্রফুল্লিত তাঁর দেহ-মন।
নির্ব্বিকার ধীর গম্ভীর প্রকৃতি,
দয়া তাঁর হৃদে রহে অনুক্ষণ ॥

মান অপমান না মাখেন গায়,
অপরের সদা রাখেন সম্মান।
আশা করি' যেবা পাশে আসে, তারে
জ্ঞান-উপদেশ করেন প্রদান॥

শীলতা-শোভিত দৃঢ়-জ্ঞান-মতি
তিনি, চিত্ত তাঁর অতীব উদার।
লজ্জাবান অতি অকপট তিনি,
কোমলতামময় হৃদয় তাঁহার॥

জ্ঞান-অভিমান নাহিক তিলেক,
সকলের প্রতি তিনি স্নেহময়।
সত্য-অনুরাগ, পরার্থপরতা,
আদরের ভাব সদা তাঁর রয়॥

এমন সাধুর খোঁজ ক'রে তুমি
লেগে থাক সদা চরণে তাঁহার।
মিটিয়া যাইবে জন্মের কল্পনা,
সম্পূর্ণ হইবে সৌভাগ্য তোমার॥

টীকা। জন্মের কল্পনা—বার বার জন্ম গ্রহণ করা, অথবা যে কারণে বারবার দেহ কল্পিত বা সৃজিত হয়, তাহা।

সাধু সন্ত তেহি জনা, জিন মানা বচন হমার।
আদি অন্ত উৎপত্তি প্রলয়, দেখহু দৃষ্টি প্রসার॥ (কবীর।)

সাঁধুসন্তজন তাঁহারাই বটে,
মেনেছেন যাঁরা বচন আমার—
আদি অন্ত আর উৎপত্তি প্রলয়
নেহারেন করি' দৃষ্টির প্রসার॥

হরি দরবারী সাধ হৈ, ইন সম ঔর ন হোয়।
বেগি মিলাবৈঁ নামসে, ইন্‌হৈ মিলৈ জো কোয়॥ (কবীর।)

হরির দরবারী হবেন সাধুগণ,
তাঁহাদের সমান কেহ নাহি আর।
সত্বর মিলাইয়া দেন নাম তাহারে,
তাঁদের সাথে হয় মিলন যাহার॥

সাধন কেরী দয়াসে, উপজৈ বহুত আনন্দ।
কোটি বিঘন পলমে টরৈ, মিটৈ সকল দুখ দ্বন্দ॥ (কবীর।)

সাধুদের দয়া হইলে, জীবের
হ'য়ে থাকে মহা আনন্দ উদয়।
কোটী বিঘ্ন নষ্ট হয় একপলে,
দুখ-দ্বন্দ্ব সব দূরীভূত হয়॥

সাধ শবদ সুখ বরখিহৈ, শীতল হোই শরীর।
দাদূ অন্তর আতমা, পীবৈ হরি জল নীর॥ (দাদূ।)

শব্দ-সুখ সাধু বর্ষণ করিয়া,
শান্ত সুশীতল করেন শরীর।
লব্ধ হ'লে পরে সাধু-জন-সঙ্গ,
অন্তরাত্মা পিয়ে হরি-প্রেম-নীর॥

নহিঁ শীতল হৈ চন্দ্রমা, হিম নহিঁ শীতল হোয়।
কবীর শীতল সন্ত জন, নাম সনেহী সোয়॥ (কবীর।)

চন্দ্রমা তেমন নহেক শীতল,
শীতল নহেক হিমানী তেমন,
যেমন শীতল হ'ন সে সাধুরা,
নামে অনুরাগী যাঁহাদের মন॥

সাধ মিলে দুঃখ সব গয়ে, মঙ্গল ভয়ে শরীর।
বচন শুনত হি মিটি গই, জনম মরণকী পীর॥ (সহজীবাই।)

সাধু যদি মিলে দুঃখ যায় গ'লে,
হয় শরীরেরো মঙ্গল উদয়।
করিলে শ্রবণ তাঁদের বচন
জন্ম-মরণের কষ্ট নষ্ট হয়॥

সাধ মিলৈ যহ সব টলৈ, কাল জাল যম চোট।
সীস নবাবত ঢহি পড়ৈ, অঘ পাপনকী পোট॥ (কবীর।)

যমদণ্ড ঘোর আর কাল-জাল
সাধু মিলিলেই সব ফেঁসে যায়।
তাঁহার চরণে মাথা নোয়া'তেই
পাপের পুঁটুলি মাটিতে লুটায়॥

টীকা। কাল জাল—কালের জাল।
"জাল ফেলে জেলে র'য়েছে ব'সে।
অগম্য জলেতে মীনের আশ্রয়, জেলে জাল কে লছে ভুবনময়,
যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরেগো কেশে।"—৺রামপ্রসাদ সেন।
পাপের পু টুলি—যাহা জীব মস্তকে বহন করে।

জৈঁও বচ্ছা গোকী নজরমে, তৈঁও সাঈ ঔ সন্ত।
হরিজনকে পীছে ফিরৈ, ভক্ত বছল ভগবন্ত॥ (গরীবদাস।)

বৎসে যেইমত গাভী চোখের উপরে রাখে,
সাধুসন্তগণে প্রভু রাখেন তেমন।
ভকত-বৎসল হরি দয়াময় ভগবান
ভক্তের পশ্চাতে সদা করেন গমন॥

জহাঁ জহাঁ বচ্ছা ফিরৈ, তহাঁ তহাঁ ফিরৈ গায়।
কহৈ মলূক জহাঁ সন্ত জন, তহাঁ রমৈয়া যায়॥ (মলূকদাস।)

যেখানে যেখানে বৎস ঘুরে ফিরে,
সেখানে সেখানে গাভীও তো যায়।
কহিছে মলূক—যথা সাধুগণ,
হৃদয়-বিহারী হরিও তথায় ॥

মন মেরা পঙ্খী ভয়া, উড়ি কর চঢা অকাশ।
গগন মণ্ডল খালী পডা, সাহিব সন্তো পাশ॥ (কবীর।)

একদা আমার মন পাখী হ'য়ে
উড়ে গিয়েছিল আকাশের গায়,
গগণ-মণ্ডল খালি প ড়ে আছে—
দেখিল প্রভুরে সাধুরা যথায় ॥

সন্তো কারণ সব বচা, সকল জমী অসমান।
চন্দ্র সূর পানী পবন, জগ তীরথ ঔ দান॥ (গরীবদাস।)

সাধুদের কারণে সমুদয় রচিত—
সমস্ত ভূমি আর সুনীল আকাশ,
চন্দ্র, সূর্য্য, সলিল, পবন, তীর্থ যত,—
তাঁহাদেরি কারণে দানের বিকাশ॥

টীকা। এই ভাবের কথা আমেরিকার দার্শনিক কবি এমার্সন একস্থানে বলিয়াছেন, যথা :—"Nature seems to exist for the excellent The world is upheld by the veracity of good men; they make the earth wholesome"—Representative Men.

সাধ সমুন্দর জানিয়ে, মাহীঁ রতন ভরায়।
মন্দ ভাগ মূঠী ভরৈ, কর কঙ্কর চাঢ় আয়॥ (কবীর।)

সাধু পারাবার জানিবে নিশ্চয়,
রত্নে ভরা তাঁর গভীর অন্তর।
মন্দ ভাগ্য তার, যে তাহা হইতে
ভরি' তুলে কেবল কাঁকর ॥

সাধু সীপ সাহিব সমুন্দ, নিপজত মোতী মাহি।
বস্তু ঠিকানে পাইয়ে, নাল-খালমে নাহি॥ (কবীর।)

হরি-পারাবারে সাধু শুক্তি সম,
অন্তরে তাঁহার মুক্তার জনম।
ঠিকানায় গেলে ঠিক বস্তু মিলে,
খালে ও নালায় নহে কদাচন॥

অলখ পুরুষকো আরসী, সাধুহিকা দেহ।
লখ জো চাহে অলখকো, উনহিমে লখ লেহ॥ (কবীর।)

সাধুসন্তগণের দেহ হয় নিশ্চয়
অলক্ষ্য পুরুষের দর্পণ সমান।
দেখিতে চাহ যদি অলক্ষ্য পুরুষেরে,
দেখিয়া লও তাঁহে ভরিয়া পরাণ॥

নিরাকার নিজরূপ হৈ, প্রেম প্রীতিসে সেব।
জো চাহৈ আকার তূঁ, সাধু পরতছ দেব॥ (কবীর।)

নিরাকার হয় আত্মার স্বরূপ,
প্রেম-প্রীতি সহ সেব অনুক্ষণ।
যদি চাহ তাঁর দেখিতে আকার,
প্রত্যক্ষ দেবতা হের সাধুগণ॥

কাম ক্রোধ জিনকে নহী, লগৈ ন ভূখ পিয়াস।
পল্টূ উনকে দরশসোঁ, হোত পাপকো নাশ॥ (পল্টূ।)

কাম-ক্রোধ যাঁর নাহিক, যেজন
কাতর না হ'ন ক্ষুৎপিপাসায়,
দরশন তাঁরে করিলে জীবের
পাপ যত সব নষ্ট হ'য়ে যায়॥

ধন জননী ধন ভূমি ধন, ধন নগরী ধন দেশ।
ধন করনী ধন সুকুল ধন, জহাঁ সাধ পরবেশ॥ (গরীবদাস।)

'ধন্যা সে জননী, ধন্য সেই ভূমি,
ধন্য সে নগরী, ধন্য সেই দেশ,
ধন্য সেই কাজ, ধন্য সে সু-কুল,
যেই সবে হয় সাধুর প্রবেশ।।

যো কৈঁ নিন্দে সাধু কা, সংকট আবৈ সোই।
নরক মাহিঁ জন্মৈ মরৈ, মুক্তি ন কবহুঁ হোই॥ (কবীর।)

সাধুদের নিন্দা করে যেইজন,
সঙ্কটে পড়িয়া সেইজন যায়।
নরকের মাঝে জন্মে মরে শুধু,
মুক্তি সেইজন কভু নাহি পায়॥

সাধু সেব জো ঘর নহিঁ, সদ্‌গুরু পূজা নাহিঁ।
সো ঘর মরঘট সারিখা, ভূত বসৈ তা মাহিঁ॥ (কবীর।)

যেই ঘরে নাহি হয় সাধু-সেবা,
সদ্‌গুরু-পূজন যেইখানে নাই,
মৃতাবাস সম সে ঘর নিশ্চয—
ভূত বাস করে সেখানে সদাই॥

জো ঘর গুরুকী ভক্তি নহিঁ, সন্ত নহিঁ মিহমান।
সো ঘর যম ডেরা দিয়া, জীবত ভয়ে মসান॥ (কবীর।)

গুরুদেবে ভক্তি যেই ঘরে নাই,
আমন্ত্রিত ন'ন সাধুরা যথায়,
সে ঘরে যমের পড়িয়াছে ডেরা,
জীব থাকিতেও মশানের প্রায়॥

টীকা। ডেরা=তাঁবু।

সাধ-সন্তকে ঐনমে, বসৈ হজুর অমান্।
জো ঘর নিন্দা সাধকী, সো ঘর ডুবে জান॥ (গরীবদাস।)

সাধুসন্তদের নয়নের মাঝে
বিরাজ করেন প্রভু প্রেমময়।
নিন্দা যেই ঘরে হয় সাধুদের,
সে ঘরের নাশ জানিবে নিশ্চয়॥

কবীর মেরে সাধকি, নিন্দা কর মৎ কোয়।
যো চাঁদ পৈ কলঙ্ক হ্যায়, তও উজিয়ারা হোয়॥ (কবীর।)

কবীর কহে—মোর সাধুদের নিন্দা
করা কা'রো উচিত নয়।
থাকিলেও চাঁদেতে কলঙ্ক-কালিমা,
সাধু মোর উজ্জ্বল রয়॥

অঠসঠ তীরথ সন্তোঁনে চরণে, কোটি কাশীনে সোয় গঙ্গ রে।
নিন্দা করসে নরক কুণ্ডমাঁ জাসে, থাসে আঁধলা অংঙ্গ রে॥ (মীরাবাঈ।)

রহে বহু তীর্থ সাধুর চরণে,
রহে কোটি কাশী আর শত গঙ্গা।
নরকেতে যাবে, আঁখি হবে অন্ধ,
কর যদি তুমি সাধুদের নিন্দা॥

সাধু নির্ব্বিকার

——::——

কবীর! মায়া ডাকিনী, সব কাহুকো খায়।
দাঁত উখাড়ে পাপিনী, যো সন্ত নেরে যায়॥ (কবীর।)

হে কবীর! মায়া নামে যে ডাকিনী,
সকলেরে দেখ ধরিয়া খায়।
সাধুর নিকটে গেলে সে পাপিনী,
দাঁত ভাঙ্গা তার তখনি যায়॥

মায়া দীপক নর পতঙ্গ, ভ্রম ভ্রম মাহি পড়ন্ত।
কোই এক গুরু জ্ঞানতে, উবরে সাধু সন্ত॥ (কবীর।)

মায়া দীপশিখা, মানব-পতঙ্গ
ঘুরে ঘুরে তাহে পড়িয়া মরে।
শুধু গুরু-জ্ঞানী সাধুসন্তগণ
সে ভীষণ মায়া হইতে তরে॥

বহতা নদী নির্ম্মলা, বান্ধা সো গন্ধা হোই।
সাধুজন রমতে ফিরে, দাগ না লাগে কোই॥ (কবীর।)

স্রোতস্বিনী নদী নির্ম্মল-সলিলা,
বদ্ধ জল কিন্তু গন্ধের আধার।
দেশে দেশে সাধু ঘুরিয়া বেড়ান,
দাগ নাহি লাগে মনেতে তাঁহার।

কোই আবৈ ভাব লৈ, কোই অভাব লৈ আব।
সাধ দোউকো পোষতে, ভাব ন গিনৈ অভাব॥ (কবীর।)

ভাব নিয়ে আসে কেহ সাধু-পাশে,
কেহ বা অভাব নিয়ে আসে আর।
উভয়েরে সাধু তোষেন যতনে,
ভাব বা অভাব না করি' বিচার॥

টীকা। অভাব—ভাবশূন্যতা, অপ্রীতি।

স্তুতি নিন্দা কোউ করৈ, লগৈ ন তেহিকে সাথ।
পল্টূ ঐসে দাসকে, সব কোই নাবৈ মাথ॥ (পল্টূ।)

স্তুতি বা নিন্দন কেহ যদি করে,
না লাগেন তার সাথে সাধুজন।
এ হেন দাসের নিকটে সকলে
আপনিই করে মস্তক নমন।

কামক্রোধ মদ লোভ নহিঁ, ষট বিকার করি হীন।
পন্থ কুপন্থ ন জানহীঁ, ব্রহ্ম ভাব রস লীন॥ (দয়াবাঈ।)

কাম-ক্রোধ-মদ-লোভ শূন্য সাধু,
অনুক্ষণ ষড-বিকার-বিহীন।
পথাপথ-ধার না ধারেন তিনি,
ব্রহ্ম-ভাব-রসে সতত বিলীন॥

চন্দন জৈসী সাধ হৈ, সর্পহি সম সংসার।
বা কে অঙ্গ লপটা রহৈ, ভাজৈ নাহি বিকার॥ (কবীর।)

চন্দন সমান'হ'ন সাধুগণ,
সর্প সম হয় এই যে সংসার।
বেষ্টন করিয়া থাকিলেও অঙ্গে,
নাহি হয় কিছু সঞ্জাত বিকার॥

পণ্টু, ঐনা সন্ত হৈঁ, সব দেখৈ তেহি মাহিঁ।
টেঢ সোঝ মুঁহ আপনা, ঐনা টেঢা নাহিঁ॥ (পণ্টু।)

দর্পণের মত সাধুজন জেনো,
মুখ তাহে করে সকলে দর্শন।
বাঁকা-সোজা রহে মুখে যার যার,
মুখ বাঁকা ব'লে বাঁকা না দর্পণ॥

হস্তী চলে বাজারমে, কুত্তা রুখে হাজার।
সাধুনকে দুর্ভাব নহি, যও নিন্দে সংসার॥ (কবীর।)

রাজপথ বাহিয়া কুঞ্জর যবে যায়,
কুক্কুর শত শত ডাকে পাছে তার।
সাধুদের মনেতে দুর্ভাব নাহি হয়,
যদ্যপি তাঁহাদেরে নিন্দয়ে সংসার॥

নিন্দা স্তুতি উভয় সম, মমতা মম পদ কঞ্জ।
তে সজ্জন মম প্রাণ প্রিয়, গুনমন্দির সুখপুঞ্জ॥ (তুলসীদাস।)

নিন্দা ও স্তুতি উভয় সম,
মমতা মম পদকঞ্জ,
সে সজ্জন মম প্রাণ-প্রিয়,
গুণমন্দির সুখপুঞ্জ॥

টীকা। ভগবদুক্তি। কঞ্জ—কমল। সুখপুঞ্জ—যাঁহাতে সুখ পুঞ্জীকৃত, যিনি সুখের প্রতিমূর্ত্তি। গুণমন্দির—সদ্‌গুণ সমূহের মন্দিররূপী।

সাধুর ধৈর্য্য ও পরার্থপরতা।

সহজে বসীলে হোয়সে, করৈ অহেত পর হেত।
যায়সে পীডককি জিয়ে, উখ তউ রস দেত॥ (কবীর)।

অহিত করিলেও, সজ্জন সকলে
পরহিত সাধিতে বিমুখ না হ'ন—
পীড়ন করিলেও, ইক্ষু যেইমত
রসদানে ক্ষান্ত না হয় কদাচন॥

সন্ত ন ছোড়ৈ সন্তই, কোটিক মিলৈ অসন্ত।
মলয় ভুবঙ্গম বেধিয়া, শীতলতা ন তজন্ত॥ (কবীর)।

সহস্র অসাধু মিলিলেও, সাধু
সাধুতা কদাপি না ছাড়েন তাঁর।
ভুজঙ্গ-বেষ্টিত হ'লেও মলয়
শীতলতা নাহি করে পরিহার॥

সজ্জনকো দুখ দিয়ে, দুর্জ্জন পূরে আশ।
যায়সে চন্দনকে ঘিসিয়ে, সুন্দর দেত সুবাস॥ (অজ্ঞাত।)

সজ্জনেরে দুঃখ দিয়া কত-মতে
দুর্জ্জন পুরায় আপনার আশ,
ঘর্ষণ করিলে চন্দন যেমতি
দেয় অবিরত সুন্দর সুবাস॥

খুদখাদ ধরতী সহে, কাটকুট বনরায়।
কুবচনতো সাধু সহে, আউরকো সহন না যায়॥ (কবীর।)

খননাদি সহে ধরণী কেবল,
গাছপালা শুধু কাটাকুটা সয়।
কুবাক্য সহেন সাধুগণ শুধু,
আর কারো তাহা সহ্য নাহি হয়॥

বুঁদ আঘাত সহে গিরি য্যায়সে।
খলকে বচন সন্ত সহে ত্যায়সে॥ (কবীর।)

ক'রে থাকে সহ্য জলধারাঘাত
অটল অচল পর্ব্বত যেমন,
সাধুগণ শুধু খলজনবাক্য
অবহেলে সহ্য করেন তেমন॥

সজ্জন-চিত্ত কবহুঁ ন ধরত, দুর্জ্জনজনকে বোল।
পাহন মারে আমকো, তউ ফল দেত অমোল॥ (কবীর)

দুর্জ্জন সকলে যেই কথা বলে,
ধরে না কভু তা' সুজনের প্রাণ।
ঢিল মারিলেও আমের গাছেতে,
অমূল্য ফল সে তবু করে দান॥

বৃচ্ছ কবহুঁ নহিঁ ফল ভখৈ, নদী ন সঞ্চৈ নীর।
পরমারথকে কারণে, সাধন ধরা শরীর॥ (কবীর।)

বৃক্ষ কখনও ফল নাহি খায়,
সঞ্চয় করেনা নদী কভু নীর।
পর-উপকার করিবার লাগি'
সাধুগণ সদা ধরেন শরীর॥

তরবর সরবর সন্তজন, চৌথে বরখে মেহ।
পরমারথকে কারণে, চারোঁ ধরৈঁ দেহ॥ (কবীর)

তরু, সরোবর, আর সাধুগণ,
বরষণকারী বারিদ আর—
এই চারি বস্তু দেহ ধরে শুধু
সাধিবার তরে পরোপকার॥

বৃচ্ছ নদী ঔ সাধু জন, তীনোঁ এক স্বভাব।
জল স্বাবে ফল বৃচ্ছ দে, সাধ লখাবৈ নাঁব। (গরীবদাস।)

বৃক্ষ আর নদী আর সাধুজন,
এ তিনের হয় স্বভাব সমান।
নদী জল, বৃক্ষ ফল দান করে,
সাধু দেখাইয়া দেন সত্য-নাম॥

সাধ বৃচ্ছ সতনাম ফল, শীতল শবদ বিচার।
জগমে হোতে সাধ নহিঁ জরি মরতা সংসার॥ (কবীর।)

সাধু-বৃক্ষে ফলে সৎনাম-ফল,
শীতল সাধুর বচন-বিচার।
জগতে যদি না সাধু থাকিতেন,
জ্বলিয়া মরিত সকল সংসার॥

টীকা। আমেরিকার দার্শনিক কবি এমার্সনের এই ভাবের উক্তি ৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃচ্ছা বড় পরস্বারথী, ফরৈ ঔরকে কাজ।
ভব-সাগরকে তরণকো, পল্টু সন্ত জহাজ॥ (পল্টু।)

বৃক্ষের দেখ কিবা পরস্বার্থপরতা,
ফলে শুধু পরের কাজের কারণ।
এ ভবপারাবার তরিয়া যাইবার
জাহাজ-রূপী হ'ন সাধুসন্তগণ॥

জান-বুঝ জড় হো রহৈ, বল ত্যজ নিববল হোঁয়।
কহ কবীব তা সাধকা, গঞ্জ ন সকৈ কোঁয়॥ (কবীব।)

জানিয়া ও বুঝিয়া রহেন জড়বৎ,
সবল হইয়াও দুর্ব্বলের প্রায়
ব্যবহার করেন যে সাধু, তাঁহারে
গঞ্জনা দিতে নাবে কেহ এ ধরায়॥

আপৈ ভজন করৈঁ নহীঁ, ঔরৈ মনে করৈঁ।
চরণদাস বৈ দুষ্ট নর, ভ্রম ভ্রম নরক পরৈঁ॥ (চবণদাস।)

নিজেও যেজন করেনা ভজন,
অপরে ভজিতে নিষেধ করয,
ঘুরিতে ঘুবিতে সেই দুষ্ট নর
নবকেব কূপে পড়ে সুনিশ্চয।

ঔরন কে উপদেশ কবি, ভজন করৈ নিষ্কাম।
চরণদাস বৈ সাধ জন, পহুচৈ হবিকে ধাম॥ (চবণদাস।)

অপারে ভজিতে উপদেশ দিযা,
নিজেও ভজন কবেন নিষ্কাম
মহাপুণ্যবান যেই সাধুজন,
পহুঁছেন তিনি শ্রীহরির ধাম॥

সাধ সোই জানিয়ে, চলৈ সাধুকী চাল।
পরমারথ রাতা রহৈ, বোলৈ বচন বসাল॥ (কবীর।)

সাধু বলি' নিশ্চয় তাঁহারেই জানিবে,
সাধুর মত যাঁর চাল ও চলন—
পরের উপকার-সাধনে দৃঢ়-মতি,
কহেন সদা যিনি সরস বচন॥

পর উপকারী সন্ত সব, আয়ে য়হি কলি মাহিঁ।
পিবৈঁ পিলাবৈঁ রাম রস, আপ স্বারথ নাহি (দাদূ।)

পর-উপকারী সাধুসন্তগণ
এই কলিযুগে আসিলা ধরায়।
করেন করান রাম-রস-পান,
স্বার্থ কিছু নাই তাঁদের হিয়ায়॥

বিনা কহে হুঁ সৎপুরুথ, পরকা পূরে আশ।
কৌন কহত হৈ সুরযকো, ঘর ঘর করত প্রকাশ॥ (কবীর।)

কেহ না কহিলেও সজ্জন সমুদয়
পরের হৃদয়ের বাসনা পূরাণ।
কেবা বল কহিছে দিবাকর দেবেরে
ঘরে ঘরে আলোক করিতে প্রদান?

অসাধু

—::—

সাধু ভয়া তো ক্যা হুয়া, মালা পহিরী চার।
বাহর ভেষ বানাইয়া, ভিতর ভরী ভঙ্গার॥ (কবীর।)

সাধু হ'য়েছে তো কি হ'য়েছে বল,
চার ছড়া মালা পরিয়া গলায়?
বাহিরেতে শুধু ভেক ধরিয়াছে,
ভিতর তাহার ভরা ময়লায়॥

মালা তিলক লগাইকে, ভক্তি ন আই হাথ।
দাটী মূছঁ মূড়াইকে, চলে দুনীকে সাথ॥ (কবীর।)

গলে মালা দিয়াছে, তিলক করিয়াছে,
আসে নাই হাতেতে ভক্তি-মহাধন।
দাড়ী-গোঁফ মুণ্ডন করি', সাধু সাজিয়া
দুনিয়ার সাথে সে করিছে গমন॥

টীকা। দুনিয়ার সাথে=দুনিয়ার সাধারণ লোকে যে ভাবে চলে সেই ভাবে, অর্থাৎ দুনিয়াদারী বা ব্যবসাদারী চালে।

জো বিভূতি সাধুন তজী, তেহি বিভূতি লপটায়।
জৌন বমন করি ডারিয়া, স্বান স্বাদি করি খায়॥ (কবীর।)

যে বিভূতি ত্যাগ করেন সাধুরা,
অসাধু তাঁহাই গায়েতে লাগায়—
বমন করিয়া ফেলা দ্রব্য যথা
কুকুর অতীব স্বাদু ভাবি' খায়॥

টীকা। বিভূতি—মায়া—মায়াজনিত বিলাসাদি।

চাল বকুলকি চলত হৈ, বহুরি কহাবৈ হংস।
তে মুক্তা কৈসে চুগৈ, পরে কালকে ফংস ॥ (কবীর।)

বকের চালে সদা হয় তার চলন,
হংস বলি' আবার দেয় পরিচয়।
মুকুতা সে কেমনে বাছিয়া খাবে বল?—
কালের ফাঁদে যায় পড়ি' সে নিশ্চয় ॥

বানা পহিরে সিংহকা, চলৈ ভেড়কী চাল।
বোলী বোলৈ স্যার কী, কুত্তা খায়া ফাল ॥ (কবীর।)

সাজ-সজ্জা করে সে সিংহের মত, কিন্তু
ভেড়ার মত তার চাল ও চলন।
শৃগালের ডাক সে ডাকিতে থাকে, আর
কুক্কুর করে তারে চিরিয়া ভক্ষণ ॥

বাত বনাই জগ ঠগা, মন পরমোধা নাহিঁ।
কবীর স্বারথ লে গয়া, লখ চৌরাসী মাহিঁ ॥ (কবীর।)

বচন-বিন্যাসে জগতে ঠকায়,
শুদ্ধ ও সরল নহে তার মন।
স্বার্থের পশরা বহিয়া বহিয়া,
চৌরাশী নরকে করে সে গমন ॥

ভেষ বনাবৈ ভক্তকা, নাহিঁ রামসে নেহ।
পল্টু পর-ধন হরনকো, বিশ্বা বেচৈ দেহ। (পল্টু।)

শ্রীরামে অনুরাগ কিছুই নাহি মনে,
ভক্তের বেশ কিন্তু করে সে ধারণ—
পর-ধন হরণ করিতে, বারনারী
বিক্রয় করে যথা শরীর আপন ॥

দুর্জ্জন দুষ্ট কঠোর অতি, তাকী জাতি ন এড়ি।
স্বান.পুছ সুধরৈ নহীঁ, অন্ত টেঢ় কি টেঢ়॥ (মলুকদাস।)

অতিশয় দুষ্ট কঠোর দুর্জ্জন,
কভু নাহি ছাড়ে স্বভাব তাহার।
কুকুরের পুচ্ছ সোজা নাহি হয়,
সোজা ক'রে দিলে বাঁকে আর বার॥

দাদূ দুধ পিলাইয়ে বিষধর বিষ করি লেই।
গুণকা অবগুণ করি লিয়া, তাহীঁকা দুখ দেই॥ (দাদূ।)

ভুজঙ্গে যদ্যপি দুধ খেতে দাও,
বিষাক্ত সে দুধ ক'রে সে যে নেয়।
গুণীর গুণেতে দোষ ধ'রে নিয়ে
দুষ্ট বড় দাগা তার প্রাণে দেয়॥

মূসা জলতা দেখ করি, দাদূ হংস দয়াল।
মানসরোবর লে চল্যা, পংখা কাটৈ কাল॥ (দাদূ।)

ইঁদুর আগুনে পু'ড়িছে দেখিযা,
হংস দয়া ক'রে তারে পিঠে নিল।
মানসরোবরে উড়ে যেতে, পথে
ইঁদুর তাহার ডানা কেটে দিল॥

অপকীরতি জগমে বঢ়ী, সব সির ডারৈ ধূর।
লাজ কধী আবৈ নহীঁ, সাঁচী কহৈ ন মূর॥ (তুলসী সাহেব।)

অপকীর্ত্তি বাড়ে ভবে অসাধুর,
সকল শিরে সে ধূলি নিক্ষেপয়,
আসল কথাটী কহেনা কখনো,
নাহি হয় তার লজ্জার উদয়॥

কুড় কুমতিমে গরক হৈ, ফরক ন মানৈ এক।
জো কোই অক্কিলকি কহৈ, উরঝৈ উলটি পরেত ॥ (তুলসী সাহেব।)

কারো সাথে নিজ প্রভেদ মানে না,
কুমতি-নিমগ্ন রহে নিরন্তর।
কহে যদি কেহ সুবুদ্ধির কথা,
শক্ত হ'যে পড়ে তাহারি উপর ॥

সাকটকা মুখ বিম্ব হৈ, নিকসত বচন ভুবঙ্গ।
তাকি ঔষধি মৌন হৈ, বিষ নহি ব্যাপৈ অঙ্গ ॥ (কবীর।)

পাষণ্ডের মুখ-বিবর হইতে
বচন-ভুজঙ্গ বিনির্গত হয।
মৌনই তাহার ঔষধ কেবল,
বিষ তাহে নাহি ব্যাপে দেহময় ॥

সাকট কহা ন কহি চলৈ, স্বান কহা নহি খায়।
জো কৌয়া মঠ হগি ভরৈ, তো মঠকা কহা নশায় ॥ (কবীর।)

পাষণ্ড কোথায় নাহি যায বল,
কুকুর কি নাহি করে বা ভক্ষন ?
কাক যদি মঠ হাগিয়া ভরায়,
ভাঙ্গে কি সে মঠ কেহ কদাচন ?

সাকট সঙ্গ ন বৈঠিয়ে, অপনো অঙ্গ লগায়।
তত্ত্ব শরীরা ঝরি পরৈ, পাপ রহৈ লপটায় ॥ (কবীর।)

পাষণ্ডের সঙ্গে বসিও না কভু,
অঙ্গ লাগাইয়া অঙ্গেতে তাহার।
বসিলে, ঝরিয়া যাবে তত্ত্ব-দেহ,
পাপ লেগে র'বে শরীরে তোমার ॥

সোরত সাধু জগাইয়ে, করৈ নামকো জাপ।
য়ে তীনো সোবত ভলে, সাকট সিংহ ক সাপ। (কবীর।)

ঘুমন্ত সাধুরে জাগাইয়া দাও,
নাম জপিতে সে হইবে তৎপর।
এ তিনের কিন্তু ঘুমানোই ভাল—
পাষণ্ড ও সিংহ আর বিষধর॥

খাস পহিরি সোহঙ্গ: ভয়া, দুঁনিয়া খাই খুঁদি।
যা সেরী সাধু গয়া, সো তো রাখি মূঁদি॥ (কবীর।)

বেশ-ভূষা করি' সাধু সাজি' দুষ্ট,
খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া এ দুনিয়া খায়।
যে পথে গমন করেন সাধুরা,
সে পথে সে কিন্তু ভুলেও না যায়॥

টীকা। খুঁড়িয়া ...খায়—লোকের নিকট হইতে নানা প্রকারে খাদ্যাদি আদায় করে—যেন খুঁড়িয়া বাহির করে।

দাঢী মূঁছ মুড়াইকে, হুয়া ঘোটম ঘোট।
মনকো ক্যোঁ নহিঁ মুড়িয়ে, জা মে ভরিয়া খোট॥ (কবীর।)

দাড়ি-গোঁফ মুণ্ডন করিয়া তো হ'য়েছ
চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে বেশ পরিষ্কার।
মনেরে কেন নাহি মুণ্ডন ক'রে দাও,
ভরা যার ভিতরে বিবিধ বিকার?

মূড় মুড়ায়ে হরি মিলে, সব কোই লেহি মুড়ায়।
বার বার কে মূড়নে, ভেড় বৈকুণ্ঠ ন জায়॥ (কবীর।)

মস্তক মুড়াইলে হরি যদি মিলিত,
মুড়াইত মস্তক সকলে ধরায়।
যদ্যপি বারবার মুড়ায় নিজ দেহ,
ভেড়া তবু কদাপি বৈকুণ্ঠে না যায়॥

কেশন কহা বিগারিয়া, জো মূড়ৌ সৌ বাব।
মনকো ক্যোঁ নহিঁ মুড়িয়ে, জামে বিষয় বিকার ॥ (কবীর।)

কেশ তব বল কি দোষ ক'রেছে,
মুণ্ডন করিছ তারে শতবার ?
মনেরে কেন না করিছ মুণ্ডন,
যার মাঝে ভরা বিষয়-বিকার ?

টীকা। মনেরে "মুণ্ডন—মনের বিকার নষ্ট করিয়া তাহাকে নির্ম্মল করিতেছ না কেন ?

মন মেবাসী মূড়িয়ে, কেশহিঁ মুড়ে কাহিঁ।
জো কুছ কিয়া সো মন কিয়া, কেশ কিয়া কছু নাহিঁ ॥ (কবীর।)

মনেরেই তুমি মুড়াইয়া দাও,
কেশ কেন খালি করিছ মুণ্ডন ?
যা' কিছু ক'রেছে, মনই ক'রেছে,
কেশ করেনিতো কিছু কদাচন।

টীকা। যা' কিছু—যাহা কিছু দোষ।

সাধু ও বীর।

স্থূরা সোই সরাহিয়ে, অঙ্গ ন পহিরৈ লোহ।
জূঝৈ সব বন্ধ খোলি কৈ, ছাড়ৈ তনকা মোহ॥ (কবীর।)

বীর তাহারেই বাখানিতে হয,
বর্ম্মে অঙ্গ নহে আচ্ছাদিত যার—
সকল বন্ধন খুলি' যেবা যুঝে
শরীরের মোহ করি' পরিহার॥

স্থূরা বহী সরাহিয়ে, বিন শিব লড়ত কবন্ধ।
লাক লাজ কুল কান কঁ, তোড়ি হোত হৈ নির্বন্ধ॥ (দয়াবাই।)

বাখানি তাহারে বীর বলি', যেবা
বিনা শিরে যুঝে কবন্ধ যেমন,
লোক-লজ্জা আর কুলের সঙ্কোচ
পরিহরি' যেবা হয নির্ব্বন্ধন॥

তীর তুপক সে জো লড়ৈ, সো তো স্থূর ন হোয়।
মায়া তজি ভক্তি করৈ, স্থূর কহাবৈ সোয়॥ (কবীর।)

তীর ও বন্দুক সহ যেবা যুঝে,
যথার্থ বীর তো সেইজন নয়।
মায়া তেযাগিয়া যে করে ভকতি,
বীর নাম দিতে তাহারেই হয়॥

সূবা এহ ন আখিয়ন, জো লড়নি দলাঁমেঁ জায়।
সূরে সোই নানকা, জো মন সু হুকম চালায়॥ (নানক।)

বীর নাম নহে তাহার, নানক,
সৈন্য-দলে মিলি' যুঝিতে যে যায়।
সেই বটে বীর, যেবা আপনার
মনের উপরে হুকুম চালায়॥

হিরদে জিনকে হরি বসৈ, সো জন কহিয়হি সূব।
কহী ন জাই নানকা, পূরি রহ্যা ভরপূর॥ (নানক।)

হৃদয়ে যাহার হরি বিরাজেন,
তাহারেই বটে বলা যায় শূর।
কহা নাহি যায় অবস্থা তাহার—
ত'ন্মে থাকে সে যে সদা ভরপূর॥

দাদূ পাথর পহিরি করি, সবকো জুঝন জাই।
অঙ্গি উঘাড়ে সূবিরাঁ, চোট মূঁহে মূঁহ খায়॥ (দাদূ।)

সকলেই পারে যুদ্ধ করিবারে
বর্ম্মে আবরিত করিয়া শরীর।
আচ্ছাদন যত খুলিয়া ফেলিয়া
অস্ত্রাঘাত খায় মুহুর্মুহু বীর॥

সূরা সোই সরাহিয়ে, জো জুঝে দল মন খোল।
কায়র কাদর বিচলৈ, মিলা না শব্দ অমোল॥ (দরিয়া-বিহারী।)

প্রাণ মন খুলি' যেবা যুদ্ধ করে,
তাহারেই বীর বলি বার বার।
ভীরু কাপুরুষ বিচলিত হয়—
অমূল্য শব্দ যে মিলে নাই তার॥

টীকা। শব্দ—সদ্গুরু-দত্ত মন্ত্র।

দরিয়া সো সূরা নহীঁ, নিজ দেঁহ করি চকচূর।
মনকো জীতি খড়া রহৈ, সো বলিহারী সূর ॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী।)

কহিছে দরিযা—সে নহেতো বীর,
দেহেরে যেজন করে চূরমার ;
মন জয় করি' খাড়া যেবা রহে,
বলিহারি আমি বীরত্ব তাহার ॥

শুনত নবস নীসানকুঁ, মনমে উঠত উমঙ্গ।
জ্ঞান গুরজ হথিয়ার গহি, করত যুদ্ধ অরি সঙ্গ ॥ (দয়াবাই।)

শুনিতে পাইযা ডঙ্কাব নিনাদ,
বীর-হৃদে উঠে আনন্দ-তুফান।
জ্ঞান-গদা করে করিয়া ধারণ,
অরিদল সাথে করে সে সংগ্রাম ॥

পল্টূ কফণী বাঁধি কৈ, খীঁচো সুরতি কমান।
সন্ত চঢ়ে ময়দান পর, তরকস বাঁধে জ্ঞান ॥ (পল্টূ।)

দৃঢরূপে স্বীয কপীন আঁটিয়া,
সুরতি-ধনুক করি' আকর্ষণ,
চোখা জ্ঞান-তীরে ভরিযা তূনীর,
সন্ত রণভূমে করে যে গমন ॥

জো পগ ধরত সো দৃঢ় ধরত, পগ পাছে নাহি দেত।
অহঙ্কারকুঁ মার করি, রাম রূপ যশ লেত ॥ (দয়াবাই।)

পা যেখানে দেয়, দৃঢ ক'রে দেয়—
পাছে নাহি দেয পা সে একবার।
রাম-রূপ যশ লভে অবশেষে,
গদাঘাতে বধ করি' অহঙ্কাব ॥

টীকা। রাম রূপ যশ—রামই তাহার যশের স্বরূপ, রামকে লাভ করিলেই তাহার যশোলাভ হইল। যশ শব্দের অর্থ পুরস্কারও হইতে পারে।

আপ মরন ভয় দূর করি, মারত রিপুকোঁ জায়।
মহা মোহ দল দলন করি, রহৈ স্বরূপ সমায়॥ (দয়াবাই।)

মরণের ভয় করি' পরিহার
রিপু বধিবারে হয় আগুয়ান,
মহামোহ-দল দলন করি' সে
আপন স্বরূপে করে অবস্থান॥

সূবা সম্মুখ সমরমে, ঘায়ল হোত নিসঙ্ক।
য়োঁ সাধু সংসারমে, জগকে সহৈ কলঙ্ক॥ (দয়াবাই।)

সম্মুখ-সমরে যুঝি' বীরগণ
আহত হইতে নিঃশঙ্ক-হৃদয়।
তেমতি যে সাধু হয় এ সংসারে,
জগতের বহু কলঙ্ক সে সয়॥

বখতর পহিরে প্রেমকা, ঘোড়া হৈ গুরুজ্ঞান।
পল্টু সুরতি কমান লৈ, জীতি চলে মৈদান॥ (পল্টু।)

প্রেম-বর্ম্মে স্বীয় দেহ আবরিয়া
গুরুজ্ঞান-অশ্বে করি' আরোহণ,
সুবুদ্ধি-ধনুক সহ যুদ্ধ করি'
রণক্ষেত্র জিনি' করে সে গমন॥

সূর চঢৈ সংগ্রামকো, মনমে শঙ্কা ন কোয়।
আপা অরপৈ রামকো, হোনী হোয় সো হোয়॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী।)

সংগ্রামে লাগিয়া যায় বীরগণ,
শঙ্কা তাহাদের মনে কিছু নাই।
শ্রীরামে অর্পণ করে অহঙ্কার—
হইবার যাহা হইবে তাহাই॥

গগন দমামা বাজিয়া, পড়ত নিসানে চোট।
কায়র ভাগৈ কছু নহিঁ, সূরা ভাগৈ খোট॥ (কবীর।)

উঠিল গগনে দামামার রোল,
রণভূমে ঘন ঘা পড়ে ডঙ্কায়।
কিছু নয় পলাইলে কাপুরুষ,
বীর পলাইলে বড় দোষ হয়॥

গগন দমামা বাজিয়া, পড়ত নিসানে ঘাব।
খেত পুকাবৈ সূরমা, অব লড়নেকা দাব॥ (কবীর।)

গগনে উঠিল দামামার বোল,
ডঙ্কার নিনাদ হয় ঘোরতর।
রণভূমে আসি' ফুকারিছে বীর—
"যুঝিবার এই শুভ অবসর।"

গগন দমামা বাজিয়া, হনহনিয়াকে কান।
সূরা বরৈ বধাবনা, কায়ব তজৈ পরান॥ (কবীর।)

দামামার রোল উঠিল গগনে,
যোদ্ধা সকলের কানে তা' পশিল।
মহা হর্ষে বীর রণ-সাজে সাজে,
ভয়েতে ভীরুর পরাণ উড়িল॥

সূর ন জানৈ কায়রী, সূরাতনসে হেত।
পুরজা পুরজা হৈ পড়ৈ, তহু ন ছাড়ৈ খেত॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী।)

বীর নাহি জানে ভীরুতা, তাহার
বীরত্বের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ।
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে পড়ে যদি দেহ,
তবু রণভূমি করে না সে ত্যাগ॥

সূরা সোই সরাহিয়ে, লড়ে ধনীকি হেত।
পুরজা পুরজা হোই রহৈ, তউ ন ছাড়ৈ খেঁত ॥ (কবীর।)

বীরত্ব তাহারি বাখানিতে হয়,
যুদ্ধ করে যেবা প্রভুর কারণ,
খণ্ড খণ্ড দেহ হ'লেও, যে নাহি
রণভূমি হ'তে করে পলায়ন ॥

খেত ন ছাড়ৈ সূরমা, জঝৈ দো দল মাহিঁ ।
আশা জীবন মরণ কী, মনমে আনৈ নাহিঁ ॥ (কবীর।)

বীর নাহি ছাড়ে রণভূমি, থাকি'
দু'দলের মাঝে যুঝিবারে রয়,
ক্ষণেকের তরে মনেতে আনে না
জীবনের আশা মরণের ভয় ॥

কবীর রণমেঁ পৈঠিকে, পীছে রহৈ ন সূর।
সাঁইকে সনমুখ ভয়া, রহসী সদা হজুর ॥ (কবীর।)

রণভূমি মাঝে প্রবেশিয়া বীর
পড়িয়া থাকেনা পাছে কদাচন।
প্রভুর সম্মুখে গমন করিয়া
সে তথা হাজির রহে সর্ব্বক্ষণ ॥

কায়র কাম ন আবই, য়হ সূরেকা খেত।
তন মন সৌঁপৈ রামকোঁ, দাদূ সীস সহেত ॥ (দাদূ।)

বীরের লাগিয়া এই রণভূমি,
কাপুরুষ কাজে না লাগে হেথায়।
শির সহ হেথা শরীর ও মন
সমর্পিতে হয় শ্রীরামের পায় ॥

সূবাকে মৈদানমে, কায়র ফন্দা আয়।
না ভাগৈ না লড়ি শকৈ, মনহীঁ মন পছিতায়॥ (কবীর।)

বীর সকলের রণভূমে আসি'
কাপুরুষ মহা ফাঁদে প'ড়ে যায়।
নারে পলাইতে, না পারে যুঝিতে,
ভরে তার মন অনুশোচনায়॥

তীব তুপক বরছী বহৈ, বিগসি জায়গা চাম।
সূরাকে মৈদানমে, কায়রকা ক্যা কাম॥ (কবীর।)

তীর-গোলা-গুলি-বৃষ্টি হবে যবে,
ছিন্ন ভিন্ন হবে চর্ম্মাদি তখন।
বীরেদের এই রণভূমি মাঝে
কাপুরুষ আসি' কিবা প্রয়োজন?

সূবাকে মৈদানমে, কায়বকা ক্যা কাম।
সূবাসে সূরা মিলৈ, তব পূবা সংগ্রাম॥ (কবীর।)

বীরেদের এই রণভূমি মাঝে
কাপুরুষ আসি' কিবা প্রযোজন?
বীর পায় যদি প্রতিযোদ্ধা বীর,
তবেই তো হয় পরিপূর্ণ রণ॥

কায়র সেবী তাকবৈ, সূরা মাড়ৈ পাঁব।
সীস জীব দোউ দিয়া, পীঠ ন আয়া ঘাব॥ (কবীর।)

দৃঢ় পদ বীর রাখে বণভূমে,
কাপুরুষ খোঁজে পথ পালাবার।
জীবন ও শির দুই দেছে বীর,
পৃষ্ঠে অস্ত্র-লেখা হয় নাই তার॥

কায়র কম্পৈ দেখ করি, সাধুকা সংগ্রাম।
শীষ উতারৈ ভূঁই ধরৈ, জব পাবৈ নিজ ধাম॥ (দয়াবাই।)

কাপুরুষগণ কাঁপে থর থর
দর্শন করিযা সাধুব সংগ্রাম।
আপন মস্তক কাটি' ভূমে রাখি'
তবে লাভ করে সাধু নিজ ধাম॥

ভাজি কহাঁ লৌঁ জাইয়ে, ভয় ভারী ঘব দূর।
বহুরি কবীবা খেত রহু, দল আয়া ভবপূব॥ (কবীব।)

পলাইযা তুমি কতদূর যাবে?--
পথে ভয় ভারি, ঘর বড দূর।
ফিরি' রণভূমে রহ রে কবীবা।
এসেছে যোদ্ধার দল ভরপূর॥

সদ্‌গুরু সবহী তেগ হৈ, লাগত দো করি দেহি।
পীঠ ফেবি কায়র ভাগৈ, সূবা সন্মুখ চলাহি॥ (চরণদাস।)

সদ্‌গুরু হ'ন শব্দ-তববার,
যাহাতে লাগেন দ্বিখণ্ড তা' হয।
কাপুরুষ করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন,
সম্মুখে আঘাত বীর তার লয॥

সাধ সতী ঔ সূরমা, ইনকা বাত অগাধ।
আশা ছোড়ৈ দেহকা, তিনমে অধিকো সাধ॥ (কবীর।)

সাধু আর সতী আর বীরগণ,
ইহাদের কথা কহনে না যায়।
দেহ-আশা এরা দিয়াছে ছাড়িয়া,
এ তিনের শ্রেষ্ঠ সাধু মহিমায়॥

সাধ সতী ঔ সুরমা, জ্ঞানী ঔ গজদন্ত।
এতে নিকসি ন বাহুরে, জো জুগ জাহিঁ অনন্ত॥ (কবীর।)

সাধু আর সতী, আর যেবা বীর,
গজদন্ত আর তত্ত্বজ্ঞানী জন,
বাহির হইলে ইহারা না ফিরে,
চ'লে যায় যদি যুগ অগণন॥

সাধ সতী ঔ সুরমা, ইন পটতর কোই নাহি।
অগম পন্থকো পগ ধরৈ, ডিগৈঁ তো ঠাহর নাহিঁ॥ (কবীর।)

সাধু আর সতী আর বীর, কেহ
ইহাদের তুল্য দেখিতে না পাই।
দুর্গম পথেতে পা ইহারা দেয়,
স্খলিত হইলে আর রক্ষা নাই॥

লড়নেকো সবহি চলে, সস্তর বাঁধি অনেক।
সাহিব আগে আপনে, জুঝৈগা কোই এক॥ (কবীর।)

অস্ত্র-শস্ত্র বাঁধি' অনেক প্রকার
যুদ্ধ করিবারে সকলেই যায়।
সম্মুখে রাখিয়া প্রভুরে আপন,
যুঝে বীর কেহ কচিৎ ধরায়॥

কবীর ঘোড়া প্রেমকা, কোই চৈতন চঢি অসবার।
জ্ঞান খড়গ লৈ কাল শির, ভলী মচাই মার॥ (কবীর।)

হে কবীর! যদি প্রেম-অশ্বোপরি
জীবের চৈতন্য করে আরোহণ,
জ্ঞান-খড়গ দিয়ে কালের মাথায়
সজোরে আঘাত করে সে তখন॥

টীকা। "কালী নামের মারবো বাড়ি, ভাঙ্গবো যমের মাথার খুলি।"—রামপ্রসাদ সেন।

সাঁই সেঁতি ন পাইয়ে, বাতন মিলৈ ন কোয়।
কবীর সৌদা নামকা, শির বিন কবহুঁ ন হোয়॥ (কবীর।)

অমনি অমনি মুখের কথায়
প্রভুরে লভিতে কারো সাধ্য নয়।
এ ধরার সার নামের বাজার
শির-মূল্য ছাড়া কভু নাহি হয়।

টীকা। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য," "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

শির রাখে শির যাত হৈ, শির কাটে শির সোয়।
জৈসে বাতী দীপকী, কটি উজিয়ারা হোয়॥ (কবীর)

শির রাখিলেই চ'লে যায় শির,
কাটিলে হয় তা যথার্থ সুসার—
যথা প্রদীপের সলিতা কাটিলে
উজল হইয়া উঠে আলো তার॥

কবীর তোড়া মান গঢ়, পকড়ে পাঁচো স্বান।
জ্ঞান কুহাড়া কর্ম্ম বন, কাটি কিয়া মৈদান॥ (কবীর।)

মহা মান-দুর্গ ভেঙ্গেছে কবীর,
ধ'রেছে কুকুর পঞ্চ বলবান।
জ্ঞানের কুঠারে কাটি' কর্ম্ম-বন,
ক'রেছে সে তথা খোলা ময়দান॥

কবীর তোড়া মান গঢ়, মারে পাঁচ গনীম।
সীস নবায়ো ধনীকো, সাজী বড়ী মুহীম॥ (কবীর।)

দৃঢ় মান-দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া,
পঞ্চ মহা রিপু বধিল কবীর
বহু যুদ্ধ করি' নমিত করিল
প্রভুর চরণে আপনার শির॥

সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ।

বিনু সৎসঙ্গ ন হরিকথা, ত্যাহি বিনু মোহ ন ভাগ।
মোহ গয়ে বিনু রামপদে, ন হোয় দৃঢ় অনুরাগ॥ (তুলসীদাস।)

সৎসঙ্গ বিনা না মিলে হরিকথা,
হরিকথা বিনা মোহ নাহি যায়
মোহ নাহি গেলে, রামপদে হিয়া
দৃঢ় অনুরাগ কভু নাহি পায়॥

এক ঘড়ি আধি ঘড়ি, আধিহুমে আধ।
তুলসী। সঙ্গত সন্তকি, হরে কোট অপরাধ॥ (তুলসীসাহেব।)

এক ঘড়ি, কিম্বা আধ ঘড়ি, কিম্বা
আর্দ্ধেক ঘড়িরও আধ,
করিলে, তুলসী, সাধুসঙ্গ, তায়
যায় রে কোটি অপরাধ॥

সাধু জননো সঙ্গ জো করিয়ে, চঢ়েতে চৌগুণো রঙ্গরে।
সাকট জননো সঙ্গ ন করিয়ে, পড়ে ভজনমে ভঙ্গরে॥ (মীরাবাই।)

যেইজন করে সাধুজন-সঙ্গ,
চারি-গুণ রঙ্গ হয় হৃদে তার।
অভক্তের সঙ্গ করিওনা, তাহে
ভজনেতে ভঙ্গ পড়ে অনিবার॥

টীকা। রঙ্গ = আনন্দ, প্রেম।

জো পল দরশন সাধুকা, তা পলকী বলিহারি।
সত নাম রসনা বসৈ, লীজৈ জনম সুধারি॥ (কবীর।)

বলিহারি শুভ সে পলের কথা,
যেই পলে হয় সাধু-দরশন।
সে পলে জিহ্বায় বসে সত্য-নাম,
জীবনেরে তাহা করে সংশোধন॥

তে দিন গয়ে অকারথী, সঙ্গতি ভই ন সন্ত।
প্রেম বিনা পশু জীবনা, ভক্তি বিনা ভগবন্ত॥ (কবীর।)

সে দিন চলিযা যায় অকারণ,
যেই দিনে নাহি সাধুসঙ্গ হয়।
প্রেম-ভক্তি নাহি হ'লে ভগবানে,
নর-পশু-জন্মে ভেদ নাহি রয়॥

সাধ মিলৈ তব উপজৈ, হিরদে হরিকা হেত।
দাদূ সঙ্গতি সাধকী, কৃপা করৈ তব দেত॥ (দাদূ।)

সাধু মিলে যবে, উপজে তখন
হৃদয়ে হরির প্রতি প্রেম-ভাব।
শ্রীহরির কৃপা হ'লে পরে, দাদূ!
সাধুর সঙ্গতি করা যায় লাভ॥

দর দরবারী সাধ হৈঁ, উনসে সব কুছ হোয়।
তুরন্ত মিলাবৈঁ নামসে, উন্‌হৈ মিলৈ জো কোয়॥ (তুলসীসাহেব।)

প্রভুর যে দরবার, সাধু তাহে দরবারী,
সাধু হ'তে শ্রেয়োলাভ হয় সমুদয়।
সত্বর তাহারে তিনি মিলাইয়া দেন নাম,
যদি কেহ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়॥

সন্ত শরণ জো জীব বহৈ, গহৈ জো ইনকী বাঁহ।
থাহ বতাবৈ সমুঁদকী, বল্লী ভবজল মাহিঁ ॥ (তুলসীসাহেব।)

সাধুর শরণাগত হ'যে থাকে যেই জীব,
তাঁর বাহু-সমাশ্রিত হয যেই জন,
সমুদ্রের পার-ঘাটা দেখান তাহারে তিনি,
লগি দেন ভবজলে তরণী-বাহন ॥

টীকা। লগি . বাহন—ভবপারাবারে নৌকা চালাইবার জন্য লগি প্রদান করেন।

তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ, ধরিয় তুলা এক অঙ্গ।
তুলে ন তাহি সকল মিলি, জো সুখ লব সতসঙ্গ ॥ (তুলসীদাস।)

স্বর্গে অপবর্গে যত আছে সুখ,
সাধুসঙ্গ-সুখ ক্ষণেকের আর—
দুইদিকে রাখি' ওজন করিলে,
সাধুসঙ্গ-সুখ হয় গুরু-ভার ॥

অসন বসন সুত নারী সুখ, পাপিহোক ঘর হোই।
সন্ত সমাগম রাম ধন, তুলসী দুরলভ দোই ॥ (তুলসীদাস।)

অশন-বসন-দারাসুত-সুখ
পাপীর ঘরেও রহে সমুদয়।
সাধু-সমাগম আর রাম-ধন
অতীব দুর্লভ এই সুখদ্বয়।

কবীর সঙ্গত সাধকী, জ্যোঁ গন্ধীকা বাস।
জ্যো কছু গন্ধী দে নহীঁ, তৌ ভী বাস সুবাস ॥ (কবীর।)

সাধুজন-সঙ্গ হয হেন বস্তু,
যেইমত হয় সুগন্ধি-নির্য্যাস।
যার কিছু গন্ধ একেবারে নাই,
তা' হ'তেও করে নির্গত সুবাস ॥

কবীর সঙ্গত সাধকী, হরৈ ঔরকী ব্যাধি।
সঙ্গ বুরী অসাধকী, আটো পহর উপাধি॥ (কবীর।)

সাধুসঙ্গ দেয় বিনষ্ট করিয়া
সমূলে লোকের আধি-ব্যাধি সব।
অসাধু-সঙ্গতি মন্দ অতিশয়,
অষ্ট প্রহরই আনে উপদ্রব॥

সহজী সঙ্গত সাধকী, ছুটৈ সকল বিয়াধ।
দুর্মতি পাপ রহৈ নহীঁ, লাগৈ রঙ্গ অগাধ॥ (সহজীবাই।)

সাধুজন-সঙ্গতি হ'লে পরে লোকের
বিনষ্ট হয় ব্যাধি সকল প্রকার।
দুর্ম্মতি-পাপ তার রহিতে নারে আর,
আনন্দ হয় তার অগাধ অপার॥

কোটি যজ্ঞ ব্রত নেম তিথি, সাধসঙ্গমে হোয়।
বিষয় ব্যাধি সব মিটত হৈ, শান্তি রূপ সুখ জোয়॥ (দয়াবাই।)

কোটি যজ্ঞ ব্রত তিথিনিয়মাদি
সাধুসঙ্গ মাঝে রহে সমুদয়।
সাধুসঙ্গে যায় বিষয়ের ব্যাধি,
হয় শান্তিরূপ সুখের উদয়॥

সন্তনকী সাখী সভী, দেত জুগন জুগ জ্ঞান।
সতসঙ্গ করকে বুঝ লে, কবত সভী পরমান॥ (তুলসীসাহেব।)

সাধুসন্তদের সাখী সমুদয়
যুগে যুগে জীবে করে জ্ঞান দান
সাধু সঙ্গ করি' বুঝিয়া লহ তা'
হাতে হাতে সব পাইবে প্রমাণ॥

টীকা। সাখী—বাণী, সাক্ষ্য।

পল্টু তীরথকো চলা, বীচে মিলিগৈ সন্ত।
এক মুক্তিকে খোজতে, মিলি গই মুক্তি অনন্ত॥ (পল্টু।)

পল্টু চ'লেছিল তীর্থে যাইবারে,
সাধুসঙ্গ পথে মিলে গেল তার—
একটী মুক্তির অন্বেষণে যেতে,
অনন্ত মুক্তির পেলে অধিকার॥

সহজী সঙ্গত সাধকী, কাগা হংস হো যায়।
তজিকে ভচ্ছ অভচ্ছ কুঁ, মোতী চুগি চুগি খায়॥ (সহজীবাই।)

লাভ যদি করে সাধুজন-সঙ্গ,
কাক ও তা' হ'লে হংস হ'যে যায়।
অখাদ্য-ভক্ষণ ছাড়ি' সে তখন
মনোসুখে মুক্তা বাছি' বাছি' খায়॥

দরিয়া ছুরী কসাবকী, পারশ পরশৈ আয়।
লোহ পলট কঞ্চন ভয়া, আমিষ ভখা ন যায়॥ (দরিয়া-মাড়ায়ারী।)

ওরে রে দরিয়া! কসায়ের ছুরী
স্পর্শমণি যদি করে পরশন,
লৌহ তার যায় কাঞ্চন হইযা—
মাংস আর তাহে কাটে না তখন॥

সজ্জন বাঁচ' ওয়ে কষ্টসে, নিরন্তর রহৈ সাথ।
নৈন সহায় যো পলক, দেহ সহাই হাত॥ (অজ্ঞাত।)

সজ্জন বাঁচান কষ্ট হ'তে তারে,
যেবা তাঁর সাথে বসে নিরন্তর—
আঁখির সহায় পলক যেমন,
দেহের সহায় যেইমত কর॥

টীকা। পলক—চক্ষের পাতা।

কোই ত তন-মন দুখী, কোই চিত উদাস।
এক এক দুখ সবনকো, সুখী সন্তকো দাস॥ (অজ্ঞাত।)

তনুমন-দুঃখে দুঃখী কেহ কেহ,
কাহারো বা চিত্ত ব্যাকুল-উদাস।
এক এক দুঃখ সকলেরি আছে,
সদা সুখী শুধু সাধুদের দাস॥

সন্ত বড়ে পরমারথী, শীতল উন্‌কি অং।
তপন বুঝাওত আউরকো, ধরাওত আপনা রং॥ (অজ্ঞাত।)

পরম ধার্ম্মিক হ'ন সাধু, তাঁহার
তনু-মন-বচন সকলি শীতল।
লোকের ত্রিতাপ হরিয়া, তাহাদেরে
নিজ রং ধরাইয়া করেন উজল॥

টীকা। নিজ রং ধরাইয়া — আপনার মত করিয়া, আপনার আলোকে আলোকিত করিয়া।

সদ্‌গুরু সম কৈ সঙ্গ নহিঁ, সাধু সম নহিঁ জাতি।
হরি সম নহিঁ হিত কৈ, হরিজন সম নহিঁ পাঁতি॥ (কবীর।)

সঙ্গ নাহি সম সদ্‌গুরু-সঙ্গ,
নাহিক জাতি আর সাধুর সমান।
হরি সম নাহি হিতকারী আর,
হরিজন-সমাজ সমাজ-প্রধান॥

টীকা। হরিজন সমাজ—হরিভক্তগণের সমাজ।

জো আবৈ সতসঙ্গমেঁ, জাতি বরন কুল খোয়।
সহজো মৈল কুচৈল জল, মিলৈ স গঙ্গা হোয়॥ (সহজোবাই।)

সাধুর সমাজে প্রবেশে যেজন,
জাতি বর্ণ-কুল সেজন হারায়।
সহজো! মলিন অপবিত্র জল
গঙ্গাজল হয় পড়িলে গঙ্গায়॥

কবীর খাই কোটকী, পানী পিবৈ ন কোয়।
জাই মিলৈ যব গঙ্গসে, সব গঙ্গোদক হোয়॥ (কবীর।)

দোষ-যুক্ত জল খাল ও নালার,
পান কেহ তা' না করে কদাচন।
কিন্তু তারা যবে গঙ্গা সহ মিলে,
গঙ্গোদক হয় সকলি তখন॥

কবীর মন পঞ্চী ভয়া, ভাবৈঁ তহবাঁ যায়।
জো জৈসী সঙ্গতি করৈ, সো তৈসা ফল খায়॥ (কবীর।)

হে কবীর। মন পাখীর মতন
যথা ইচ্ছা তথা উড়ে চ'লে যায়।
যেজন যেমন সঙ্গ করে গিয়ে,
ফলও তেমনি সেইজন খায়॥

গুণ সঙ্গতি গুরু হোই সো, লঘু সঙ্গতি লঘু নাম।
চার পদারথসে গনৈ, নরক দ্বারহু কাম॥ (তুলসীদাস।)

গুণীর সহবাসে উন্নতি হ'য়ে থাকে,
চতুর্ব্বর্গ ফলও লাভ করা যায়।
নীচ সঙ্গ করে যে, নীচতাই পায় সে,
নীচতা তারে শেষে নরক মিলায়॥

বসি কুসঙ্গ গহ সুজনতা, তাকী আশা নিরাশ।
তীরথহুকো নাম ভো, গয়ামাহকে পাশ॥ (তুলসীদাস।)

কুসঙ্গ করিলে, সুজনতা ঘুচে,
আশা ও ভরসা ডুবে নিরাশায়।
গয়ার নিকটে যেই সব স্থান,
তাহারাও কিন্তু তীর্থ নাম পায়॥

টীকা। সুজনতা ঘুচে—সুজন দুর্জ্জনে পরিণত হয়, অথবা দুর্জ্জন বলিয়া গণ্য হয়। গয়ার নিকটে পায়—সাধুসহবাসে কুজন সুজনে পরিণত অথবা সুজন বলিয়া গণ্য হয়, যেমন গয়ার নিকটস্থ স্থানও তীর্থমধ্যে পরিগণিত হয়।

সাকট সঙ্গ ন কিজিয়ে, দূবহি যাইয়ে ভাগ।
বাস কর ন পর্শিয়ে তঁও, কুছ না লাগে দাগ॥ (কবীর।)

সঙ্গ পাষণ্ডের কভু না করিবে,
তাহা হ'তে দূরে কর পলায়ন।
যদি হয় কাছে থাকিতে, ছুঁয়ো না,
লাগিবে না তবে দাগ কদাচন॥

ত্যজ মন হরিবিমুখনকী সঙ্গ।
যাকে সঙ্গ কুমতি উপজত হৈঁ, কবত ভজনমে ভঙ্গ॥
কাগহি কহি কর্পূর খিলায়ে, কুকুর নহায়ে গঙ্গ।
খরকো কহি অগরজলেপন, মবকট ভূষণ অঙ্গ॥
সুমতি সুসঙ্গতি তিনহি ন ভাবত, পিয়ত রিপ বাস ভঙ্গ।
সুরদাস প্রভু গুরু কমবিয়া, চঢত ন দুজো রঙ্গ॥ (সুরদাস।)

শ্রীহরি-বিমুখ যাহারা, সতত
সঙ্গ তাহাদের ত্যজ তুমি মন।
তাহাদের সঙ্গে কুমতি উপজে,
ভঙ্গ ক'রে দেয় তাহারা ভজন॥
কি হবে কাকেরে কর্পূর খাওয়ালে,
কুকুরে গঙ্গায় করাইলে স্নান?
কি হবে গর্দ্দভে অগুরু মাখা'লে,
মর্কটে করা'লে সাজ পরিধান?
সুসঙ্গ সুমতি তাহারা চাহে না,
বিষয়ী-কুরস-পানে তারা ভোর।
প্রভু গুরু বিনা দ্বিতীয় ভাবনা
যেন, সুরদাস, নাহি রহে তোর॥

আঁখো দেখা ঘি ভলা, মুখ মেল না তেল।
সাধুসো ঝগড়া ভলা, নাহি সাকিতসে মেল॥ (কবীর।)

বরং ভাল ঘৃত শুধু চোখে দেখা,
তেল খাওয়া তবু ভাল নাহি হয়।
সাধু সহ বরং বিবাদ উত্তম,
পাষণ্ড সহ তবু মিল ভাল নয়॥

কবীর সঙ্গত সাধকী, জৌকী ভূসী খায়।
খীর খাঁড ভোজন মিলৈ, সাকট সঙ্গ ন জায়॥ (কবীর।)

সাধু-সঙ্গে বাস করিয়া, কবীর।
যবের ভুসিও উত্তম আহার।
পাষণ্ডের সঙ্গ করিও না কভু
ক্ষীর চিনি আদি পেলেও খাবার॥

মন মঞ্জন হরদম করো, বৈঠ সভা সৎসং।
যো সৎ চাহ সোই করো, সদ্গুরুকে পরসং॥ (কবীর।)

বসিয়া সজ্জন-সমাজে সতত
মার্জ্জন করহ আপনার মন।
সৎ যাহা দেখ সেই কাজ কর,
সদ্গুরু-গুণ গাহ অনুক্ষণ॥

সত সঙ্গতিমে যাই যাইকে, মনকো কীজৈ শুদ্ধ।
পল্টু উহাঁ ন যাইয়ে, জহাঁ উপজি কুবুদ্ধ॥ (পল্টু।)

সজ্জন-সমাজে গিয়া বারবার,
শুদ্ধ ক'রে লও আপনার মন।
যেখানে যাইলে কুবুদ্ধি উপজে,
সেইখানে কভু ক'রোনা গমন॥

সঙ্গতিসে সুখ উপজৈ, কুসঙ্গতিসে দুখঁ জোয় ।
কহৈ কবীর তহঁ জাইয়ে, সাধু সঙ্গ জহঁ হোয় ॥ (কবীর ।)

সুসঙ্গতি হ'তে হয় সুখোদয়,
কুসঙ্গতি মহা দুঃখের কারণ ।
সাধুসঙ্গ যথা করা যায় লাভ,
সেইখানে তুমি করহ গমন ॥

জিন্‌হ মিলতে সুখ উপজৈ, মেটৈ কোটি উপাধ ।
ভুবন চতুরদশ ঢুঁঢিয়ে, পরম সনেহী সাধ ॥ (গরীবদাস ।)

যাঁহারে লভিলে সুখ উপজয়,
উপদ্রব নষ্ট হয় অগণন,
সেই মহাস্নেহী সাধুর লাগিয়া
চতুর্দ্দশ লোক কর অন্বেষণ ॥

টীকা। মহাস্নেহী—অতিশয় স্নেহযুক্ত ।

সঙ্গতি কীজৈ সন্তকী, জিনকা পূরা মন ।
অনতোলে হী দেত হৈ, নাম সরীখা ধন ॥ (কবীর ।)

সাধুদের সঙ্গতি কর তুমি সতত,
সম্পূর্ণ যাঁহাদের হইয়াছে মন ।
ওজন না করিযা করেন দান তাঁরা
নামের মত ধন চির অতুলন ॥

পল্টু পাবে খসম জো, রহৈ সন্তকা খেড় ।
নাচনকো ঢঙ্গ নাহি হৈ, কহতী আঙ্গন টেড় ॥ (পল্টু ।)

প্রিয়তমে পাইতে প্রাণ চায় যাহার,
সাধুর সমাজে সে সদা যেন রয় ।
নাচিবার কৌশল যে না জানে কেমন,
উঠান বাঁকা—খালি এ কথা সে কয় ।

কথা কীরতন করনকী, যাকে নিসিদিন রীত।
কহে কবীর ওয়া দাসসে, নিশ্চয় কিজৈ প্রীত॥ (কবীর।)
দিবা ও বিভাবরী হরিকথা-কীর্ত্তন
রীতি-নীতি যাহার হয়, সুনিশ্চয়—
কবীর কহিতেছে— সে হরিদাস সহ
ক'রো তুমি সতত প্রীতি-বিনিময়॥

কবীর তা সে সঙ্গ করু, জো রে ভজৈ সতনাম।
রাজা রানা ছত্রপতি, নাম বিনা বেকাম॥ (কবীর।)
তাঁর সঙ্গ তুমি কর, রে কবীর।
সত্য-নাম যিনি করেন ভজন।
রাজা আর রাণা আর ছত্রপতি,
নাম বিনা ব্যর্থ তাদের জীবন॥

কথা কীর্ত্তন ছোড় কর, করে যো আওর উপাও।
কহে কবীর তা সাধকে, পাশ কোই মৎ যাও॥ (কবীর।)
যেজন পরিহরি' হরিকথা-কীর্ত্তন,
করিয়া থাকে অন্য উপায় গ্রহণ,
কহিতেছে কবীর, সে সাধুর নিকটে
কখনও কেহ না করিও গমন॥

টীকা। সাধুর—সাধুনামধারীর।

বিগরী জন্ম অনেককি, সুধরৈ অবহিঁ আজু।
সো হি রামকি নাম জপু, তুলসী ত্যজি কুসমাজু॥ (তুলসীদাস।)
অনেকের ব্যর্থ জন্ম যা' সত্বই
দেয় রে সফল করিয়া,
সেই রাম নাম জপহ, তুলসী!
কুসঙ্গ সতত ত্যজিয়া॥

কথা কীরতন রাত দিন, যাকে উত্থম এহ।
কহে কবীর তা সাধকী, হম চরনন খেহ॥ (কবীর।)

দিবা ও বিভাবরী হরিকথা-কীর্ত্তন
উত্থম যে সাধুর হয অনিবার,
কবীর কহিতেছে, তাঁহাব চরণের
ধূলা হ'যে থাকিতে বাসনা আমার॥

বন্ধেকো বন্ধা মিলৈ, ছুটৈ কোন উপায়।
কর সঙ্গতি নিরবন্ধকী, পলমে লেই ছুড়ায়॥ (কবীব।)

আবদ্ধ জীবের আবদ্ধ মিলিলে,
মুক্তি পাইবার কি হবে উপায়?
বন্ধনহীনেব সঙ্গতি করহ,
মুহূর্ত্তে ল'বেন ছাড়া'যে তোমায়॥

জা সুখকো মুনিবর বটৈ, সুর নর করৈ বিলাপ।
সো সুখ সহজৈ পাইয়ে, সন্তন সেবত আপ॥ (কবীর।)

যে সুখের কথা ক'ন মুনিবর বারবার,
বিলাপ করেন সদা যার লাগি সুর নর,
সে সুখ সহজে লাভ যদ্যপি করিতে চাও,
সাধুসন্তদের সেবা কর তুমি নিরন্তর॥

মথুরা ভাবৈ দ্বারিকা, ভাবৈ জা জগন্নাথ।
সাধ সঙ্গতি হরি ভজন বিনু, কছু ন আবৈ হাথ॥ (কবীব।)

মথুরাই যাও, দ্বাবকা বেড়াও,
আর ঘুরে আস তুমি জগন্নাথ,
সাধু-সঙ্গ আর শ্রীহরি-ভজন
বিনা কিছু তব পাইবে না হাত॥

কোটি কোটি তীরথ করৈ, কোটি কোটি করৈ ধাম।
জব লগি সন্ত ন সেবই, তব লগি সরৈ ন কাম॥ (কবীর।)

কোটি কোটি তীর্থ যেইজন করে,
বিচরণ করে কোটি কোটি ধাম,
সাধু-সেবা সে না করে যতদিন,
ততদিন তার নাহি যায় কাম॥

কলি কেবল সংসারমে, ঔর ন কোউ উপায়।
সাধ সঙ্গ হরি নাম বিন, মনকী তপন ন জায়॥ (দয়াবাই।)

কলি ব্যাপিয়াছে সকল সংসার,
তরিবার আর নাহিক উপায়।
সাধু-সঙ্গ আর হরিনাম বিনা
মনস্তাপ আর কিছুতে না যায়॥

সন্ত চরনসেঁ জাইকে, শীস চঢায়ো রেণু।
ভীখা রেণুকে লাগতে, গগন বজায়ো বেনু॥ (ভীখা।)

সাধুর চরণ-সমীপে যাইয়া
শিরে পদরেণু করহ গ্রহণ।
সে মহিমাময় রেণুর লাগিয়া
বেনু বাজাইছে সতত গগণ॥

সকল সন্তক রেনু লৈ, গোলা গোল বনায়।
প্রেম প্রীতি ঘসি তাহিকো, অঙ্গ বিভূতি লগায়॥ (ভীখা।

সকল সাধুর পদরেণু ল'য়ে
গোল গোলা এক করহ গঠন।
প্রেম-প্রীতি সহ ঘসিয়া তাহারে
অঙ্গেতে লাগাও বিভূতি যেমন

সন্ত চরণ অতি বহুত বড, জানত চতুর সুজান।
জো সন্তন হিত না করৈ, সো নর পশু সমান ॥ (তুলসীসাহেব।)

মহীয়ান অতি সাধুর চরণ,
জানে তাহা শুধু জ্ঞানী বুদ্ধিমান।
সাধুদের হিত কবেনা সাধন
যেই নর, সে যে পশুর সমান ॥

পাববতীয়া ভূমিকা, ক্যা কহুঁ ববনন ভাগ।
দশ হজাবকে বাদ যহঁ, সন্ত রহৈং যহি জাগ ॥ (তুলসীসাহেব।)

কি মহিমাময়ী সে পার্ব্বত্য-ভূমি,
সৌভাগ্য তাহাব কহনে না যায,
করেন বিরাজ সদা সাধুগণ
দশ হাজারের অধিক যেথায়।

সুনু হিরদে কহুঁ সন্তকী, মহিমা অগম অপার।
কর প্রণাম বহি ভূমিকা, শঙ্কব বারম্বার ॥ (তুলসীসাহেব।)

শুন কিছু কহি সাধুর মহিমা
জলধির মত অগাধ অপার।
করেন প্রণাম সে মহা ভূমিরে,
দেবেশ শঙ্কব প্রেমে বারবার ॥

টীকা। হিরদে—তুলসীসাহেবের একজন শিষ্যের নাম।

কাঁচা সেতী মত মিলৈ, পাকা সেতী বান।
কাঁচা সেতী মিলত হী, হোয় ভক্তিমে হান ॥ (কবীব।)

কাঁচা সঙ্গী মোর নাহি হয যেন,
পাকা সঙ্গী হ'ক সকল সময়।
কাঁচা সঙ্গী যদি মিলে কারো, তবে
ভক্তির তাহার মহা হানি হয় ॥

জানি বুঝি সাচী তজৈ, করৈ ঝুটসে নেহ।
তাকী সঙ্গতি হৈ প্রভু, সপনেহ মত দেহ॥ (কবীর।)

জানিয়া-বুঝিয়া সত্য তেয়াগিয়া
মিথ্যার আদর করে যেইজন,
স্বপ্নেও আমারে তাহার সঙ্গতি
নাহি দিও, প্রভু, করি নিবেদন॥

ঋদ্ধি সিদ্ধি মাঁগৌ নহী, মাঁগৌ তুমপৈ য়েহ।
নিত দিন দরশন সাধকা, কহ কবীর মোহিঁ দেহ॥ (কবীর।)

ঋদ্ধি-সিদ্ধি আমি চাহিনাকো, প্রভু!
এই শুধু আমি চাহি তব ঠাঁই—
দিবসে নিশীথে প্রতিদিন যেন
সাধুদের আমি দরশন পাই॥

সাধ্ মাতা পিতা কুল মেবে, সজন সনেহি জ্ঞানী।
সন্ত চরণকী শরণ রৈন দিন, সত কহত হুঁ বাণী॥ (মীরাবাই।)

সাধু মাতা পিতা, সাধু কুল মোর,
স্নেহী জ্ঞানী সাধু স্বজন আমার।
সাধুর চরণ দিবস-রজনী
শরণ আমার—কহি সত্য সার॥

ভাই ছোড়্যা বঁধু ছোড়্যা, ছোড্যা সগা সোই।
সাধু সঙ্গ বৈঠ বৈঠ, লোক লাজ খোই॥
ভগত দেখ রাজী হুই, জগত দেখ রোই।
প্রেম নীর সীঁচ সীঁচ বিষ বেল খোই॥ (মীরাবাই।)

ভাই ছাড়িয়াছি, বন্ধু ছাড়িয়াছি,
ছাড়িয়া দিয়াছি সখা সখী আর।

বসিয়া বসিয়া সাধুজন-সঙ্গে,
লোক-লজ্জা সব খোয়াই আমার ॥
ভক্ত যবে দেখি আনন্দেতে ভাসি,
জগত দেখিয়া করি গো রোদন।
বিষ-ফল আমি ধুই সযতনে,
প্রেম-নীর তাহে করিয়া সিঞ্চন ॥

রাজ্য করৈ জ্যানাঁ করনে দীজ্যো, মৈঁ ভগতা রী দাস।
সেবা সাধু জননকী হামারে, রাম মীলনকী আশ ॥ (মীরাবাই।)
রাজ্য করে যারা করুক তা' তারা,
হ'য়েছি গো আমি ভক্তদেব দাসী।
সাধুদের সেবা করিতেছি আমি
শ্রীরামে লভিতে হ'য়ে অভিলাষী ॥

দোহাবলী।

তৃতীয় বল্লী।

ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান।

প্রেম—ভক্তি।

—:*:—

কবীর প্রেমপিয়ালা সো পিয়ে, যো শীস দাচ্ছিণা দেয়।
লোভী শীস ন দে সকে, নাম প্রেমকা তো লেয়॥ (কবীর।)

প্রেমের পিয়ালা সে পান করে নিয়ত,
দক্ষিণা দেয যেবা শির আপনার।
দক্ষিণা সেইমত লোভী দিতে অক্ষম,
প্রেমেব নাম শুধু নিতে হয় তার॥

টীকা। শির যেবা দক্ষিণা দেয়—যে প্রাণ পণ করে, প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করে।

জো আবৈ তো জায় নহিঁ, জায় তো আবৈ নহিঁ।
অকথ কহানী প্রেমকী, সমুঝি লেহু মন মাহি॥ (কবীর।)

আসে যদি প্রেম, নাহি যায় চ'লে,
চলে যায় যদি আসে না আবার
প্রেম কিবা বস্তু কহা নাহি যায়,
বুঝ মনোমাঝে করিয়া বিচার

কবীর ছিন পড়ে ছিন উতরে, সে তো প্রেম ন হোই।
আট পহর লাগা রহে, প্রেম কহাওয়ে সোঁ ॥ (কবীর।)

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে যাহা, কবীর,
প্রেম তো তাহা নাহি হয়।
অষ্ট প্রহর লাগিযাই রহে যাহা,
প্রেম তো তাহারেই কয় ॥

কবীর প্রেম ন ক্ষেত্রে উপজে, প্রেম ন হাট বিকায়।
বিনা প্রেমকা মানোয়া বান্ধা যমপুর যায় ॥ (কবীর।)

রে কবীর! ক্ষেতেতে প্রেম নাহি জনমে,
প্রেম কভু হাটেতে নাহিক বিকায়।
প্রেমহীন মানবে যমের দূতগণ
বাঁধিয়া যমপুরে লইযা যে যায় ॥

তুলসী ইহ সংসারমে, কাঁহাসো ভক্তি ভেট।
তিন বাতাসে লটপট রহে, দামড়ী চামড়ী পেট ॥ (তুলসীসাহেব।)

কেমনে, তুলসী, এ সংসারমাঝে
ভকতি হইবে সমুদিত ?
কামিনী কাঞ্চন আর পোড়া পেট,
এই তিনে সবে বিজড়িত ॥

টীকা। দামড়ী—ধন। চামড়ী—চামড়া অর্থাৎ কামিনী।

কামী ক্রোধী লালচী, ইন্‌হকে ভক্তি ন হোয়।
ভক্তি করৈ কৈ শূরীয়া, তনমন লজ্জা খোয় ॥ (কবীর।)

কামী, ক্রোধাতুর আর যেবা লোভী,
এ তিনের ভক্তি হইবার নয়।
লজ্জা-দেহ-মন জয় করে যাবা,
হেন বীরেদের ভক্তি উপজয় ॥

টীকা। লজ্জা—সৎকাজে লজ্জা।

জব মৈঁ থা তব গুরু নহীঁ, অব গুরু হৈঁ হম নাহিঁ।
প্রেম গলী অতি সাঁকরী, তামেঁ দো ন সমাহিঁ॥ (কবীর।)

আমি ছিনু যখন, গুরু নাহি ছিলেন,
আমি নাহি এখন, গুরু রাজমান।
সঙ্কীর্ণ অতিশয় প্রেমের গলী হয়,
উভয়ের নাহিক পশিবার স্থান॥

পিয়া চাহৈ প্রেম রস, রাখা চাহৈ মান।
এক ম্যানমে দো খড়গ, দেখা শুনা না কান॥ (কবীর।)

প্রেম-রস পান করিতে পরাণ
চাহে; কিন্তু মান বাঁচাতেও চায়।
দুইটী কৃপাণ এক কোষে স্থান
পায়—তাহা দেখা শুনা নাহি যায়॥

ভক্তি দুবারা সাঁকরা, রাই দশবেঁ ভাব।
মন ঐরাবত হৈ রহা, কৈসে হোয় সমাব॥ (কবীর।)

ভক্তির দুয়ার অতিশয় সরু,
দশমাংশ যেন রাই সরিষার।
ঐরাবত হ'য়ে র'য়েছে যে মন,
কেমনে প্রবেশ হবে তাহে তার?

টীকা। ঐরাবত—অহঙ্কার ইত্যাদিতে ফুলিয়া ঐরাবত হস্তীর মত।

অনেক যতন নিগ্রহ কিয়ে, টারি ন টরৈ ভ্রম-ফাঁস।
প্রেম ভগতি নহি উপজৈ, তাতে রৈদাস উদাস॥ (রৈদাস।)

অনেক যত্নে নিগ্রহ ক'রেছি,
গিয়াও না যায় মহা ভ্রম-ফাঁস।
প্রেম-ভক্তি নাহি উপজে হৃদয়ে,
রৈদাস তাহাতে হ'য়েছে হতাস॥

ভগতি বিনা ক্যা হোত হৈ, ভরম রহা সংসার।
রত্তী কঞ্চন পায় নহিঁ, রাবন চলতি বার॥ (গরীবদাস।)

ভক্তি বিনা কিবা হ'যে থাকে ভবে ?—
ভক্তি বিনা ভ্রমে ভ্রমে এ সংসার।
যাইবার বেলা নারিল রাবণ
এক রতি সোনা সঙ্গে নিতে তার!

দূলন কৃপাতেঁ পাইয়ে, ভক্তি ন হাঁসী খ্যাল।
কাহু পাই সহজ হী, কোউ ঢুঁঢত ফিরত বিহাল॥ (দূলনদাস।)

হরি-কৃপা হ'লে প্রেম-ভক্তি মিলে,
হেসে খেলে কেহ ভক্তি নাহি পায়।
কভু কেহ পায় সহজে, কেহবা
ব্যাকুল হৃদয় খুঁজিয়া বেড়ায়॥

বিনু বিশ্বাসৈ ভক্তি নহিঁ, তাহি বিনু ন দ্রবহি রাম।
রামকৃপা বিনু স্বপনেহু, জীবন নহু বিশ্রাম॥ (তুলসীদাস।)

বিশ্বাস বিহনে নাহি হয় ভক্তি,
কৃপালু না হ'ন ভক্তি বিনা রাম।
রামকৃপা বিনা স্বপ্নেও জীবন
কদাপি লভিতে পারেনা বিশ্রাম॥

টীকা। বিশ্রাম=শান্তি।

যবলগ মরণেসে ডরে, তবলগ প্রেমী নাহি।
বড়ি দূর হ্যায় প্রেমঘর, সমঝ লেহু মনমাহি॥ (কবীর।)

মরণের ভয় রহে যতদিন,
ততদিন কেহ প্রেমিক না হয়।
বুঝিয়া রাখহ মনোমাঝে সার—
বহুদূরদেশে প্রেমের আলয়॥

যহ তো ঘব হৈ প্রেমকা, খালাকা ঘব নাহিঁ।
শীস উতারৈ ভূঁই ধরৈ, তব পৈঠে ঘর মাহিঁ ॥ (কবীব।)

এই যে দেখিছ প্রেমের এ ঘর,
অপ্রেমিক লাগি এই ঘর নয়।
মস্তক কাটিয়া ভূমিতে রাখিয়া
তবে এই ঘরে প্রবেশিতে হয় ॥

শীস উতারৈ ভূঁই ধবৈ, তা প্রব রাখৈ পাঁও।
দাস কবীরা য়োঁ কহৈ, ঐসা হোয় তো আও ॥ (কবীব।)

আপনাব শির কাটি' ভূমে রাখি'
পা দিযা দাঁড়া'তে পার যদি তায,
তাহা হ'লে এস—কহিছে কবীরা—
তা' না হ'লে তুমি এসোনা হেথায।

সবৈ রসায়ন মৈ কিয়া, প্রেম সমান ন কোয়।
রতি ইন তনমে সঞ্চরৈ, সব তন কঞ্চন হোয় ॥ (কবীর।)

সকল রসায়ন ব্যবহার ক'রেছি,
বুঝেছি প্রেম সম নাহি রসায়ন।
এক রতি যদ্যপি দেহ মাঝে সঞ্চবে,
সমস্ত দেহ তবে হইবে কাঞ্চন ॥

প্রেম রসায়ন অধিক বস, পীবত অধিক রসাল।
কবীর পাবন দুর্লভ হৈ, মাঁগৈ শীস কলাল। (কবীব।)

সমধিক রসাল প্রেমেব রসাযন,
পান করিতেও তা' মধুর অধিক।
কিন্তু সে রসায়ন দুর্লভ হয় বড,
মস্তক মূল চায় তাহার শৌণ্ডিক ॥

টীকা। কলাল, শৌণ্ডিক—মদ্য-প্রস্তুতকারক, এখানে প্রেম-রসায়ন-প্রস্তুতকারক গুরু বা সাধু।

কবীর ভাঠী প্রেমকা, বহুতক বৈঠে আয় ।
শীস সোঁপে সো পীবসী, নাতর পিয়া ন যাঁয় ॥ (কবীর ।)

হে কবীর ! প্রেমের ভাটীর কাছে গিয়া,
বসিয়া ফিরি' ফিরি' আসে বহু জন ।
অর্পিলে শির তবে পান করা যায় তা',
তা' না হ'লে পারে না কেহ কদাচন ॥

কবীর প্যালা প্রেমকা, অন্তর লিয়া লগায় ।
রোম রোমমে রমি রহা, ঔর অমল ক্যা খায় ॥ (কবীর ।)

কবীর সে প্রেমের পেয়ালা ভরপূর
অন্তরে লাগাইয়া করিয়াছে পান ।
প্রত্যেক রোমকূপ আনন্দে ভ'রে গেছে,
তীব্রতর সুরা সে কি পিযিবে আন ?

টীকা। অন্তরে -অন্তরমুখে। আন—অন্য।

কঠিন পিয়ালা প্রেমকা, পিয়ৈ জো হরিকে হাথ ।
চারো যুগ মাতা রহৈ, উতবৈ জিয়কে সাথ ॥ (মলূকদাস ।)

কঠিন পিয়ালা প্রেমের যেজন
শ্রীহরির হাত হ'তে করে পান,
চারি যুগ ধরি' মাতিয়া সে রয়,
উদ্ধার হইয়া যায় সহ প্রাণ ॥

বিনা অমল মাতা রহৈ, বিন লস্কর বলবন্ত ।
বিনা বিলায়ত সাহিবী, অন্ত মাহিঁ বেঅন্ত ॥ (মলূকদাস ।)

মাদক ব্যতীত মত্ত রহে সে যে,
লোকলস্করাদি বিনা বলবান ।
বকেয়া-বিহীন জমিদারী তার,
সান্ত মাঝে হেরে অনন্তে পরাণ ॥

প্রেম দিবানে জো ভয়ে, মন ভয়ে চকনা চূব।
ছকৈ রহৈ ঘুমত বহৈ, সহজো দেখি হজুব॥ (সহজীবাই।)

যেজন হ'য়েছে প্রেমেতে পাগল,
চূরমার তার হ'য়ে গেছে মন।
ব'সে থাক কিম্বা ভ্রমণ করুক,
প্রভুরে সে সদা করে দরশন॥

প্রেম দিবানে জো ভয়ে, জাতি বরণ গই ছুট।
সহজো জগ বৌরা কহৈ, লোগ গয়ে সব ফ্‌ট॥ (সহজীবাই।)

প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়েছে যেজন,
জাতি-বর্ণ তার সব ঘুচে যায়।
জগৎ পাগল ব'লে থাকে তারে,
তা কাছ থেকে সকলে পালায়॥

প্রেম দিবানে জো ভয়ে, নেম ধরম গয়ে খোয়।
সহজো নবনাবী হঁস, ওয়া মন আনন্দ হোয়॥ (সহজীবাই।)

প্রেম-মত্ত যেবা হ'য়েছে, তাহার
নিয়ম-ধরম যায় সমুদয়।
নর-নারী হাসে তাহারে দেখিয়া,
তার মনে তা'তে আনন্দই হয়॥

মনমে তো আনন্দ বহৈ, তন বৌরা সব অঙ্গ।
না কাহূকে সঙ্গ হৈ, সহজো না কোই সঙ্গ॥ (সহজীবাই।)

মনেতে তাহার আনন্দই থাকে,
পাগল তাহার সর্ব্ব অঙ্গ হয়।
কাহারো সঙ্গেতে নাহি থাকে সে যে,
তাহারো সঙ্গেতে কেহ নাহি রয়॥

বিরহ।*

—:o:—

হায় হায় পতি কব মিলিয়ে, ছাতি ফাটি যায়।
য্যায়সা দিন কব হোয়েগা, দর্শন করু অমায়॥ (অজ্ঞাত।)

হায় হায়, পতি মিলিবে কবে রে ?—
হৃদয় আমার ফাটিয়া যায়।
হেন দিন কবে আসিবে আমার,
নয়ন ভরিয়া হেরিব তাঁয় ?

দেখত্ দেখত দিন গয়া, নিশি ভি দেখত যায়।
বিরহন পিউ পাওয়ে নাহি, বেকল জীউ ঘবড়ায়॥ (কবীর।)

দেখিতে দেখিতে দিন চ'লে গেছে,
দেখিতে দেখিতে রজনীও যায়।
প্রিয়েরে না পায় তবু বিরহিণী,
ব্যাকুল পরাণ ডুবে নিরাশায়॥

পিয বিন জিউ তরসত রহে, পল পল বিরহ সতায়।
রৈন দিবসে মোঁহি কল নহি, সিসক্ সিসক্ দম যায়॥ (কবীর।)

প্রিয় বিনা হৃদয় ব্যাকুল রহিয়াছে,
পলে পলে বিরহ আমারে জ্বালায়।
দিবসে ও নিশীথে স্থিরতা নাহি মনে,
দীরঘ শ্বাসে শ্বাসে দম ফেটে যায়॥

* ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা। স্বামী-বিরহিণী নারীর ব্যাকুলতা দ্যোতক দোহা সমূহে এই বিষয় পরিস্ফুট হইয়াছে।

নৈন হমারে বাওরে, ছিন ছিন লোড়ৈ তুজ্ঝ।
না তুম মিলো ন মৈ সুখী, ঐসী বেদন মুজ্ঝ॥ (কবীর।)

নয়ন আমার হ'য়েছে পাগল,
ক্ষণে ক্ষণে শুধু তোমারেই চায়।
তোমারে না পাই, নাই হই সুখী,
কাতর হৃদয় হেন বেদনায়॥

মাঁস গয়া পিঞ্জর রহা, তাকন লাগে কাগ।
সাহিব অজহুঁ ন আইয়া, মন্দ হমারে ভাগ॥ (কবীর।)

মাংসহীন দেহ অস্থি-চর্ম্ম-সার,
উৎসুক নয়নে কাকেবা তাকায়।
এখনো আমার প্রভু আসিল না,
কিবা মন্দ ভাগ্য আমারে জ্বালায়॥

টীকা। উৎসুক—আমার মৃতদেহ ভক্ষণ করিবার জন্য উৎসুক।

অঁখিয়ন তো ঝাঁই পরী, পন্থ নিহার নিহার।
জিভ্যা তো ছালা পরা, নাম পুকার পুকার॥ (কবীর।)

আঁখিতে আমার ছানি পড়িয়াছে
দেখিতে দেখিতে পথ অনুক্ষণ।
জড়ীভূত হ'য়ে গেল জিহ্বা মোর
করিতে করিতে নাম উচ্চারণ॥

টীকা। পথ—প্রভুর আসিবার পথ।

বিরহ বড়ো বৈরী ভয়ো, হিরদা ধরৈ ন ধীব।
সুরত সনেহী না মিলে, তব লগি মিটৈ ন পীর॥ (কবীর।)

বিরহ বড়ই বৈরী হ'লো মোদ,
ধৈর্য্য নাহি পারে ধরিতে হৃদয়।
প্রাণ-প্রিয়তম না মিলিলে পরে
এ মোর বেদনা যাইবার নয়॥

বিরহিনি দেই সঁদেসরা, শুনী হমারে পীউ।
জল বিন মচ্ছী ক্যোঁ জিয়ে, পানী মেঁ কা জীউ॥
বিরহ তেজ তনমেঁ তপৈ, অঙ্গ সবৈ অকুলায়।
ঘট সুনা জিব পীউমেঁ, মৌত ঢুঁঢ়ি ফিব জায়॥ (কবীর।)

বিরহিণী নিজ বারতা জানায়—

"শুন শুন মোর প্রাণ-প্রিয়তম!
জল বিনা মৎস্য বাঁচিবে কেমনে,
জলেতেই হয় যাহার জীবন?
বিরহের তাপ দহিছে শরীর,
আকুল করিছে সর্ব্বাঙ্গ আমার,
দেহ শূন্য মোর, প্রাণ তোমাতেই,
মৃত্যু খুঁজে ফিরে যায় বার বার॥"

কবীর সুন্দবা য়োঁ কহৈ, শুনিয়ে কন্ত সুজান।
বেগি মিলো তুম আইকে, নহী তো তজিহো প্রাণ॥
কৈ বিরহিনকো মীচ দে, কৈ আপা দিখলায়।
আট পহব কো দাঝনা, মো পৈ সহা ন জায়॥
বিরহ কমণ্ডল কর লিয়ে, বৈরাগী দো নৈন।
মাঁগৈঁ দবশ মধুকবী, ছকে রহৈ দিন বৈন॥ (কবীর।)

প্রিয়ের উদ্দেশে সুন্দরী কহিছে,—

"শুন শুন কান্ত, তুমি জ্ঞানবান,
শীঘ্র আসি' তুমি মিল মম পাশে,
তা' না হ'লে আমি ত্যজিব পরাণ॥
এ বিরহিণীরে দাওহে মরণ,
অথবা দেখাও আপনারে তায়.
অষ্ট প্রহরের এ দারুণ জ্বালা
আর, প্রিয়তম, সহা নাহি যায়॥

বিরহ কমণ্ডলু   করিয়া লইয়াছে
এ দুটি বৈরাগী নয়ন আমার।
দিবস ও রজনী   ব্যাকুল রহে তারা,
দর্শন-মাধুকরী চাহে হে তোমার॥"

টীকা। মাধুকরী—ব্রহ্মচারীদের ভিক্ষা।

জিমি মনি বিন ব্যাকুল ভুজঁগ, জল বিন ব্যাকূল মীন।
তিমি দেখে রঘুনাথ বিন. তলফত হোঁ মৈঁ দীন॥ (তুলসীদাস।)

মণি বিনা যথা ব্যাকুল ভুজগ,
জল বিনা মীন ব্যাকুল যেমন,
রাম-দরশন ব্যতিরেকে তথা
ব্যাকুল হ'যেছে এ দীনের মন॥

বৌরী হৈ চিতবত ফিরুঁ, হরি আবৈ কেহি ওর।
ছিন উঠূঁ ছিন গিরি পরুঁ, রাম-দুখী মন মোর॥ (দয়াবাই।)

পাগল হইয়া জিজ্ঞাসিয়া ফিরি—
আসিবেন কিরে শ্রীহরি আবার?
ক্ষণে উঠি, ক্ষণে পাড়ে যাই ভূমে,
রাম লাগি দুখী হৃদয় আমার॥

সোবত জাগত এক পল, নাহিন বিসরুঁ তোহিঁ।
করুনা-সাগর দয়া-নিধি, হরি লীজৈ সুধি মোহিঁ॥ (দয়াবাই।)

শয়নে স্বপনে আর জাগরণে,
এক পল নাহি ভুলি হে তোমায়।
করুণা-সাগর, দয়ানিধি হরি!
একবার মনে করহে আমায়॥

বিরহ জ্বাল উপজী হিয়ে, রাম-সনেহা আয়।
মন-মোহন সোহন সরস, তুম দেখন দা চা'য় ॥ (দয়াবাই।)

বিরহের জ্বালা উপজিল হৃদে,
রাম-অনুরাগ জাগিয়াছে তায়।
হে মনোমোহন সরস শোভন !
তোমারে দেখিতে প্রাণ মোর চায় ॥

সুখিয়া সব সংসার হৈ, খাবৈ ঔ সোবৈ।
দুখিয়া দাস কবীর হৈ, জাগৈ ঔ রোবৈ ॥ (কবীর।)

দেখিতেছি সুখী সংসারে সকলে,
খায় আর সুখে করে যে শয়ন।
দুঃখী হ'য়ে আছে এ দাস কবীর,
জেগে থাকে আর করে রে রোদন ॥

পরবত পরবত মৈঁ ফিরো, নয়ন গবায়ো রোয়।
সো বুটী পায়োঁ নহীঁ, জা তেঁ জীবন হোয় ॥ (কবীর।)

পর্ব্বতে পর্ব্বতে কত যে ঘুরেছি,
কেঁদে কেঁদে মোর গিয়াছে নয়ন—
সেই জড়ী আমি না পাইনু, হায় !
আছে যার মাঝে আমার জীবন ॥

টীকা। জড়ী—শিকড়, ভাবার্থ ভগবান।

সবহী তরু তর জাইকে, সব ফল লীন্হো চীখ।
ফিরি ফিরি মাঙ্গত কবীর হৈ, দরশন হী কী ভীখ ॥ (কবীর।)

সব তরু-তলে যাইয়া কবীর
চাখিয়া দেখেছে সকলের ফল।
এবে বার বার সে, প্রভু, তোমার
দরশন ভিক্ষা মাগিছে কেবল ॥

ঐসী লগন লগায় কহাঁ তু জাসী।
তুম দেখ্যা বিন কল ন পড়ত হৈ, তলফ তলফ জিয় জাসী॥
তেরে খাতর জোগন হুঙ্গী, করবত লুঙ্গী কাশী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, চরণকঁবলকী দাসী॥ (মীরাবাই।)

এ হেন দশায় ফেলিয়া আমায়
কোন দেশে তুমি ক'রেছ প্রয়াণ ?
তব দরশন বিহনে বিকল
ছটফট ক'রে যায় মোর প্রাণ॥
তোমার কারণে যোগিনী হইব,
শির বলি দিতে চ'লে যাব কাশী।
মীরার নাগর প্রভু গিরিধর !
মীরা তব পদ-কমলের দাসী॥

মেরে পরম সনেহী রামকী, নি ঔলুংড়ী আবৈ।
রাম হামারে হম হৈ রামকে, হরি বিন কুছ ন সুহাবৈ॥
আবন কহ গয়ে অজহু ন আয়ে, জিবড়ো অতি উকলাবৈ।
তুম দরশনকি আস রমৈয়া, নিশ দিন চিতবত জাবৈ॥
চরণকঁবলকী লগন লগী অতি, বিন দরশন দুখ পাবৈ।
মীরাকঁ প্রভু দরশন দীনুহ, আনন্দ বরণ্যো ন জাবৈ॥ (মীরাবাই।)

রামের পরম করুণার কথা
নিত্য নিত্য মম হৃদয়েতে জাগে।
রাম মোর আমি রামের নিশ্চয়,
হরি বিনা কিছু ভাল নাহি লাগে॥
আসি ব'লে গেল, আজো না আসিল,
উৎকণ্ঠিত অতি প্রাণ মোর তায়।
হে প্রিয় ! তোমার দরশন-আশে
ভাবিতে ভাবিতে নিশিদিন যায়॥

চরণ-কমল কি লাগিল মনে,
দরশন বিনা দুঃখ বড় হয়।
দেখা দিলে, প্রভু, হবে এ মীরার
অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদয় ॥

বিরহিন উভী পন্থ শির, পন্থিনি পুঁছে ধায়।
এক শবদ কহু পীবকা, কববে মিলৈঁগে আয় ॥ (কবীর।)

চৌমাথার উপরে দাঁড়া'য়ে বিরহিণী
পথিক-জনে কহে কাতর বচন,—
একটী কথা তুমি কহ মম প্রিয়ের—
কবে তাঁর হেথায় হ'বে আগমন ?

বহুত দিনন কী জোবতী, রটত তুমহারো নাম।
জিব তরসৈ তুম মিলনকী, মন নাহী বিশ্রাম ॥ (কবীর।)

"বহুদিন ধরিযা এ দুখিনী যুবতী
রটিতেছে তোমার নাম অনুখন।
তব সাথে মিলিতে প্রাণ তার ব্যাকুল,
বিশ্রাম লভিতে না পারে তার মন ॥"

বিরহিনি দুখ কাসনি কহৈ, কাসনি দেই সন্দেশ।
পন্থ নিহারত পীবকা, বিরহিনি পলটি কেশ ॥ (দাদূ।)

কাহারে কহিবে দুঃখ বিরহিণী,
কার দ্বারা বা সে দিবে সমাচার ?
প্রিয়-আশাপথ চাহিতে চাহিতে
পক্ক হ'য়ে গেল তার কেশ-ভার ॥

লকরী জরি কোইলা ভই, মো তন অজহুঁ আগি।
বিরহকী ওদী লকরী, সিলগি সিলগি উঠি জাগি ॥ (কবীর।)

লাকড়ী পুড়িয়া কয়লা হইল,
আগুন এখনো দেহেতে আমার।
বিরহের ভিজা লাকড়ী সে যে রে,
থেকে থেকে জ্বলে উঠে বারবার ॥

বিরহা মোসে যোঁ কহৈ, গাঢ়া পকড়ো মোহিঁ।
চরণকমলকী মৌজ সে, লে পহুঁছাযো তোহিঁ ॥ (কবীর।)

"চরণ-পদ্মের আনন্দের মাঝে
লইয়া তোমারে যাইব নিশ্চয়,
দৃঢ়রূপে মোরে ধ'রে থাক তুমি,"—
বিরহ আমারে এই কথা কয় ॥

সব রগ তাঁত ররাব তন, বিরহ বজাবৈ নিত্ত।
ঔর ন কোই শুনি সকৈ, কৈ সাঁই কৈ চিত্ত ॥ (কবীর।)

দেহের সকল শিরা-তন্ত্র মাঝে
বিরহ সতত রবাব বাজায়।
প্রভু তা' শুনেন আর চিত্ত শুনে,
আর তাহা কেহ শুনিতে না পায় ॥

অন্দর পীড় ন উভরৈ, বাহর করৈ পুকার।
দাদূ সো ক্যোঁকরি লহৈ, সাহিবকা দীদার ॥ (দাদূ।)

অন্তরে যাহার জাগেনা বেদনা,
বাহিরে কেবল করে যে চীৎকার,
কেমন করিয়া জানিবে সেজন
মহিমা প্রভুর পরম দয়ার ?

জব বিরহা আযা দরদ সোঁ, তব কড়ৰে লাগে কাম।
কায়া লাগী কাল হৈ, মিঠা লাগা নাম ॥ (দাদূ।)

বেদনার সহ বিরহ জাগিলে,
বড় কটু লাগে কার্য্য সমুদয়।
কাযা মনে হয় কালেব সমান,
নাম শুধু লাগে মধুরতামন ॥

জো জন বিবহী নামকে, ঝীনা পিঞ্জব তাসু।
নৈন ন আবৈ নিদড়ী, অঙ্গ ন জামৈ মাসু ॥ (কবীব।)

ক্ষীণ হয তার শরীর-পিঞ্জব,
নামের বিরহ জেগেছে যাহার।
নয়নে তাহার নিদ্রা নাহি আসে,
মাংস নাহি জমে দেহেতে তাহার ॥

দবিয়া হরি কিরপা করী, বিবহা দিয়া পাঠায।
যহ বিবহা মে'ব সাধ'কা, সোতা লিয়া জগায ॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী।)

হে দরিযা। হরি করুণা করিয়া
পাঠাইয়া দিলা বিরহ এমন,
যে বিরহ আসি' শাযিত সাধুর
নিদ্রা হরি' তাব দিল জাগরণ ॥

গদগদ বাণী কণ্ঠমেঁ, আঁসু টপ'কে নৈন।
বহ তো বিবহিন বামকা, তলফত হৈ দিন বৈন ॥ (চবণদাস।)

গদ গদ বাণী কণ্ঠেতে তাহার,
ঝর ঝব ঝর ঝরিছে নয়ান।
রামের বিরহে দিবস-রজনী
ব্যাকুল বয়েছে তাহার পরাণ ॥

হায় হায় হরি কব মিলৈ, ছাতী ফাটী জায়।
ঐসা দিন কব হোয়গা, দরশন করৌ অঘায় ॥ (চরণদাস।)

কহিছে সে—"বুক ফেটে যায় মোর,
হায়, হায়, হরি লভিব কখন ?
হেন দিন কবে হইবে আমার,
তৃপ্ত হব তাঁরে করি' দরশন ?

পীব বিনা তো জীবনা, জগমে ভারী জান।
পিয়া মিলৈ তো জীবনা, নহী তো ছুটে প্রাণ ॥ (চরণদাস।)

"প্রিয় ব্যতিরেকে এ জগত মাঝে
বেঁচে থাকা মহা দুঃখের নিদান।
প্রিয় মিলে যদি তবে যেন বাঁচি,
না হ'লে আমার যায় যেন প্রাণ ॥"

পীব চহৌ কৈ মত চহৌ, বহ্ তৌ পীবকী দাস।
পিয়কে রঙ্গ রাতী রহৈ, জগসূঁ হোয় উদাস ॥ (চরণদাস।)

প্রিয় চা'ন কিম্বা নাহি চা'ন তারে,
হ'য়ে থাকে সে যে তাঁর চির-দাস।
প্রিয়-অনুরাগে রাঙ্গা তার হিয়া,
জগতের প্রতি হয় সে উদাস ॥

পী পী করতে দিন গয়া, রৈনি গই পিয় ধ্যান।
বিরহিনকে সহজৈ সধৈ, ভক্তি যোগ অরু জ্ঞান ॥ (চরণদাস।)

প্রিয় প্রিয় ক'রে দিন চলে গেছে,
প্রিয়-ধ্যানে হয় রাত্রির বিলয়।
বিরহী জনের অতি সহজেই
ভক্তি যোগ আর জ্ঞান সিদ্ধ হয় ॥

জে কবহুঁ বিবহিনি মবৈ, তৌ সুবতি বিবহিন হোই।
দাদূ পীব পীব বোলতা, মুবা ভী টবৈ সোই ॥ (দাদূ।)

বিরহিণী যবে মবে, প্রাণপাখী
বিরহিণী হ'য়ে উড়ে তার যায়—
জীবনে ডাকিত প্রিয় প্রিয় ব'লে,
মরিয়া তেমনি ডাকে উভরায়।

নিস দিন দাঝৈ বিবহিনী, অন্তরগতকী লায়।
দাস কবীবা কোঁ্যা বুঝৈ, সদ্‌গুরু গয়ে লগায় ॥ (কবীব।)

নিশি-দিন পুড়িয়া মরিছে বিরহিণী,
নিজ-অন্তবগত অনল জ্বালায়।
শীতল কিসে হবে এই দাস কবীরা ?—
সদ্‌গুরু লাগাইয়া গিয়াছেন তায়।

বিবহিন পিউকে কাবণে, ঢুঢন বনখণ্ড জায।
নিসি বীতী পিউ না মিলা, দবদ বহা লিপটায় ॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী।)

প্রিয়-বিরহিণী প্রিয়ের কারণে
বন মাঝে গিযা বহু অন্বেষিল।
নিশি পোহাইল প্রিয আসিল না,
হৃদযে বেদনা লাগিয়া রহিল ॥

বিবহ ভুবঙ্গম তন ডসা, মন্ত্র ন মানৈ কোয।
নাম বিয়োগী না জিয়ৈ, জিয়ে তো বাউব হোয ॥ (কবীব।)

দংশিযাছে তনু বিরহ-ভুজঙ্গ,
কোন মন্ত্রে কিছু নাহি হয় ফল।
নামের বিরহী নাহি বাঁচে, আর
বাঁচে যদি তবে হয় সে পাগল ॥

বিরহ ভুবঙ্গম পৈঠি কৈ, কিয়া কলোজ ঘাব।
বিরহিন অঙ্গ ন মোড়ি হৈ, জোঁ ভাবৈ তোঁ খাব ॥ (কবীর।)

বিরহ-ভুজঙ্গম অন্তর মাঝে পশি'
হৃদয়েতে আঘাত ক'রেছে এমন,
বিরহিণী আপন শরীর নাহি নাড়ে,
ইচ্ছামত সে তারে করিছে ভক্ষণ ॥

কবীর বৈদ বুলাইয়া, পকড়িকে দেখী বাঁহি।
বৈদ ন বেদন জানই, করক করেজে মাঁহি ॥ (কবীর।)

বৈদ্য একজন ডাকিল কবীর,
হাত ধরিয়া সে দেখি' বহুক্ষণ,
রোগ কোন্ খানে বুঝিতে নারিল—
হৃদয়ে বেদনা রহে সংগোপন ॥

জাহু বৈদ ঘর আপনে, তেরা কিয়া ন হোয়।
জিন য়হ বেদন নির্মই, ভলা করৈগা সোয় ॥ (কবীর।)

যাও, বৈদ্য, যাও ঘরে আপনার,
এ রোগ তোমার সারা'বার নয়।
যে এই বেদনা করিয়া দিয়াছে,
সেই ভাল মোরে করিবে নিশ্চয় ॥

জাহু মীত ঘর আপনে, বাত ন পুছৈ কোয়।
জিন য়হ ভার লদাইয়া, নিরবাহৈগা সোয় ॥ (কবীর।)

যাও, মিত্র, যাও, ঘরে আপনার,
কেহ কিছু নাহি বলিবে তোমায়।
হৃদয়ে আমার যে চাপা'লে ভার,
সেই সে আবার নামাইবে তায়

বাবল বৈদ বুলাঈয়া রে, পকড় দিখাই হামারী বাঁহ।
মুরখ বৈদ মরম নহিঁ জানে, করক কলেজে মাঁহ॥
জাও বৈদ ঘর আপনেরে, হামারা নাঁব ন লেয়।
মৈঁ তো দাঘী বিরহকী রে, কাহে কূঁ ঔষধ দেয়॥ (মীরাবাই।)

পিতা বৈদ্য এক ডাকিয়া আনিলা,
নাড়ী ধরি' মোর দেখাইলা তায়।
মূর্খ বৈদ্য মর্ম্ম জানে না রোগের,
বেদনা যে মোর অন্তর-হিয়ায়॥
যাও, বৈদ্য, তুমি ঘরে আপনার,
মোর নাম আর ক'রোনা গ্রহণ।
জ্বলিতেছি আমি বিরহ-অনলে,
ঔষধ দিতেছ কেন অকারণ?

বিরহ অগিন তন জালিয়ে, জ্ঞান অগিনি দৌ লাই।
দাদূ নখ সিখ পরজলৈ, তব রাম বুঝাবৈ আই॥ (দাদূ।)

বিরহ-অনল জ্বাল দেহ মাঝে
জ্ঞানাগ্নিতে দিয়া যতেক ইন্ধন।
নখ থেকে শির জ্বলিয়া উঠিলে,
আসিবেন রাম নিবা'তে তখন॥

টীকা। ইন্ধন—বিষয়াদি-রূপজ্বালানি কাষ্ঠাদি। নখ—পদ-নখ।

বিরহ জলন্তী দেখি কর, সাঈ আয়ে ধায়।
প্রেম বূঁদসে ছিরকিকে, জলতী লই বুঝায়॥ (কবীর।)

বিরহ জ্বলিছে দেখিয়া, ধাইয়া
আসিলেন প্রভু করুণা-নিদান,
বিন্দু বিন্দু প্রেম-বারি ছিটাইয়া
লইলা সে জ্বালা করিয়া নির্ব্বাণ॥

আগি লগী আকাশমে, ঝরি ঝরি পরৈ অঙ্গার।
কবীরা জ্বরি কঞ্চন ভয়া, কাঁচ ভয়া সংসার ॥ (কবীর।)

আগুণ লাগিল আকাশের গায়,
ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িছে অঙ্গার।
কবীরা পুড়িয়া কাঞ্চন হইল,
কাঁচ হ'য়ে গেল সকল সংসার ॥

টীকা। আকাশের গায়—হৃদয়াকাশে। অঙ্গার—বিষয় বাসনার কালিমা। কাঁচ—কাঁচের মত তুচ্ছ স্বল্পমূল্য বস্তু।

বিরহা বিরহা মত কহো, বিরহা হায় সুলতান।
যো ঘট বিরহ না সঞ্চরে, সো ঘট জান মশান ॥ (কবীর।)

বিরহীরে দুঃখী বলিও না কভু,
বিরহী জন যে হয় সুলতান।
যে দেহে হয় না বিরহ-সঞ্চার,
সে দেহ নিশ্চয় জানহ মশান ॥

টীকা। সুলতান—পরম সুখী, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, মহাভাগ্যবান।

প্রেমভক্তিই ভগবৎপ্রাপক।

——::০::——
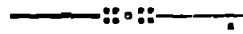
নিত নহ্‌নেসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বাঁদরাই ॥
তিরণ ভখনকে হরি মিলে তো বহুত মৃগ অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুত রহে খোজা ॥
দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুত বৎস বালা।
মীরা কহে, বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা ॥ (মীরাবাই।)

নিত্যস্নানে যদি হরি মিলে, তবে
জল-জন্তুর মিলিবে।
ফল-মূল খেলে যদি হরি মিলে,
বাদুড়-বানরে পাইবে ॥
ঘাস খেলে যদি হরি মিলে, তবে
পাবে যত মৃগ অজা।
স্ত্রী পরিহরিলে যদি হরি মিলে,
আছে তো অনেক খোজা ॥
দুধ খেলে যদি হরি মিলে, পাবে
বাছুর বালক-বালা।
মীরা কহিতেছে, প্রেম বিনা নাহি
মিলে কভু নন্দলালা ॥

টীকা। আছে খোজা—তাহা হইলে খোজারা পাইবে।

কাশী করবৎ লেত হ্যায়, আন কাটাওয়ে শিশ।
বন বন ভটকা খাওত হ্যায়, পাওত না জগদীশ॥ (অজ্ঞাত।)

কেহ বাস করে কাশীতে, কেহ বা
আপন মস্তক করে বলিদান।
বনে বনে কেহ ঘুরিয়া বেড়ায়,
তথাপিও নাহি পায় ভগবান॥

বারি মথে ঘৃত হোয় বরু, সিকতাতে বরু তেল।
বিহু হরিভজন ন ভব তরৈ, যহ সিদ্ধান্ত অপেল॥ (তুলসীদাস।)

বারি হ'তে ঘৃত হইবে রে বরং,
বালু হ'তে তৈল হইতে পারে।
সিদ্ধান্ত নিশ্চয—হরি না ভজিলে
ভববারি কেহ তরিতে নারে॥

রামচন্দ্রকে ভজন বিনু, জো চহ পদ নির্ব্বাণ।
জ্ঞানবন্ত অপি সো নর, পশু বিন পুছবিখান॥ (তুলসীদাস।)

রামচন্দ্রে নাহি ভজিয়া যেজন
নির্ব্বাণের পদ লভিতে চায়,
জ্ঞানী হইলেও, সেজন নিশ্চয
পুচ্ছশৃঙ্গহীন পশুর প্রায়॥

যো জন রূখে বিষয়রস, চিকনে রাম সনেহ।
তুলসী। তে প্রিয় রামকো, কানন বাসহিঁ কি গেহ॥ (তুলসীদাস।)

বিষয়-রস ত্যজি'
হইয়াছে যেজন
বিগলিত রামের স্নেহে,
হে তুলসী। জানহ—
শ্রীরামের প্রিয়, সে
থাকুক কাননে বা গেহে॥

রামকথা মন্দাকিনী, চিত্রকূট চিত চারু।
তুলসী সুগম সনেহ বন, সিয় রঘুবীর বিহারু॥ (তুলসীদাস।)

ভকতগণের চারু চিত্ত-চিত্রকূটে
রামকথা-মন্দাকিনী অবিরাম ছুটে।
আছে ভক্তপ্রীতি-রূপ যে সুগম বন,
বিহরেন সীতারাম তথা অনুক্ষণ॥

গাওনিয়াকে মুখ বসুঁ, রহু শ্রোতাকে কান।
জ্ঞানীকে হিরদে বসুঁ, ভেদীকা মাহি প্রাণ॥ (কবীর।)

বাস করি আমি গায়কের মুখে,
শ্রোতার কানেতে মোর অধিষ্ঠান।
জ্ঞানীর হৃদয়ে আমার নিবাস,
ভেদী প্রাণ মোর, আমি তার প্রাণ॥

টীকা। ভগবদ্বাক্য। ভেদী—তত্ত্ববিৎ, আত্মানাত্মবিবেকবান, যিনি বিনাশী ও অবিনাশীর ভেদ বুঝিতে সমর্থ।

যাতে বেগি প্রভু দ্রবত হৈ, সো প্রভু ভক্তি প্রভাউ।
ভক্তি সতন্ত্র করি জানিয়ে, অবলম্বন নহি কাউ॥ (কবীর।)

যাহে প্রভু সত্বর করুণার্দ্র হয়েন,
ভক্তির প্রভাব তা' জানহ নিশ্চয়।
স্বতন্ত্র বস্তু হয় সেই ভক্তি, তাহার
অন্য অবলম্বন কিছুই না রয়॥

ভক্তি পদারথ যব মিলে, তব গুরু হোয় সহায়।
প্রেম প্রীতি কী ভক্তি যো, পূরন ভাগ মিলায়॥ (কবীর।)

ভক্তি-বস্তু যবে মিলে, সেইক্ষণে
গুরুদেব নিজে হয়েন সহায়।
প্রেম-প্রীতি সহ মিশ্রিত ভকতি
চরম সৌভাগ্য অচিরে মিলায়॥

এক মনা লাগা রহৈ, অন্ত মিলৈগা সোই।
দাদূ জাকে মন বসৈ, তাকোঁ দরশন হোই॥ (দাদূ।)

লাগিয়া যেজন থাকে একমনে,
পাইবে নিশ্চয় অন্ত সেইজন।
সুস্থির হইয়া মন বসে যার,
হইবে তাহার প্রভু-দরশন॥

প্রেম পাগল মন রাতল, আনন্দ মঙ্গলচার।
তীন লোককে উপরে, মিললেহিঁ কন্ত হমার॥
যোগ জজ্ঞ জপ তপ নহীঁ, দুখ সুখ নহিঁ সন্তাপ।
ঘটত বঢ়ত নহিঁ ছীজই, তহবাঁ পুন্ন ন পাপ॥ (গুলাল।)

প্রেমেতে পাগল রাতুল হৃদয়ে
আনন্দে মঙ্গল করি' আচরণ,
এই ত্রিলোকের উপরে উঠিযা,
কান্ত সহ মোর হইল মিলন॥
যোগ যজ্ঞ জপ তপ নাহি তথা,
নাহি সুখ-দুঃখ নাহিক সন্তাপ।
হ্রাস বৃদ্ধি কিছু নাহিক তথায়,
নাহিক তথায় পুণ্য আর পাপ॥

টীকা। রাতুল—রাঙা, অনুরাগে রঞ্জিত।

প্রেম-পুঞ্জ প্রগটে জহাঁ, প্রগট হরি তঁহায়।
"দয়া" দয়া করি দেত হৈ, শ্রীহরি দর্শন সো॥ (দয়াবাই।)

প্রেমপুঞ্জ হয় প্রকট যেখানে
শ্রীহরি সেখানে প্রকাশিত হ'ন।
দীন-দযাময় সদয় হইয়া
দয়ারে আসিয়া দেন দরশন॥

সবৈ কহাবত রামকে, সবহি রামকী আশ। .
রাম কহৈ জেহি আপনো, তেহি ভজু তুলসীদাস ॥ (তুলসীদাস।)

আপনাবে রামের ব'লে থাকে সকলে,
রামের আশা সদা করে সর্ব্বজন।
কহেন নিজ-জন রাম যা'তে তোমারে,
কর তুমি, তুলসী, তেমন ভজন ॥

কবীর ইহতনকো দীয়ালা করো, বাতী মেলো জীউ।
লহুসী যো তেল করি, তব মুখ দেখোগে পিউ ॥ (কবীর।)

প্রদীপ কর এ দেহেরে, কবীর!
সলিতা তাহার করহ জীবন।
শোণিতেরে তৈল করিলে, পাইবে
হেরিতে প্রিয়ের মুখ দরশন ॥

টীকা। তীব্র ও জীবনব্যাপী অনুরাগে ঐ প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিলে, তাহার দিব্য আলোকে প্রিয় মুখ দর্শন করা যায়।

ভাব-বশ্য ভগবান, সুখ-নিধান করুণা-ভবন।
ত্যজি মমতা মদ মান, ভজিয় সদা সীতারমন ॥ (তুলসীদাস।)

ভাব-বশ্য হ'ন দেব ভগবান,
করুণা-নিলয় সুখ-প্রস্রবণ।
ত্যজিয়া মমতা-মদ-অভিমান,
সীতানাথে সদা করহ ভজন ॥

সব বাজে হিরদে বাজৈঁ, প্রেম পখাবজ তার।
মন্দির ঢূঁঢত কো ফিরৈ, মিল্যো বজাবনহার ॥ (মলুকদাস।)

প্রেমের সেতাঁর পাখোয়াজ আদি,
হৃদয়েই বাজে বাজনা সকল।
বাদকে তাদের পাইবার লাগি
মন্দিরে কে বল খুঁজিবে কেবল?

করৈ পখাবজ প্রেমকা, হিরদে বজাবৈ তাব।
মনে নচাবৈ মগন হৈব, তিসকা মতা অপার॥ (মলুকদাস।)

প্রেমেরে করিয়া পাখোয়াজ যেবা,
হৃদয়ের মাঝে বাজা'য়ে সেতার,
মগন হইয়া মনেরে নাচায়,
অপার তাহার সুবুদ্ধি-বিচার।

টীকা। মগন নাচায়—ভাব-মগ্ন হইয়া আপনার মনকে নাচায়।

ভক্তি-পথ।

শ্রুতি সম্মত হরিভক্তিপথ, সংযুত বিরতি বিবেক।
তেহি পরিহরহিঁ বিমোহবশ, কল্পহিঁ পন্থ অনেক॥ (তুলসীদাস।)

বিবেক-বৈরাগ্য-যুত হরিভক্তি—
শ্রুতির সম্মত এই পথ সার।
কল্পনা করিছে বহু পথ লোকে,
বিমোহবশে তা' করি' পরিহার॥

টীকা। বিমোহ—বিশেষ অর্থাৎ প্রবল মোহ।

পিয়কা মারগ কঠিন হৈ, খাঁড়া হো জৈসা।
নাচন নিকসী বাপুরী, ফির ঘুঁঘট কৈসা॥ (কবীর।)

প্রিয়েরে পাইবার পথ বটে কঠিন,
খাঁড়ার মত বটে হয় তা' ধারাল;
আসরে নামি' কিন্তু নাচিবারে নর্ত্তকী
কেমনে বা করিবে ঘোমটা আড়াল?

পিয়কা মারগ সুগম হৈ, তেরা চলন অবেঢ়।
নাচ ন জানৈ বাপুরী, কহৈ আঙ্গনা টেঢ ॥ (কবীর।)

প্রিয়েরে পাইবার পথ হয় সুগম,
চলন তোর কিন্তু আনাড়ি-সমান।
নাচিতে না জানিলে নর্ত্তকী ব'লে থাকে,—
উঁচু-নীচু নিশ্চয় এই যে উঠান ॥

টীকা। দৃশ্যতঃ পরস্পর-বিরোধী এই দুটী দোহার নিগূঢ়ার্থ এই যে, সে পথ কঠিন বটে, কিন্তু আসরে নাচিতে নামিয়া ঘোমটা দিলে চলিবে না—সর্ব্ব প্রযত্নে সেই কঠিনতাকে জয় করিতে হইবে। আমাদের চলন যদি আনাড়ির মত না হইয়া অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলেই পথ সুগম হইয়া যায়।

কবীর কবত হৈ বিনতি, সুনো সন্ত চিত লায়।
মারগ সিরজনহারকা, দীজৈ মোহি বতায় ॥ (কবীর।)

ওহে সাধু! শুন, শুন মন দিযা,
কবীর বিনয়ে করে নিবেদন—
যেই পথে গেলে পাব সবিতাবে,
সেই পথ মোরে কর প্রদর্শন ॥

টীকা। সবিতারে=সৃজনকর্ত্তাকে।

ভক্তি-বীজ

—:*:—

সৎনাম হাল জোইয়ে, সুমিরণ বীজ জমায়।
খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড শুখা পড়ে, ভক্তি বৃথা না যায়॥ (কবীর।)

সৎনাম-লাঙ্গলে দেহ-ক্ষেত চষিয়া
স্মরণ-বীজ তাহে করিলে বপন,
সসাগরা এ ধরা যদিও বা শুকায়,
ভক্তি-বীজ বৃথা না যায় কদাচন॥

ভক্তিবীজ বিনসে নহীঁ, আয় পড়ে জো চোল।
কাঞ্চন জো বিষ্ঠা পড়ে, ঘটৈনা তাকো মোল॥ (কবীর।)

ভক্তির বীজ নাহি বিনষ্ট হয়, যদি
কোনরূপে দেহেতে পড়ে তা' কখন।
কাঞ্চন যদি কভু বিষ্ঠায় প'ড়ে যায়,
নাহি কমে তাহার মূল্য কদাচন॥

ভক্তিবীজ পলটৈ নহীঁ, জো জুগ জায় অনন্ত।
উচ নীচ ঘব আয়া করে, জো সন্তকে সন্ত॥ (কবীর।)

ভক্তির বীজ যদি স্ফুরে চিত্তে বারেক,
অনন্ত যুগেতেও নাশ তার নাই।
উচ্চ বা নীচ কুলে ঘুরে ফিরে এলেও,
যে সাধু সেই সাধু থাকে সে সদাই॥

———

ভগবন্মহিমা।

তিল পব রাখ্যো সকল জগ, বিদিত বিলোকত লোগ।
তুলসী মহিমা রামকো, কোউ ন জানি বিয়োগ ॥ (তুলসীদাস।)

তিলের সমান সকল জগৎ
জানেন দেখেন যেই প্রভু রাম।
হে তুলসী। কেহ জানিবে না কভু
মহিমাব তাঁর কোথায় বিরাম ॥

রঘুপতি কীরতি-কাহিনী, ক্যোঁ কহেঁ তুলসীদাস।
শবদ প্রকাশ আকাশ ছবি, চারু মলিনতা ভাস ॥ (তুলসীদাস।)

শ্রীরামের কীর্ত্তির সুকাহিনী, তুলসী,
বর্ণনা করা কি তা' যায়?
বিকসিত-শারদ-আকাশ-ছবি চারু
তাব কাছে মলিনতা পায় ॥

রামচরিত রাকেশকর, সরস সুখদ সব কাহু।
সজ্জন কুমুদ চকোরচিত, হিত বিশেষ বড় নাহু ॥ (তুলসীদাস।)

রাকাশশিকব সম সরস সুখদ হয়
শ্রীরামের সুচরিত অতি মনোহর।
কুমুদ-সদৃশ তাই সজ্জন-চিত্ত-চকোর
হিতকরী সেই সুধা পিয়ে নিরন্তর ॥

টীকা। রাকাশশিকর—পূর্ণচন্দ্রের কিরণ।

বাম স্বরূপ মহিমা প্রীতি, বচন অগোচব বুদ্ধি পর সনেহ।
অবগতি অকথ অপাব, নেতি নেতি নিত নিগম কহ॥ (তুলসীদাস।)

শ্রীরামের স্বরূপ- স্নেহ-প্রীতি-মহিমা
বচন ও বুদ্ধির অতীত অপার।
নেতি নেতি নিয়ত নিগম কহিয়াও
পাবিল না বুঝিতে শেষ সে সবাব॥

টীকা। "যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

বর্ষা ঋতু রঘুপতি, ভগতি তুলসী শালি সুদাস।
রাম নাম বর বরণ জগ, সাবন ভাদো মাস॥ (তুলসীদাস।)

বরষা-ঋতু সম রঘুপতি, তুলসী!
ভকতি হয় শালি-ধান্যেব সমান।
জগতে শ্রেষ্ঠ বস্তু যে রামনাম, তাঁহা
শ্রাবণ ভাদ্র সম, জানহ সন্ধান॥

কাল করম গুণ দোষ, জীবতি যাকে হাথ।
তুলসী বঘুবব রাবরো, জান জানকীনাথ॥ (তুলসীদাস।)

কাল কর্ম্ম দোষ গুণ জগৎ ও জীব সব,
সতত আযত্তাধীন হ'যে আছে যাঁব,
জানকীবল্লভ সেই রাম-বঘুবীরে তুমি
জ্ঞাত হও, হে তুলসী! কহি বার বার॥

বহন বহন্তা থল করৈ, থল কর বহন বহোয়।
সাহিব হাথ বড়াইয়া, জস চাবৈ তস হোয়॥ (কবীব।)

বহমান নদীরে করিয়া দেন স্থল,
স্থলে তিনি করেন নদী বহমান।
যাহা ইচ্ছা তাঁহার তাহাই হ'য়ে যায়,
প্রভু যদি বারেক শ্রীহস্ত বাড়ান॥

তুলসী রামহি আপুতে, সেবককি রুচি মিঠ।
সীতাপতি সে সাহিব হি, কৈসে দীজৈ পীঠ॥ (তুলসীদাস।)

শ্রীরাম আপনিই সেবক-সকলের
অতীব রুচিকর মিষ্টের সমান।
এ-হেন সীতাপতি প্রভু প্রতি, তুলসী!
কেমনে বা বিমুখ রহিবে পরাণ?

কৌন পটন্তর দিজিয়ে, দূজা নাহী কোই।
রাম সরীখা রাম হৈ, সুমির্যাঁ হী সুখ হোই॥ (দাদূ।)

কি দৃষ্টান্ত তুমি দিবে তাঁর বল?—
তুলনায় তাঁর দ্বিতীয় না রয়।
রামের সমান রাম নিজে শুধু,
স্মরিলেই তাঁরে সুখ উপজয়॥

দুখ দরিয়া সংসার হৈ, সুখকা সাগর রাম।
সুখ সাগর চলি জাইয়ে, দাদূ তজি বেকাম॥ (দাদূ)।

এ সংসার হয় দুঃখের দরিযা,
রাম-চন্দ্র হ'ন সুখ-পারাবার।
সে সুখ-সাগরে চ'লে যাও, দাদূ!
অকাজ যতেক করি' পরিহার॥

অর্থ অনূপম আপ হৈ, ঔর অনরথ ভাই।
দাদূ ঐসী জানি করি, তা সোঁ ল্যৌ লাই॥ (দাদূ।)

অর্থ অনুপম আপনি শ্রীহরি,
আর যত কিছু অনর্থ রে ভাই!
দাদূ কহে,—এই সার তত্ত্ব জানি'
অনুরাগ তাঁহে রাখহ সদাই।

পিয়কো রূপ অনূপ লখি, কোটি ভান উজিয়ার।
দয়া সকল দুখ মিটি গয়ো, প্রগট ভয়ো সুখ সার॥ (দয়াবাই।)

নিরখি' প্রিয়েব অনুপম রূপ
কোটি ভানু সম উজ্জ্বলতাময়,
সব দুঃখ তোর চ'লে গেল, দয়া।
হ'ল হৃদি মাঝে সার-সুখোদয়॥

বরনত বরনি ন আবই, কোটি চন্দ ছবি বাব॥
দশৌ দিশা পূরিত সোই, সন্ত সদা রখবার॥ (গুলাল।)

বর্ণিতে তাঁহারে আসে না বর্ণনা,
কোটি-চন্দ্র-ছবি যেন পবকাশ।
দশদিক ভরি' বিবাজিত তিনি
দেন সাধুগণে রক্ষার আশ্বাস॥

বহী এক ব্যাপক সকল, জোঁ্যা মনিকামেঁ ডোর।
থিব চর কীট পতঙ্গ মেঁ, দয়া ন দূজো ঔর॥ (দয়াবাই।)

অদ্বিতীয় তিনি সকল-ব্যাপক,
র'যেছেন সূত্র মালায যেমন।
স্থাবরে জঙ্গমে কীটে ও পতঙ্গে
তাঁহা ছাড়া আর নাহি কোন জন॥

লালী মেবে লালকী, জিত দেখৌ তিত লাল।
লালী দেখন মৈঁ গই, মৈঁ ভী হো গই লাল॥ (কবীর।)

প্রিয়ের আঁমার লালিমা এমন,
যেই দিকে চাই সেই দিকে লাল।
লালিমা তাঁহার দেখিতে যাইয়া
আমিও হইয়া গিয়াছি রে লাল॥

দীপক জোয়া জ্ঞানকা, দেখা অপরং দেব।
চার বেদকা গম নহীঁ, জহাঁ কবীরা সেব ॥ (কবীর।)

জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বালিত করি'
পরাৎপর দেবে ক'রেছি দর্শন।
চারি বেদ তথা যেতে নারে, যথা
করিছে কবীর তাঁহার সেবন ॥

শবদ সরোবর সুভব ভর্যা, হরি জল নির্ম্মল নীর।
দাদূ পীবৈঁ প্রীতসোঁ, তিনকে অখিল শরীর ॥ (দাদূ।)

শব্দের সরোবরে
সুশোভিত সতত
অতিশয় নির্ম্মল হরিরূপী নীর।
প্রীতিভরে সে নীর
পান করে যেজন,
সম্পূর্ণ হ'য়ে যায় তাহার শরীর ॥

সুন্ন মণ্ডলমে ঘর কিয়া, বাজৈ শবদ রসাল।
রোম রোম দীপক ভয়া, প্রগটৈ দীনদয়াল ॥ (কবীর।)

শূন্য-মণ্ডলেতে করিয়াছি ঘর,
বাজে তথা শব্দ-সুধা-তান-লয়।
প্রতি রোমকূপ উজল হইল,
প্রকট হইলা দীন-দয়াময় ॥

কবীর সাথী সোই কিয়া, দুখ সুখ জাহি ন কোয়।
হিলি মিলি কৈ সঙ্গ খেলই, কধী বিছোহ ন হোয় ॥ (কবীর।)

কবীর তাঁরেই সাথী করিয়াছে,
সুখ-দুঃখ যাঁর কিছুই না রয়।
মিলিয়া-মিশিয়া খেলে তাঁর সাথে,
কভু তাঁর সাথে বিচ্ছেদ না হয় ॥

জীয়ঁ তেল তিলন্নিমেঁ, জীয়ঁ গন্ধি ফুলন্নি।
জীঁয় মাখন ক্ষীরমেঁ, ঈয়েঁ রব বহন্নি॥ (দাদূ।)

তিলের ভিতরে তেল যথা থাকে,
পুষ্প মাঝে রহে সৌরভ যেমন,
দুগ্ধে যেইমত মাখনের স্থিতি,
প্রাণে ভগবান রহেন তেমন॥

দিলকে অন্দর দেহ্‌রা, জা দেবলমেঁ দেব।
হরদম সাক্ষীভূত হৈ, করো তাস্কী সেব॥ (গরীবদাস।)

হৃদয়ের মাঝে যে মন্দির রাজে,
বিরাজেন তথা দেবতা-পরম।
সাক্ষীভূত হ'যে রয়েছেন সদা,
তাঁর সেবা তুমি কর অনুক্ষণ॥

মসকহি করহি বিরঞ্চ প্রভু, অজহিঁ মসকতেঁ হীন।
অস বিচারি তজি সংসয়, রামহিঁ ভজহিঁ প্রবীন॥ (তুলসীদাস।)

মশকে বিরিঞ্চি ক'রে দেন প্রভু,
ব্রহ্মারে করেন মশা হ'তে হীন।
বিচারি' তা' মনে, সংশয় ত্যজিয়া
রামচন্দ্রে ভজে সতত প্রবীন॥

কোটি বিঘন সঙ্কট বিকট, কোটি শত্রু জো সাথ।
তুলসী বল নহিঁ করি সকৈ, জো সুদৃষ্ট রঘুনাথ॥ (তুলসীদাস।)

কোটি বিঘ্ন আর বিকট সঙ্কট
কোটি শত্রু যদি হয় আগুয়ান,
প্রবল তাহারা হইতে না পারে,
কৃপাদৃষ্টি যদি করেন শ্রীরাম॥

চার পীল পিপীলকা, জো পহুঁচাবত রোজ।
দূলন ঐসে নামকী, কীন্‌হ চাহিয়ে খোজ॥ (দূলনদাস।)

গজবাজ হইতে পিপীলিকা অবধি
সবার রোজ যিনি আহার যোগান,
সেই দযাময়ের, সে মহিমাময়ের
স্মরিতে হয় সদা সুধাময় নাম॥

কতহুঁ প্রগট নৈনন নিকট, কতহুঁ দূরি ছিপানি।
দূলন দীনদয়াল জোঁ, মালব মারু পানি॥ (দূলনদাস।)

কখনো প্রকট নযন-নিকটে,
কখনো বা দূরে লুকাইয়া র'ন—
মালব-মারুতে সলিলের মত—
দীন-দযাময় শ্রীহরি, দূলন।

টীকা। মালব মারুতে সলিলের মত = মালবে অর্থাৎ মালবা দেশে জল যেমন বিপুলায়ত ও সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য, কিন্তু মরুভূমিময় মাড়োয়ার দেশে তাহা যেমন অল্পায়ত ও অনেক দূরে দূরে অবস্থিত ও দুষ্প্রাপ্য,—তেমনি।

আগ জলায় সকৈ নহীঁ, সস্তর সকৈ ন কাটি।
ধূপ সুখায় সকৈ নহীঁ, পবন সকৈ নহি আটি॥ (সহজীবাই।)

অনল তাঁহারে জ্বালাইতে নারে,
অস্ত্র নাহি পারে কাটিবারে তাঁয।
রৌদ্র নাহি পারে শুকাইতে তাঁরে,
সাধ্য নাহি তাঁরে পবন উড়ায়॥

জিভ্যা চাখি সকৈ নহীঁ, শ্রবণ শুনৈ নহিঁ তাঁহি।
নৈন বিলোকি সকৈ নহীঁ, নাসা তুচা ন পাহি॥ (সহজীবাই।)

রসনা তাঁহারে আস্বাদিতে নারে,
শ্রবণ অক্ষম শুনিবারে তাঁয়!
নযন তাঁহারে হেরিবারে নারে,
নাসিকা তাঁহার গন্ধ নাহি পায়॥

রূপ নাম গুণ সুঁ রহিত, পাঁচ তত্ত্ব সুঁ দূর।
চরণদাস গুরুনে কহী, সহজো ছিমা হুজুর॥ (সহজীবাই।)

রূপ নাম গুণ নাহিক তাঁহার,
পাঁচ তত্ত্ব হ'তে হ'ন তিনি দূর।
শ্রীচরণদাস গুরুদেব মোর
কহিলেন—ক্ষমা আপনি হুজুর॥

টীকা। ক্ষমা আপনি হুজুর—প্রভু ক্ষমাময়—ক্ষমার মূর্ত্তি।

গুণ তীনোঁ সুঁ হৈ পরে, তামেঁ রূপ ন রেখ।
বোধ-রূপ হো সহজিয়া, ব্রহ্ম দৃষ্টি করি দেখ॥ (সহজীবাই।)

ত্রিগুণের তিনি অতীত, তাঁহাতে
রূপ কিম্বা রেখা কিছুমাত্র নাই।
বোধ-রূপী তিনি হ'ন, হে সহজী!
ব্রহ্ম-দৃষ্টি করি' দেখহ সদাই॥

টীকা। ব্রহ্ম দৃষ্টি—ব্রহ্ম ভাব-ভাবিত দৃষ্টি, যে দৃষ্টি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" দেখে।

কহ মলূক হম জবহিঁ তেঁ, লীন্হী হরিকী ওট।
সোবত হৈ সুখ নীঁদ ভরি, ডারি ভরমকী পোট॥ (মলূকদাস।)

কহিছে মলূক—আমি যবে হ'তে
গ্রহণ ক'রেছি শ্রীহরি-শরণ,
তখন হইতে সুখে নিদ্রা যাই,
ভ্রমের পুঁটুলি করি' নিক্ষেপন॥

হম জানত তীরথ বড়ে, তীরথ হরিকী আশ।
জিনকে হিরদে হরি বসৈ, কোটি তীরথ তিন পাস॥ (মলূকদাস।)

তীর্থ বড, আমি মনে করিতাম,
কিন্তু তীর্থ হরি-মুখাপেক্ষী হয়।
যাহার হৃদযে শ্রীহরির বাস,
কোটি তীর্থ তার নিকটেই রয়॥

টীকা। যাহার.. বাস—যে স্বীয় হৃদয়ে শ্রীহরির অবস্থিতি অনুভব করে।

ভক্ত হেতু ভগবান প্রভু, রাম ধরো তন ভূপ।
কিয় চরিত্র পরম পাবন, প্রাকৃত নর অনুরূপ ॥ (তুলসীদাস।)

ভক্ত-হেতু রাম প্রভু ভগবান
ধারণ করিলা নরপতি-রূপ।
কিবা সে চরিত্র পরম পাবন,
কেমন প্রাকৃত-নর-অনুরূপ।

ভক্ত হেতু হরি আইয়া, পিরথী ভার উতারি।
সাধনকী রচ্ছা করী, পাপী ডারৈ মারি ॥ (সহজীবাই।)

ভক্ত-হেতু হরি আসেন এখানে,
পৃথিবীর ভার করিতে হরণ।
সাধুদের সদা রক্ষিছেন তিনি,
পাপীদের ধ্বংস করিয়া সাধন।

খেলত বালক ব্যাল সহ, মে তি পাবক হাথ।
তুলসী শিশু পিতু মাতু জ্যো, রাখয় সিয় রঘুনাথ ॥ (তুলসীদাস।)

সাপের সহিত খেলিলে বালক,
দিতে গেলে বা সে আগুনেতে হাত,
বাঁচান তাহারে পিতামাতা যথা,
সেবকে তেমনি সীতা-রঘুনাথ ॥

হরি ভক্তনকে কাজ হিত, জুগ জুগ করী সহায়।
সো শিব সেস ন কহি সকৈ, কহা কহৌ মৈঁ গায় ॥ (মলূকদাস।)

যুগে যুগে শ্রীহরি সহায়ক হয়েন
হিতকর কাজেতে ভক্ত সবাকার।
শিব নাহি পারেন শেষ যার কহিতে,
আমি কিবা গাহিব সে মহিমা তাঁর?

সগুণ ও নির্গুণ।

——:০:——

'নির্গুণ হ্যায় সো পিতা হামারা, সগুণ হ্যায় মাহ্‌তারী।
কাকো নিন্দো কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী॥ (অজ্ঞাত।)

নির্গুণ বটেন পিতা আমার রে,
মাতা মোর কিন্তু সগুণা।
কাহারে বা নিন্দি, কাহারে বা বন্দি?
পাল্লায় লঘু-গুরু দেখি না॥

টীকা। পিতা = পুরুষ। মাতা = প্রকৃতি।

হিয় নির্গুণ, নয়নন সগুণ, রসনা রাম সুনাম।
মনহুঁ পুরট সংপুট লসত, তুলসী ললিতললাম॥ (তুলসীদাস।)

হৃদয়ে ভাব নির্গুণ নয়নে দেখ সগুণ,
রসনায় জপ রাম-সুনাম।
তুলসী রে! রহিবেন মনের ভাণ্ডারে তোর
শ্রীরামচন্দ্র ললিত-ললাম॥

টীকা। ললিত-ললাম = ললিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সগুণ-ধ্যান রুচি সরস, নহিঁ নির্গুণ মনতে দূরি।
তুলসী সুমিরহু রামকো, নাম সজীবন মূরি॥ (তুলসীদাস।)

সগুণ-ধ্যান বড় সরস রুচিকর,
নির্গুণ হ'তে কিন্তু দূরে মন রেখো না
হে তুলসী! রামের মৃত্যুঞ্জয় নামটী
স্মরহ, দেখো যেন কখনও ভুলো না॥

নাম নহী ঔ নাম সব, রূপ নহী সব রূপ।
সহজো সব কুছ ব্রহ্ম হৈ, হরি পরগট হরি গুপ। (সহজীবাই।)

নাম তাঁর নাই—সব তাঁর নাম,
রূপ তাঁর নাই—সর্ব্ব রূপে র'ন।
যাহা কিছু আছে ব্রহ্মই সকলি,
হরি প্রকটিত, হরি গুপ্ত হন॥

নির্গুণ সূঁ সগুণ ভয়ে, ভক্ত উবারণহার।
সহজীকী দণ্ডৌত হৈ, তাকূঁ বারম্বার॥ (সহজীবাই।)

নির্গুণ হইয়াও, সগুণ হ'ন যিনি
করিবারে ভক্তের রক্ষণ-বিধান,
ভক্তিভরে সহজী বারবার করিছে
দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহারে প্রণাম॥

একমেবাদ্বিতীয়ম

—:০:—

সমদৃষ্টি সদ্গুরু কিয়া, দিয়া অবিচল জ্ঞান।
জহঁ দেখোঁ তহঁ একহী, দূজো নাহী আন॥

সমদৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন সদ্গুরু—
করিলা অবিচল জ্ঞান তিনি দান।
চাহি আমি যেদিকে, দেখি সব একই,
এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাহি কিছু আন॥

কহনা থা সো কহি দিয়া, অব কুছ কহা না যায়।
এক রহা দূজা গয়া, দরিয়া লহর সমায়। (কবীর।)

কহিবার যাহা কহিয়া দিয়াছি,
আর কথা কিছু কহা নাহি যায়।
এক আছে, দুই গিয়াছে চলিয়া,
সাগরেতে যথা লহর মিশায়॥

মৈঁ লাগা উস একসে, এক ভয়া সব মাহিঁ।
সব মেরা মৈ সবনকা, তহাঁ দূসরা নাহিঁ॥ (কবীর।)

আমি সেই একে লাগিয়া গিয়াছি,
সবার মাঝারে যে এক সদাই।
সকলি আমার, আমি সকলের,
পর বা পরের কিছু তথা নাই॥

সর্ব্বঘটস্থ।

সবকে ঘটমে হরি হৈ, পহিচানত নহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নহিঁ জানত ঢুঁঢত ব্যাকুল হোই॥ (তুলসীদাস।)

সর্ব্বঘটে হরি করেন বিরাজ,
চিনিয়া লইতে নারে কেহ তাঁয়।
নাভির সুবাস মৃগ নাহি জানে,
অন্বেষিয়া মরে ব্যাকুল হিয়ায়॥

যা কারণ জগ ঢুঁঢিয়া, সো তো ঘটহিঁ মাহিঁ।
পরদা দিয়া ভ্রমকা, তাতে সুঝে নাহিঁ॥ (কবীর।)

তিনি তো আছেন দেহেরি ভিতরে,
জগত যাঁহারে খুঁজিয়া বেড়ায়।
করিলা ভ্রমের মহা আবরণ,
তাই লোকে নারে বুঝিবারে তাঁয়॥

কস্তুরী কুণ্ডল বসৈ, মৃগ ঢুঁঢৈ বন মাহিঁ।
ঐসে ঘটমে পীউ হৈ, দুনিয়া জানৈ নাহিঁ॥ (কবীর।)

কস্তুরী মৃগের নাভি-কুণ্ডলেতে,
বনে কিন্তু সে তা' খুঁজিয়া বেড়ায়।
দেহের ভিতরে প্রভু বিরাজেন
তেমনি, দুনিয়া নাহি জানে তাঁয়॥

সবহি ঘটমে হরি বসে, জোঁয়া গিরিপ্রস্তরমে জ্যোতি।
জ্ঞান গুরু চকমক বিন, কৈসে প্রগট হোতি॥ (কবীর।)

সকল ঘটেতেই শ্রীহরি বিরাজেন,
প্রস্তরেতে অনল রহে যে প্রকার।
জ্ঞান-গুরু-চকমকি ব্যতিরেকে কেমনে
বল দেখি প্রকাশ হইবে তাঁহার?

টীকা। জ্ঞানগুরু চকমকি—গুরু জ্ঞানের মূর্ত্তি (গুরু ধ্যানে তাঁহাকে "কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং" বলা হইয়াছে)—সেই গুরুরূপী চকমকি। চকমকি—যে লোহের দ্বারা প্রস্তরখণ্ডে আঘাত করিয়া পূর্ব্বে আগুন জ্বালানো হইত।

সাহিব সব ঘট রমি রহ্যো, পূরণ আপৈ আপ।
ভীখা জো নহিঁ জানহী, সহৈ করম সন্তাপ॥ (ভীখা।)

সর্ব্বঘটে প্রভু সুখে বিরাজেন,
আপনাতে পূর্ণ আপনি রমণ।
এ ভাবে তাঁহারে নাহি জানে যেবা,
সে কর্ম্ম-সন্তাপ সহে অগণন॥

জ্যোঁ তিল মাহীঁ তেল হৈ, জ্যোঁ চকমকমেঁ আগি।
তেরা সাঁই তুঝমে, জাগি সকৈ তো জাগি ॥ (কবীর।)

তিলের ভিতরে তৈল যেইমত,
চকমকি-মাঝে আগুণ যেমন,
প্রভু তব তথা তোমারি ভিতরে—
জাগিতে পারিলে জাগহ এখন ॥

জ্যোঁ নৈননমে পুতরী, ত্যোঁ খালিক ঘট মাহিঁ।
মূরখ লোগ ন জানহীঁ, বাহর ঢুঁঢন জাহিঁ ॥ (কবীর।)

পুতলী যেমন নয়নের মাঝে,
দেহ-মাঝে প্রভু রহেন তেমন।
মূর্খ লোক তাহা না জানিয়া যায়
বাহিরে করিতে তাঁর অন্বেষণ ॥

পাবকরূপী সাঁইয়া, সব ঘট রহা সমায়।
চিত চকমক লাগৈ নহীঁ, তাতে বুঝি বুঝি যায় ॥ (কবীর।)

পাবক-রূপী প্রভু
প্রবিষ্ট র'য়েছেন
সর্ব্বঘটে সতত যথায়-তথায়।
চিত্তেরে চকমকি
নাহি করে আঘাত,
তাই সেই অনল নিভে নিভে যায় ॥

জ্যোঁ পয় মদ্ধে ঘীউ হৈ, ত্যোঁ রমৈয়া সব ঠৌর।
বক্তা শ্রোতা বহু মিলে, মথি কাঢৈঁ তে ঔর ॥ (কবীর।)

দুগ্ধের ভিতরে ঘৃত যেইমত,
সর্ব্ব স্থানে প্রভু রহেন তেমন।
বক্তা শ্রোতা বহু মিলে যথা-তথা,
মথিয়া বাহির করে শক্ত জন ॥

সব ঘট ব্যাপক রাম হৈ, দেহী নানা ভেষ।
রাব রংক চণ্ডাল ঘর, সহজো দীপক এক॥ (সহজীবাই।)

সর্ব্বঘটে হ'ন ব্যাপক শ্রীরাম,
শরীর কেবল বিবিধ প্রকার।
দরিদ্র, ধনী ও চণ্ডালের ঘরে
একই প্রদীপ নাশে অন্ধকার॥

বালকরূপী সাঁইয়া, খেলে সব ঘট মাহিঁ।
যো চাহৈ সো করত হৈ, ভয় কাহুকা নাহিঁ॥ (কবীর।)

সর্ব্বঘট-মাঝে করিছেন খেলা
বালক-রূপেতে প্রভু যে আমার।
যাহা ইচ্ছা তাই করিছেন তিনি,
কাহারো কিছুই ভয় নাহি তাঁর॥

যহ মসীৎ যহ দেহরা, সৎগুরু দিয়া দিখাই।
ভীতরি সেবা বন্দগী, বাহরি কাহে যাই॥ (দাদূ।)

যেই মসজিদ আর যে মন্দির
সদ্‌গুরু করিলা মোরে প্রদর্শন,
তাহারি ভিতরে সেবা-নমস্কার,
বাহিরে তাহার যাব কি কারণ?

টীকা। যেই. . .মন্দির—এই দেহ— তাহাকে মসজিদই বল আর মন্দিরই বল।

রাম রায় ঘটমে বসৈ, ঢুঁঢত ফিরৈ উজাড়।
কোই কাশী কোই প্রাগমে, বহুত ফিরৈ ঝকমার॥ (মলূকদাস।)

এ দেহেরি ভিতরে
আছেন রাম-রায়,
খুঁজিতে স্থান কিন্তু বাকী নাহি রয়।
কেহ খোঁজে কাশীতে,
কিম্বা কেহ প্রয়াগে—
অনেক ঘুরে ফিরে ঝকমারি সয়॥

টীকা। রায়—প্রভু।

সুন্দর সদ্‌গুরু মিহর করি, নিকট বতায়া রাম।
জহাঁ তহাঁ ভটকত ফিরৈ, কাহে কো বেকাম॥ (সুন্দরদাস।)

হে সুন্দর! গুরু করুণা করিয়া,
নিকটেই দিলা রামের সন্ধান।
যেখানে-সেখানে ঘুরিছ ফিরিছ
তবে কেন বৃথা ব্যাকুল-পরাণ?

সুন্দর অন্দর পৈসি করি, দিলমেঁ গোতা মারি।
তৌ দিলহীমেঁ পাইয়ে, সাঁই সিরজনহারি॥ (সুন্দরদাস।)

অন্দরের মাঝে প্রবেশ করিয়া
হৃদয়-কপাট ঠেল বার বার।
সেই হৃদয়েরি ভিতরে পাইবে
দেখিতে তাঁহারে এই সৃষ্টি যাঁর॥

স্বর্গ সাত অসমান পর, ভটকত হৈ মন মূঢ়।
খালিক তো খোয়া নহীঁ, ইসী মহলমেঁ ঢুঁঢ়॥ (গরীবদাস।)

সপ্ত স্বর্গে আর আকাশে আকাশে
ঘুরিয়া বেড়াও, ওরে মূঢ় মন।
প্রভু তো পথের খোয়া ন'ন—তাঁরে
এই দেহেতেই কর অন্বেষণ॥

মন মথুরা দিল দ্বারিকা, কায়া কাশী জান।
দশ দ্বারকা দেহরা, তামেঁ জ্যোতি পিছান॥ (কবীর।)

এ মন মথুরা, এ হিয়া দ্বারকা,
কাশী এই কায়া জানহ নিশ্চয়।
দশ-দ্বার-যুত এই যে মন্দির,
ইহাতে চিনিয়া লহ জ্যোতির্ময়

গগন-মণ্ডলমেঁ রমি রহা, তেরা সঙ্গী সোয়।
বাহির ভরমে হানি হৈঁ, অন্তর দীপক জোয়॥ (গবীবদাস।)

গগন-মণ্ডল বমিত যাঁহাতে,
সঙ্গী তব জেনো শুধু সেই জন।
বাহিবে ঘুবিলে হানি উপজিবে,
অন্তর-প্রদীপ জ্বালহ এখন॥

৩৮

[illegible] ও পষান পূজতে, সরা ন একৌ কাম।
[illegible]টি তন কর দেহরা, মন কর শা[illegible]লগরাম॥ ([illegible]টি।)

জল ও পাষাণ পূজিতে পূজিতে
একটীও নাহি পূরে মনস্কাম।
মন্দিব কবহ দেহেবে তোমার,
মনেবে তোমাব কর শালগ্রাম॥

[illegible] অন্তর চাদনা, কোটি সূর শশী ভান।
[illegible] দেহরা, কাহে পূজি পষান॥ (গবীবদাস।)

চিত্ত-মাঝে তব স্ফুবিতেছে জ্যোতি,
কোটি ভানু-শশী-সম পরকাশ।
হৃদয়-ভিতরে থাকিতে মন্দিব,
পাষাণ পূজিতে কেন রে প্রয়াস?

দাদূ দেখৌ নিজ পীউ কৌঁ, দূসর দেখৌ নাহিঁ।
সব দিসা সোঁ সোধি করি, পায়া ঘটহী মাহিঁ॥ (দাদূ।)

দাদূ দেখে শুধু নিজ প্রিয়তমে,
আর কিছু নহে দৃষ্টির গোচব।
সব দিকে তাঁবে খুঁজিয়া আসিযা,
পাইযাছে তাঁবে দেহেরি ভিতর॥

দাদু নিরন্তর পিউ পাইয়া, তীন লোক ভরপূরি।
সব সেজোঁ সাঁই বসৈ, লোগ বতাবৈঁ দূরি ॥ (দাদু।)

দাদু নিরন্তর প্রিয়েরে পেয়েছে,
ত্রিলোকে তাঁহারে দেখে ভরপূর।
সব ঠাঁই প্রভু করেন বিরাজ,
লোকে বলে তিনি র'য়েছেন দূর ॥

সব বন তুলসী ভয়ে, সব পাহাড় শালগেরাম।
সব পানি গঙ্গা ভয়ে, যব্ ঘটমে বিরাজে রাম ॥ (অজ্ঞাত।)

সব বন হয় তুলসী-কানন,
সকল পাহাড় হয় শালগ্রাম,
সব জল হয় গঙ্গাজল, যবে
হৃদয়ে শ্রীরামে হেরি রাজমান ॥

"মামেকং শরণং ব্রজ।"

জো তু চাহ মুঝকো, মৎ রাখো কুছ আশ।
মুঝ সারিখা হো রহো, সব কুছ তেরে পাশ ॥ (কবীর।)

তুমি যদি, জীব! আমারেই চাও,
রাখিওনা আশা কিছুরই আর।
মম সম হ'য়ে রহিবে তা' হ'লে,
সকলি রহিবে নিকটে তোমার ॥

। ভগবদ্বাক্য।

একহি সাধে সব সাধে, সব সাধে সব যায়।
যো তু সিঁচো মূলকো, ফুলে ফলে অঘায়॥ (অজ্ঞাত।)

এক সাধে যেবা সব সাধে সেই,
সব সাধে যেবা সব তার যায়।
গাছের গোড়ায় জল ঢালিলে, সে
ফুলে আর ফলে তবে শোভা পায়॥

যো যহ একৈ জানিয়া, তৌ জানৌ সব জান।
যো যহ এক ন জানিয়া, তৌ সবহী জান অজান॥ (কবীর।)

এই একে যেবা জানিতে পেরেছে,
জেনেছে সকলি সেই জ্ঞানবান।
একেরে যেজন জানিতে পারেনি,
সব জানা তার অজানা-সমান॥

সব আয়ে উস একমেঁ, ডার পাত ফল ফূল।
অব কহো পাছে ক্যা রহা, গহি প্যাকড়া জব মূল॥ (কবীর।)

সকলি চলিয়া আসে ওই একে,
ডাল আর পাতা আর ফল-ফুল।
বল এবে, আর বাকি কি রহিল,
গৃহীত হইল যে সময়ে মূল?

কবীর যা জগ আই কৈ, কীয়া বহুতক মিন্ত।
জিন দিল বাঁধা একসে, সো সোবৈ নিঃচিন্ত॥ (কবীর।)

হে কবীর। এই জগতে আসিয়া
করিয়াছ বহু মিত্রতা স্থাপন।
কিন্তু যার হিয়া একে বাঁধা থাকে,
নিশ্চিন্ত হইয়া সে করে শয়ন॥

টীকা। কারণ, তাহাকে চিন্তাযুক্ত করতঃ বিশ্রামশূন্য ও বিনিদ্র করিবার কিছুই থাকে না।

রাম মিতাই না চলৈ, ঔর মিত্র জো হোই।
পল্টু সরবস দীজিয়ে, মিত্র না কীজৈ কোই ॥ (পল্টু।)

রাম সহ মিত্রতা
চলিবেনা তোমার,
যদ্যপি মিত্র তব রহে অন্য জন।
সর্ব্বস্ব দিয়ে দিও,
তবু তুমি ক'রোনা
অপরের সহিত মিত্রতা স্থাপন ॥

সবৈ কহাবত রামকে, সবহী রামকী আশ।
রাম কহে জ্যহি আপনো, ত্যহি ভজু তুলসীদাস ॥ (তুলসীদাস।)

সব কথা তোর বলিবি শ্রীরামে,
শ্রীরামের শুধু করিবি আশ।
শ্রীরাম কহেন যাঁরে আপনার,
ভজিবি তাঁহারে, তুলসীদাস।

সুরনরমুনি কোউ নাহিঁ, জেহি ন মোহমায়া প্রবল।
অস বিচারি মনমাহি, ভজিয় মোহমায়াপতি হি বল ॥ (তুলসীদাস।)

সুর নর মুনি কেহ নাহি, যাঁর
মোহ আর মায়া নহেক প্রবল।
বিচার করিয়া মনোমাঝে ইহা,
মোহমায়া-পতি ভজহ কেবল ॥

অস বিচারি মন ধীর, ত্যজি কুতর্ক সংশয় সকল।
ভজহ রাম রঘুবীর, করুণাকর সুখদ সুন্দর ॥ (তুলসীদাস।)

ধীর মনে ইহা বিচার করিয়া
কুতর্ক সংশয় ত্যজিয়া সকল,
সুখদ সুন্দর করুণার খনি
রাম রঘুমণি ভজহ কেবল ॥

ঘট সমুদ্র লখ না পড়ে, উঠে লহর অপার।
দিলদরিয়া সমরথ বিনা, কৌন উতারে পার॥ (কবীর।)

এ দেহ সমুদ্র সম, কূল নাহি দেখা যায়,
উঠিছে আবার তায় লহর অপার।
দিলদরিয়ায় পাড়ি দিতে পারে যেই জন,
সেই জন বিনা আর কে করিবে পার?

টীকা। লহর—বাসনার তরঙ্গমালা।

কবীর যাকি গাঁঠি রাম হ্যায়, তাকো হ্যায় সব সিধ।
করযোড় ঠাড়ি পারই, আটসিধ নও নিধ॥ (কবীর।)

রাম যার গাঁঠিতে বিরাজেন, কবীর,
করতলগত হয় সব সিদ্ধি তার।
করযোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার
রহে সদা অষ্টসিদ্ধি নবনিধি আর॥

টীকা। অষ্টসিদ্ধি—অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা এই আট প্রকার সিদ্ধি। নবনিধি—পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব্ব এই নব রত্ন।

তন থির মন থিব ঘচন থির, সুরত নিরত থির হোয়।
কহে কবীব ইস পলককো, কল্প না পাওয়ে কোয়॥ (কবীব।)

আত্মার সহিত কায়মনোবাক্য
ভগবচ্চরণে স্থির যার রয়,
তার যে আনন্দ এক এক পলে,
কল্পনা করা তা' কারো সাধ্য নয়॥

প্রীতি জো মেরে পীউকী, পৈঠী পিঞ্জর মাহিঁ।
রোম রোম পিউ পিউ করৈ, দাদূ দূসর নাহিঁ॥ (দাদূ।)

প্রীতি যে আমার প্রিয়তম প্রতি
প্রবেশ করিয়া দেহ-পিঁজরায়,
প্রতি রোমকূপে পিউ পিউ করে,
আর কিছু নাই দাদূর তথায়॥

পল্টু, হরিকে কারণে, হম তো ভয়ে ফকীর।
হরি সোঁ পঞ্জা লায় ফির, তীনো লোক জগীর ॥ (পল্টু।)

পল্টু কহিতেছে—হরির কারণে
আমি তো হইয়া গিয়াছি ফকীর,
শ্রীহরির পাঞ্জা ল'য়ে ভ্রমিতেছি,
ত্রিলোক হ'য়েছে মোর জায়গীর ॥

টীকা। পাঞ্জা—করতলের ছাপ, বাদসাহী আমলে যাহা বাদসাহের আদেশপত্রে বা জায়গীর ইত্যাদির দানপত্রে ব্যবহৃত হইত।

সব্‌কো দাতা রাম।

অজগর করেনা চাকরী, পঞ্ছী করে ন কাম।
দাস মালিকা কহ্ গরে, সব্‌কো দাতা রাম ॥ (মালিকাদাস।)

অজগর কারি চাকরী করে?
পাখীরা কি কাজ করিছে?
সকলেরি দাতা শ্রীরামচন্দ্র,
মালিকাদাস কহিছে ॥

জঙ্গল জুড়ে না লকড়ী, সাগর জুডে ন নীর।
পড়ে উপাস কুবের ঘর, জঁও বিপক্ষ রঘুবীর ॥ (তুলসীদাস।)

সারা বন খুঁজে মিলেনাকো কাঠ,
সরোবর-মাঝে নাহি মিলে নীর,
উপবাসী থাকে স্বগৃহে কুবের,
যদি রে বিপক্ষ হ'ন রঘুবীর ॥

দওড়ো কোশ হাজারো, বসে লছমী পাশ।
বিন দিয়ে রঘুনাথকে, মিলেনা তুলসীদাস॥ (তুলসীদাস।)

হাজার ক্রোশ লোকে দৌড়িয়া মরে বৃথা,
যদ্যপিও কমলা কাছে ব'সে র'ন।
রাম যদি না দেন, তবে ওরে তুলসী।
মিলে না রে, মিলে না কিছু কদাচন॥

বাধক সব সবকে ভয়ে, সাধক ভয়ে ন কোই।
তুলসী রামকৃপালতে, ভলী হোয় সে হোই॥ (তুলসীদাস।)

সকলেই সকলের বাধক এ জগতে,
সাধক কেহ কারো নয়।
ভাল হ'লে, তুলসী, শ্রীরামেরি কৃপায়
ভাল শুধু লোকের হয়॥

টীকা। বাধক ব্যাঘাতকারী। সাধক—কার্যসম্পাদনকারী, সাহায্যকারী।

হিতপর বাঁঢ বিরোধ বব, অনহিত পর অনুবাগ।
বাম বিমুখ বিধি বামগতি, সগুণ অঘায় অভাগ॥ (তুলসীদাস।)

শ্রীরাম বিমুখ বিধি বাম যাবে,
হিতের বিরোধী হয়ে সেইজন
আর অহিতেতে অনুরাগী হ'য়ে,
দুর্ভাগ্যে ও পাপে হয় নিমগন॥

বর্ষাকো গোবর ভয়ো, কীচ হৈ কো করৈ প্রীতি।
তুলসী তু অনুভবহি অব, রাম বিমুখকি রীতি॥ (তুলসীদাস।)

বর্ষার গোবর আর তার কাদা,
কেবা বল করে তাদেরে আদর?
অনুভবে বুঝ, তুলসী, এখন
রাম-বিমুখের দশা কষ্টকর॥

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহম্।"

—০—

তুম য্যায়সা রাম পর, তুমর্কে ত্যাংসা রাম।
ডাহিনে যাওতো ডাহিনে যায়, বামে যাওতো বাম॥ (কবীর।)

রামের প্রতি ভাব তোমার যেইমত,
তব প্রতি রামের ঠিকই তেমন।
ডাহিনে গেলে তুমি তিনি যান ডাহিনে,
বামে গেলে করেন বামেতে গমন॥

পল্টু জস মৈ রামকা, ঐসে রাম হমার।
জাকী জৈসী ভাবনা, তা সোঁ তস ব্যোহার॥ (পল্টু।)

আমি যেইমত শ্রীরামের হই,
শ্রীরাম হয়েন তেমনি আমার।
ভাবনা যাহার হয় যেইমত,
সেইমত সে যে পায় ব্যবহার॥

টীকা। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

সাঁই মেরা বানিয়া, সহজ করৈ ব্যোপার।
বিনা ডাঁড়ী বিন পালরে, তোলৈ সব সংসার॥ (কবীর।)

প্রভু মোর হ'ন বনিক এমন,
সহজে করেন কত কি ব্যাপার।
বিনা দাঁড়ী আর বিনা পাল্লা তিনি
ওজন করেন সকল সংসার॥

জো বহ্ উসকা হ্বৈ বহে, তো বহ্ইসকা হোই।
সুন্দর বা'তৌ না মিটৈ, জব লগ আ পঁ খোই॥ (সুন্দবদাস।)

যেঁজন তাঁহার হয যেইমত
সেইমত তার হ'ন দযাময।
কথা তাঁর কেহ পায়না শুনিতে,
যতক্ষণ নাহি আত্মহাবা হয়॥

গীতা

গীতামেঁ শ্রীকৃষ্ণ'ন, বচন কহৈ সব খোল।
সব জীবনমেঁ মৈঁ বসঁ, কৈ চব কহা অডোল॥
মৈঁ অখণ্ড ব্যাপক সকল, সহজ রহা ভবপুর।
জ্ঞানী পাবৈ নিকট হী, মূরখ জানৈ দূব॥
যোগী পাবৈ যোগসূঁ, জ্ঞানী লহৈ বিচাব।
সহজো পাবৈ ভক্তিসূঁ, জা'ক প্রেম অধাব॥ (সহজীবাঈ।)

গীতায শ্রীকৃষ্ণ করুণা করিযা
কহিলেন কথা খুলি' সমুদয়—
সকল জীবনে আমি বহিয়াছি,
চর বা অচর আমা ছাড়া নয.

আমি যে অখণ্ড সকল-ব্যাপক,
সহজেই সদা আছি ভরপুর ,
জ্ঞানী পায় মোরে নিকটেই তার,
অজ্ঞানী আমারে জানে বহু দূর ,
যোগী পায় মোরে যোগ আচরিয়া,
জ্ঞানী লয় মোরে করিয়া বিচার ;
ভক্তিতে সে জন পায় রে আমারে,
প্রেমই হ'য়েছে যাহার আধার ॥

রাম ও কাম।

যাঁহা রাম তাঁহা কাম নহিঁ, যাঁহা কাম তাঁহা রাম।
দোনো এক নহিঁ মিলে, রবি রজনী এক ঠাম ॥ (তুলসীদাস।)

কামনা যেখানে রাম নাহি তথা,
রাম যথা তথা কামনা নাই।
পারে না, পারে না রবি ও রজনী
মিলিত হইতে কভু এক ঠাঁই

রৈদাস কহৈ জাকে হৃদৈ, রহৈ রৈন দিন রাম।
সো ভগতা ভগবন্ত সম, ক্রোধ ন ব্যাপৈ কাম ॥ (রৈদাস।)

কহিতেছে রৈদাস— হৃদয়েতে যাঁহার
দিবস ও রজনী বিরাজেন রাম;
হয় সে ভক্তজন ভগবান-সমান,
বিজিত তার কাছে ক্রোধ আর কাম ॥

তব লগি কুশল ন জীব কহঁ, সপনেহুঁ মন বিসরাম।
জবলগি ভজন ন রাম কহ, শোক ধাম তজি কাম॥ (তুলসীদাস।)

ততদিন জীবের
নাহি হয় কুশল—
স্বপ্নেও মন তার লভেনা বিশ্রাম,
যতদিন ভজন
করেনা সে রামের,
পরিহার করিয়া কাম শোক ধাম॥

হরি মায়া কৃত দোষ গুণ, বিনু হরি-ভজন ন জাহিঁ।
ভজিয় রাম সব কাম তজি, অস বিচারি মন মাহিঁ॥ (তুলসীদাস।)

হরি-মায়া-কৃত দোষ-গুণ যত
নাহি যায় বিনা হরির ভজন।
ত্যজি' সব কামে ভজহ শ্রীরামে,
বিচার করিয়া ইহা মনে মন॥

কথা করো করতারকী, নিসু দিন সাঁঝ সবার।
কাম কথাকো পরিহরৌ, কহৈ কবীর বিচার॥ (কবীর।)

দিবসে ও নিশীথে, সকালে ও সন্ধ্যায়,
সর্ব্বদা কথা কহ জগত-কর্ত্তার।
কাম-কথা করহ পরিহার, মানব!—
কহিতেছে কবীর করিয়া বিচার।

কাম কথা সুনিয়ে নহীঁ, সুন করি উপজৈ কাম।
কহৈ কবীর বিচার করি, বিসর জাত হৈ নাম॥ (কবীর।)

কাম-কথা কখনো করিওনা শ্রবণ,
কর যদি, মনেতে উপজিবে কাম।
কহিতেছে কবীর বিচারিয়া মনেতে—
বিস্মৃত হ'য়ে যাবে তাহে তুমি নাম॥

ভক্তি ও ভেক।

—:-০-:—

ভক্তি ভেখ বড়া অন্তরা, জৈছে ধরণী আকাশ।
ভক্তি স্থমিরে রামকো, ভেখ জগৎকি আশ॥ (কবীর।)

ভেক ও ভক্তিতে ব্যবধান বহু,
যেমন ধরণী আর আকাশ।
ভক্তি স্মরে সদা শ্রীরামে কেবল,
ভেক ক'রে থাকে পার্থিব আশ॥

ভক্তি ভেখ বহু অন্তরা, যৈসে ধরণী অকাশ।
ভক্ত লীন গুরু চরণমেঁ, ভেখ জগতকী আশ॥ (কবীর।)

ভক্তি আর ভেকে বহু ব্যবধান,
ধরণীতে আর আকাশে যেমন।
ভক্ত লীন রহে শ্রীগুরু-চরণে,
পার্থিব আশায় ভেক নিমগন॥

সবসে কহঁ ফুকারি কৈ, ক্যা পণ্ডিত ক্যা সেখ॥
ভক্তি ঠানি শব্দৈ গহৈ, বহুরি ন কাছে ভেখ॥ (কবীর।)

সেখ বা পণ্ডিত সকলেরে আমি
এই কথা কহি করিয়া চীৎকার—
ভক্তি দৃঢ়রূপে শব্দাশ্রয়ী হয়,
ভেক নাহি ফিরে কাছে আসে তার॥

টীকা। তার = শব্দের।

তুলসী জো পৈ রামসো, নাহিন সহজ সনেহ।
মূঢ় মূঢ়ায়া বাদিহী, ভাঁড় ভায়া ত্যজি গেহ॥ (তুলসীদাস।)

সহজ স্নেহ নাই রামের প্রতি যার,
হে তুলসী। জানিও ভাঁড় বলি' তায়।
বৃথা সে মূঢ় জন গৃহত্যাগী হইয়া
মুণ্ডিত মস্তকে ঘুরিয়া বেড়ায়॥

টীকা। ভাঁড়—ভণ্ড।

জগমে ভক্ত কহাওয়ে, চুকট চুন নাহি দেয়।
শিষ জরুকা হো রহা, নাম গুরুকা লেয়॥ (কবীর।)

ভক্ত বলি' অনেকে প্রচারয় নিজেরে,
ভক্তির দিকে কিন্তু মন মোটে নয়।
নিজ নিজ স্ত্রীরই থাকে শিষ্য হইয়া,
ভণ্ডামি করি' মুখে গুরু-নাম লয়॥

ভক্তি কঠিন অতি দুর্লভ হৈ, ভেখ সুগম নিজ সোয়।
ভক্ত যো ন্যেয়ারী ভেখসে, ইহ জানে সব কোয়॥ (কবীর।)

ভক্তি বস্তু অতি কঠিন দুর্লভ,
ভেক করা যায় সহজে ধারণ।
ভেক হ'তে ভক্তি বিভিন্ন বস্তু যে,
এই কথা জ্ঞাত আছে সর্ব্বজন॥

প্রেম ভাব এক চাহিয়ে, ভেখ অনেক বনায়।
ভাবে গৃহমে বাস করে, ভাবে বনমে যায়॥ (কবীর।)

প্রেম-ভাব জেনো একই প্রকার,
বহুবিধ কিন্তু ভেক ধরা যায়।
ভাবেতে প্রেমিক গৃহে বাস করে,
ভাবেই আবার বনে সে বেড়ায়॥

স্বাঁগী সব সংসার হৈ, সাধু কোই এক।
হীরা দূরি দিসন্তরা, কঙ্কর ঔর অনেক॥ (দাদূ।)

নকলেতে ভরা সকল সংসার,
সাধু কদাচিৎ দেখিবারে পাই।
হীরা রহে বহু-দূর-দেশান্তরে,
পাথরের কুঁচি মিলে সব ঠাঁই॥

ভ্রম ন ভাগা জীবকা, বহুতক ধরিয়া ভেখ।
সদ্‌গুরু মিলিয়া বাহরে, অন্তর রহি গই রেখ॥ (কবীর।)

ভ্রম যেই জীবের যায় নাই এখনো,
ভেক ধরে সেজন বিবধ প্রকার।
গুরু তার মিলেছে বাহিরেই কেবল,
অন্তর-দেশে রেখা র'হে গেছে তার॥

টীকা। রেখা—কালিমা।

কুল তজি ভেষ বনাইয়া, হিয়ে ন আয়ো সাঁচ।
ধরণী প্রভু রীঝৈ নহী, দেখত ঐসো নাচ॥ (ধরণীদাস।)

কুল পরিহরি' যে ধারণ করে ভেক,
হৃদয়ে না লভিয়া সত্যের স্ফুরণ—
প্রসন্ন কভু নাহি হযেন তারে প্রভু,
কৌতুকে নাচ তার করেন দর্শন॥

টীকা। নাচ—বানরের নাচের মত কার্য্যকলাপ।

ভেষ লিয়ো দয়া নহী, ধ্যান ধতূরা ভাঙ্গ।
ধরণী প্রভু কাঁচা নহী, জো ভূলৈ ঐসে স্বাঙ্গ॥ (ধরণীদাস।)

ভেক ধরে, কিন্তু প্রাণে দয়া নাই,
মন শুধু ভাঙ্গ-ধুতূরার পানে—
প্রভুতো আমার কাঁচা ছেলে ন'ন,
ভুলিবেন যে রে এই অনুষ্ঠানে॥

ভীতব তো ভেদ্যো নহী, বাহব কহৈঁ অনেক।
জো বৈ ভীতব লখি পরৈ, ভীতর বা ্ব'এক॥ (কবীর।)

ভিতরের জ্ঞান লভিতে পারেনি,
বাহিরেতে করে অনেক প্রচাব।
ভিতব যেজন পেবেছে দেখিতে,
ভিতর বাহির এক হয তার॥

অন্তব গতি বাচৈ নহী, বাহব কথৈ উদাস।
তে নর জমপুব জাহিগে, সত ভাসৈ বৈদাস॥ (রৈদাস।)

অন্তবগতি যাব প্রেমের পানে নয,
বাহিরেই করে যে ঔদাস্য প্রচার,
সে অভাগা মানব নরকেতে যাইবে—
কহে সত্য রৈদাস নিরূপিযা সার॥

ভেষ ফকীবী জে কবৈ, মন নাহিঁ আবৈ হাথ।
দিল ফকীব জো হো বহৈ, সাহিব তিনকে সাথ॥ (মলুকদাস।)

বাহিরে ফকিবী যেই জন করে,
বশীভূত নাহি হয তাব মন।
হৃদযে ফকিব হ'যে থাকে যেবা,
প্রভু তাব সাথে সদা সর্ব্বক্ষণ॥

বাহরসে উজ্জল দসা, ভীতব মৈলা অঙ্গ।
তা সেঁতী কৌবা ভলা, তন মন একহি বঙ্গ॥ (দবিয়া-মাডোয়ারী।)

বাহিরে যে বেশ চাকচিক্যশালী,
মলিনতা কিন্তু ভিতরে যাহাব,
কাক ভাল বটে তার তুলনায—
শরীরে ও মনে এক বর্ণ তার॥

কনক কলস বিষ সঁ ভর্যা, সো কিস আবৈ কাম।
সো ধনি কূটা চামকা, জামে অমৃত রাম॥ (দাদূ।)

কনক কলস বিষে ভবা হ'লে,
তাহাতে কাহাব কিবা প্রযোজন ?
ধন্য ধন্য বটে সেই চর্ম্ম-পাত্র,
যাহাব ভিতবে বামামৃত-ধন ॥

জুয়াচুবী মুখশুবা, ব্যাজ ঘুস পবনাব।
জো চাহে দীদারকো, এত্তি বস্তু নিবার ॥ (কবীব ।)

জুযাচুবী করা ও অসত্য কথা কহা,
সুদ-ঘুস-গ্রহণ, পরনাবী আর-
এ সব পরিহাব করে যেন সেজন,
ভগবানে লভিতে বাসনা যাহার

বাম বাম সব কোই কহে, ঠগ ঠাকুব ক্যা চোব।
বিনা প্রেম বিঝত নহিঁ, তুলসী নন্দকিশোব ॥ (তুলসীদাস ।)

বাম বাম মুখে সকলেই কহে,
ঠক ও ঠাকুব আব যত চোব।
প্রেম বিনা নাহি হ'ন অনুকূল
কাহাবও প্রতি শ্রীনন্দকিশোব ॥

নাম না বটা তো ক্যা হুয়া, জো অন্তব হৈ হেত।
পতিব্রতা পতিকো ভজে, মুখসে নাম ন লেত ॥ (কবীব ।)

কিবা আসে যায নাম না লইলে,
অন্তব যদিবা প্রেমপূর্ণ বয।
পতিব্রতা নাবী পতিবেই ভজে,
মুখে তো তাঁহাব নাম নাহি লয ॥

সুন্দবী কবহুঁ কন্তকা, মুখসোঁ নাব ন লেই।
আপনে পিউকে কাবণে, দাদূ তন মন দেই ॥ (দাদূ ।)

পতিব্রতা রমণী কান্তের নাম কভু
কিছুতেই মুখে না করে উচ্চারণ,
প্রিয়ের কারণে সে অনায়াসে করিবে
তনু-মন আপন কিন্তু সমর্পণ ॥

চরণ চোঁচ লোচন রঙ্গো, চলি মরালা চাল।
ছীর নীর বিবরণ সমৈ বক উঘরত তেহি কাল॥ (তুলসীদাস।)

হংস সম বকের চরণ আর চঞ্চু,
হংসেরি মত তার লোচন আর রং,
মরালী চালে চলে সে যে রে আবার।
নীর-সহ মিশ্রিত ক্ষীর পান করিতে
হয় যদি, তখন ধরা প’ড়ে যায় সে,
স্বরূপ লুকাইতে নারে আপনার ॥

টীকা। মরালী চালে = রাজহংসের মত চালে।

প্রেম সুগোপ্য।

সুমিরণ সুরতি লগাইকে, মুখতে কছু ন বোল।
বাহরকে পট দেইকে, অন্তরকে পট খোল॥ (কবীর।)

স্মরণেতে মন লাগাইয়া দিয়া,
বলিওনা তাহা মুখে কদাচন
বাহিরের পট ক্ষেপণ করিয়া
অন্তরের পট কর উত্তোলন ॥

টীকা। "ডাকজমকে ক'রলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে,
তুই লুকিয়ে মায়ের ক'রবি পূজা, জানবেনাকো জগজ্জনে॥"
"আদর ক'রে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন, মন, কেউ না দেখে॥"—রামপ্রসাদ সেন।

দাদূ আপ ছিপাইয়ে, জহাঁ ন দেখৈ কোই।
পিউকোঁ দেখি দিখাইয়ে, ত্যোঁ ত্যোঁ আনন্দ হোই॥ (দাদূ।)

দাদূ, আপনারে সদা গোপন করিয়া রাখ,
যেখানে কিছুতে কেহ দেখিতে না পায়;
প্রিয়েরে দেখিলে, তাঁরে দেখাইও আপনারে,
মহানন্দ উপজিবে তব প্রাণে তায়॥

জ্যো তেরে ঘট প্রেম হৈ, তো কহি কহি ন সুনাব।
অন্তরজামী জানিহৈ, অন্তরগতকা ভাব॥ (মলূকদাস।)

হৃদয়ে তোমার প্রেম যদি জাগে,
কহি' কহি' তাহা শুনা'তে না হয়;
অন্তরযামীই শুধু জানিবেন
অন্তরে তোমার কিবা ভাবোদয়॥

হিরদেমেঁ হরি সুমিরিয়ে, অন্তরজামী রাই।
সুন্দর নীকে জতন সোঁ, অপনোঁ বিত্ত ছিপাই॥ (সুন্দরদাস।)

হৃদি মাঝে কর শ্রীহরি-স্মরণ—
অন্তরযামী যে প্রভু ভগবান।
সুগোপনে রাখে বিত্ত আপনার,
হে সুন্দর, যেবা হয় বুদ্ধিমান॥

টীকা। রাই—রায়, প্রভু।

জৈসে মাতা গর্ভকো, রাখৈ জতন বনায়।
ঠেস লগৈ তো ছীন হৈ, ঐসে ভগতি দুরায়॥ (গরীবদাস।)

জননী যেমন গর্ভ আপনার
অতীব যতনে করেন রক্ষণ—
আঘাত লাগিয়া পাছে নষ্ট হয়—
ভক্তি তব রাখ তেমতি গোপন॥

অগম বস্তু পানৈঁ পড়ী, রাখী মঝি ছিপাই।
ছিন ছিন সোই সঁভালিয়ে, মতি বৈ বিসরি জাই॥ (দাদূ।)

দুর্ল্লভ জিনিস হাতেতে পড়িলে
রাখে তাহা লোকে অতি সংগোপন,
ক্ষণে ক্ষণে দেখে আছে কি না আছে,
ভুলে যায় পাছে সে তাহা কখন॥

অমূল্য জীবন।

কবীর রাত গোঁয়াই শোই কার, দিন গোঁয়াই খায়।
হীরা জনম অমোল হৈ, কৌড়ি বদলে যায়॥ (কবীর।)

গেল রে, কবীর! নিদ্রায় রজনী
আহারেতে তোর দিবা চ'লে যায়।
হীরকের মত অমূল্য জনম
কড়ির বদলে, হায়রে বিকায়।

টীকা। আহারেতে — আহারে ও আহার্য্য সংগ্রহ চেষ্টায়।

ক্যা মুখসে হাসি বোলিয়ে, দাদূ দিজৈ রোয়।
জনম অমোল আপনা, চলে অকারত খোয়॥ (দাদূ।)

হাস, কথা কও কি সুখে মানব!
দাদূ তো কাঁদিছে দেখিয়া।
বৃথায় তোমার অমূল্য জনম
যেতেছে ক্ষয়িত হইয়া॥

সুন্দর মনুষ্য দেহকা, মহিমা কহিয়ে নাহি।
জাকো বাঞ্ছৈ দেবতা, তু ক্যো খোবৈ তাহি॥ (সুন্দরদাস।)

হে সুন্দর! এই মনুষ্য-দেহের
মহিমার কথা কি কহিব আর।
হেলায় কেন তা' খোয়া'তেছ তুমি
লভিতে বাসনা যাহা দেবতার?

স্বর্গ ছাড়ি সব দেব যহ, নর তন মাঁগত ঝার।
এহি বিচার মনমে করৈ, তব পাবৈ নিরধার॥ (তুলসীসাহেব।)

প্রকাশ হইতে চান নরদেহে
দেবতারা, স্বর্গ করি' পরিহার।
বিচার করিলে এই কথা মনে,
পেতে পারা যায় তবে নিরাধার॥

টীকা। নিরাধার—ভগবান- যাঁহার আধার নাই, যিনি সকলের আধার।

একদিন দেহিয়া নেহি রহি।
নামায কামায় লায়া, সব ঘর খায়া,
লোক সপুত কহি।
অন্তসমে বৈ কাম ন আয়া,
নাহক জাত বহি॥ (শ্রীগুরুমুখে শ্রুত)

আসিবে এমন একদিন, যবে
এ সোণার দেহ রহিবেনা, হায়।
উপার্জ্জিনু যত, খাইল সকলে,
লোকেরা লায়েক কহিছে আমায়।
শেষে কিন্তু কিছু কাজে না আসিল
জীবন বহিয়া যেতেছে বৃথায়।

কহতা হুঁ কহি যাত হুঁ, কহুঁ বজাঊঁ ঢোল।
স্বাসা খালী যাত হ্যায়, তিন লোকোকা মোল॥ (কবীর।)

কহিতেছি আমি, কহিয়া যেতেছি,
কহিতেছি পুনঃ ঢোল বাজাইয়া।
ত্রিলোকের মাঝে মূল্য নাই যার,
সেই শ্বাস বৃথা যেতেছে বহিয়া॥

টীকা। কবি রামপ্রসাদ সেনও তাঁহার একটী অমর সঙ্গীতে "ঢোলমারা বাণী", অর্থাৎ নিশ্চয় বাক্য, বলিয়াছেন, যথা—

"হৃদকমলমঞ্চে দোলে করালবদনী। * * *
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল
রামপ্রসাদের এই বাণী ঢোলমারা বাণী।"

কবীর ভক্তি নিসেনী মুক্তিকী, চঢ়ে সন্ত সব ধায়।
জিনহি পালা অলস কিয়া, জন্ম জন্ম দেহড় য়॥ (কবীর।)

ভগবানে ভক্তি হয় মুক্তির সোপান দৃঢ়,
আরোহিয়া তাহে সুখে যান সাধুগণ।
সেই ভক্তি লভিবারে আলস্য যাহারা করে
বৃথা নষ্ট হ'য়ে যায় তাদের জীবন॥

জীবন তো থোরাই ভলা, হরিকা সুমিরণ হোয়।
লাখ বরিষকা জীবনা, লেখা ধরে না কোয়॥ (কবীর।)

অল্পই ভাল বটে জেনো সেই জীবন,
শ্রীহরির স্মরণ যাহে সদা হয়।
স্মরণ বিনা তাঁর লক্ষ বর্ষ ব্যাপিয়া
বাঁচিয়া থাকিলে, তা' জীবন তো নয়॥

রামসনেহি রামগতি, রামচরণ রতি যাহি।
তুলসী ফল জগ জন্মকো, দিয়ো বিধাতা তাহি॥ (তুলসীদাস।)

"রামে যার মতি, রাম যার গতি,
রামের চরণে রতি যার রয়,
মানব-জন্মের পূর্ণ সফলতা
দিয়াছেন তারে বিধাতা সদয়॥

জো চেতন কহঁ জড় করৈ, জড়ে করহি চৈতন্য।
অস সমর্থ রঘুনায়ক হি, ভজহি জীব তে ধন্য॥ (তুলসীদাস।)

জড়েরে চেতন চেতনেরে জড়
কবিতে পারেন যেই শক্তিমান,
সে রঘু নাথকে ভজেন যাহারা,
ধন্য বলি' মানি তাঁহাদের প্রাণ॥

কবীর হরিকা নাম লে, ত্যাজ মায়া বিখবাড়।
বার বার নাহি পাইহো, মানুষ জনমকি লেজ॥ (কবীর।)

হে কবীর। লহ শ্রীহরির নাম,
মায়া-হলাহল করি' পরিহার।
মানব-জন্মের দুর্লভ সুবিধা,
জানহ, নাহিক পাবে বার বার॥

ইন্দ্রী সুখ রস রীতমেঁ, বিলস জনম গিরায়।
কহ কহুঁ অজ্ঞানকো, নেক ন মন সরমায়॥ (তুলসীসাহেব।)

ইন্দ্রিয়-সুখ-রস-রীতির বিলাসেতে,
নর-জন্ম দুর্লভ অজ্ঞানী খোয়ায়।
কি কহিব কেমন মতি-গতি তাহার?—
বারেক মন তার লজ্জা নাহি পায়।

পল্টু, নর-তন পাইকে, মূরখ ভজৈ ন রাম।
কোউ ন সঙ্গ জায়গা, সুত দারা ধন ধাম॥ (পল্টু।)

সুদুর্লভ এই নর-দেহ লভি',
মূর্খই কেবল নাহি ভজে রাম।
সঙ্গে নাহি যাবে কিছু অবশেষে,
পুত্র পরিবার আর ধন ধাম॥

পল্টু নর-তন জাত হৈ, সুন্দর সুভগ শরীর।
সেবা কীজৈ সাধকী, ভজি লীজৈ রঘুবীর ॥ (পল্টু।)

এই নর-দেহ চলিয়া যেতেছে,
এমনা সুন্দর সুভগ শরীর।
সেবা কর তুমি সাধুদের, পল্টু,
ভজন করিয়া লহ রঘুবীর॥

চরণ[illegible] অবসর [illegible] [illegible] মানুষ দেহ।
[illegible] [illegible] নাম বিহানা [illegible]। (চরণদাস।)

জন্মিতে জন্মিতে, মানব শরীর
পাইল' এবার এসেছ এখন।
এসময় পাবে কি আবার?
শীঘ্র নাম তুমি করহ গ্রহণ॥

তুলসী বিলম্ব ন কীজিয়ে, ভজি লীজে রঘুবীর।
[illegible] [illegible] [illegible] হৈ, [illegible] [illegible] তীর॥ (তুলসীদাস।)

একটুও দেরী ক'রোনা, তুলসী!
ভজন করিয়া লহ রঘুবীর।
এ দেহ-তুনীর হ'তে চলে যায়
ক্রমে ক্রমে যত নিশ্বাসের তীর।

এক ঘড়ীকা মোল না, দিনকা কহা বখান।
সহজো তাহি ন খোইয়ে, বিনা ভজন ভগবান॥ (সহজোবাই।)

এক দণ্ড সময় অমূল্য যদি হয়,
মূল্য এক দিনের কি করি বাখান?
তুমি হেন সময় খোয়ায়োনা, সহজো,
ভজন না করিয়া দেব-ভগবান॥

স্বাস্বাস মহঙ্গা মোলকা, [illegible]
চৌদহ লোক পটতর, [illegible] ধুর [illegible]

এত মূল্যবান একটি নিশ্বাস
নি[illegible] যদি তাহা যায়,
চতুর্দ্দশ লোক [illegible] দিয়া
কেহ কভু নারে ফিরাইতে তায়॥

সাঁসা পূঁজি সাস কা, ছিন আবে ছিন জায়।
তাকো ঐসা চাহিয়ে রহে নাম লৌলায়॥ (কবীর।)

ক্ষণে আসে ক্ষণে যায় যেই শ্বাস,
সেই শ্বাস শুধু মূলধন যার,
সেইজন যেন সকল সময়
শ্রীরামের নাম জপে অনিবার॥

সাঁস সাঁস পর নাম ভজু বৃথা সাস জনি খোউ
তুলসী ঐসী সাঁসকো আবন হোউ ন হোউ॥ (তুলসীদাস।)

প্রতি শ্বাসে শ্বাসে নাম ভজ তুমি,
ক'রোনা তাদের অপব্যবহার।
নাম বিনা যায় যে শ্বাস বৃথায়,
আসা ও না-আসা সমান তাহার॥

সাস সফল সো জানিয়ে, জো সুমিরনমেঁ যায়।
ঔর সাঁস যোঁহী গয়ে, করি করি বহুত উপায়॥ (কবীর।)

সেই শ্বাস শুধু সফল জানিও
হরির স্মরণ করি যাহা যায়।
বৃথায় যাযরে আর সব শ্বাস,
অন্য অন্য বহু করিতে উপায়॥

কহা ভরোসা দেহ কা, বিনসি জাত ছিন মাহিঁ।
সাঁস সাঁস স্মরণ করো, ঔর যতন কছু নাহিঁ ॥ (কবীর।)

কি ভরসা বল এই শরীরের ?
ক্ষণ-মাঝে হয় তাহার বিনাশ।
যত্ন করিবার আর কিছু নাই
স্মরণেই ব্যয় কর প্রতি শ্বাস ॥

শরীর সোয়া ক্যা করৈ, জাগন কী করু চৌঁপ।
যে দম হীরা লাল হৈ, গিনি গিনি গুরু কো সৌঁপ ॥ (কবীর।)

কি করিছ তুমি নিদ্রা-মগ্ন হ'য়ে ?
জাগিবার তরে করহ মনন।
হীরা সম মূল্যবান যেই শ্বাস,
গণি' গণি' কর গুরুরে অর্পণ ॥

টীকা। সৌঁপ — অর্পণ [illegible] গুরুর নাম জপ করিয়া তাহা তাঁহাকে সমর্পণ কর।

বার বার নহিঁ পাইয়ে, সুন্দর মানুষ দেহ।
রাম-ভজন সেবা সুকৃত, যহ সৌদা করি লেহ ॥ (সুন্দরদাস।)

এমন সুন্দর মানব-শরীর
বার বার তুমি পাবেনা নিশ্চয়
শ্রীরাম ভজন, সেবা ও সুকৃতি
ভবের বাজারে ক'রে লহ ক্রয় ॥

মনুষ্য জনম দোবারা নাহিঁ, ঐসা বখত ন আবৈ।
অবকে মোকা জ্ঞান বিচারো, রাম রাম মুখ গাবো ॥ ([illegible])

মনুষ্য জনম পাইয়াছ তুমি,
এমন জনম আসিবেনা আর।
রাম নাম মুখে গেয়ে গেয়ে, কর
এই সুসময়ে জ্ঞানের বিচার ॥

মানুষ জনম নর পাই কৈ, চূকৈ [illegible] ঘাত।
জায় পরৈ ভবচক্রমেঁ, সহৈ ঘনেরা লাৎ॥ (কবীর।)

নর-জন্ম লাভ করিয়া দুর্লভ,
ভুল যদি করে জীব এ সময়,
ভব-চক্রে সে যে পড়িয়া যাইবে,
লাথি খেতে খেতে মরিবে নিশ্চয়॥

সকল দুরমতী দূর করি, আচ্ছা জনম বনাব।
কাগ গমন গতি ছাড়ি দে, হংস গমন গতি আব॥ (কবীর।)

বিদূরিত করিয়া দুর্মতি সমুদয়,
সংগঠন করহ সুন্দর জীবন।
কাকেদের সমান . মতি-গতি তেয়াগি'
ধর তুমি হংসের চাল ও চলন॥

সম্বোধন।

— o —

কবীর সুতা কেয়া করে, গুণ গোবিন্দকা গাও।
তেরে শির পর যম খাড়া, ক্যায়সে নিদ যাও॥ (কবীর।)

ঘুমা'য়ে থাকিলে কি হবে, কবীর!
গোবিন্দের গুণ গাহ রে।
শিয়রে শমন দাঁড়া'য়ে তোমার,
কেমনে বা নিদ্রা যাহ রে?

নিদ নিশানী মীচ কি, উঠ কবীরা জাগ।
ঔর রসায়ন ছোড় কর, তু নাম রসায়ন লাগ॥ (কবীর।)

মরণের চিহ্ন নিদ্রা পরিহরি'
উঠহে, কবীর, জাগ।
অন্য রসায়ন ছেড়ে দিয়ে তুমি
নাম-রসায়নে লাগ॥

সোতে সোতে ক্যা করো ভাই, উঠ ভজ মুরার।
অ্যায়সে দিন আওত হৈ, লম্বা পাও পসার॥ (অজ্ঞাত)

শুয়ে শুয়ে তুমি কি করিছ, ভাই?
ভজহ মুরারি উঠিয়া এবার।
হেন দিন তব আসিছে, যখন
লম্বিত চরণ নড়িবে না আর॥

কবীর গাফিলা ক্যা করৈ, আয়া কাল নজীক।
কান পকড়িকে লৈ চলা, জ্যোঁ অজয়াহি খটীক॥ (কবীর।)

হে কবীর। গাফিলি   করিছ কেন তুমি?
আসিয়াছে নিকটে কাল যে তোমার
কাণ ধরি' তোমারে   লইয়া যাইবে সে,
হাড়িকাটে ছাগলে লয় যে প্রকার।

কবীর সোয়া ক্যা করৈ, জাগিকে জপো দয়ার।
এক দিন হৈ সোবনা, লম্বে পৈর পসার॥ (কবীর।)

কি করিছ, কবীর,   প'ড়ে থেকে নিদ্রায়?
জাগিয়া কর তুমি দয়ালে স্মরণ।
এক দিন তোমারে   হবে শুয়ে থাকিতে,
চিরতরে প্রসারি' লম্বিত চরণ॥

কবীর সোতা ক্যা করৈ, উঠি ন ভজৈ ভগবান।
জমধর জব লৈ জায়েঁগে, পড়া রহৈগা ম্যান॥ (কবীর)

ঘুমা'য়ে ঘুমা'য়ে কি করিছ তুমি ?
উঠিয়া কেন না ভজ ভগবান ?
কালোযার যবে নিয়ে চ'লে যাবে
পড়িয়া রহিবে শুধু খাপ খান।

টীকা। ম্যান — খাপখান এখানে প্রাণহীন দেহ শরীরাবশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কবীর সোয়া ক্যা করৈ, সোতে হোয় অকাজ।
ব্রহ্মাকা আসন ডিগা, সুনি কালকী গাজ॥ (কবীর)

ঘুমা'য়, কবীর, কি করিছ তুমি ?
ঘুমাইয়া থাকা বড়ই অকাজ।
ব্রহ্মারো আসন থরথর কাঁপে
শুনিয়া কালের ভয়ঙ্কর গাজ॥

টীকা। গাজ — গর্জন।

হৈ খানা হৈ সোবনা, ঔর ন কোই চাহ।
সদগুরু শব্দ বিসারিয়া, আদি অন্তকা সাহ॥ (কবীর)

খাওয়া ও ঘুমানো কাজ তব কেবল,
কিছুই আর নাহি চাহে তব মন।
মন্ত্র গুরুদেবের পাশরিয়া গিয়াছ,
আদি-অন্ত-কালে যা' সুহৃদ পরম।

কবীর সোয়া ক্যা করৈ, উঠি ন রোবৈ দুক্খ।
জাকা বাসা গোরমেঁ, সো ক্যোঁ সোবৈ সুক্খ॥ (কবীর)

শুইয়া শুইয়া কি করিছ তুমি ?—
উঠিয়া কেন না করিছ রোদন ?
যার বাসা, হায়! কবরের মাঝে,
করিতে কি পারে সুখে সে শয়ন ?

কবীর সোতা ক্যা করৈ, কাহে ন দেখৈ জাগি।
জাকে সঙ্গ তেঁ বীছরা, তাহীকে সঙ্গ লাগি। (কবীর।)

নিদ্রা-মগ্ন হ'য়ে কি করিছ তুমি?
কেন না জাগিয়া কর দরশন?—
যাঁর সঙ্গ তুমি গিয়াছ ভুলিয়া,
তাঁরি সঙ্গ এসে লেগেছে এখন।

টীকা। যাঁর=যে ভগবানের। লেগেছে=ভাব-হিল্লোল স্বরূপে তোমার দেহ মন স্পর্শ করিয়াছে।

পিউ পিউ কহি কহি কূকিয়ে, না সোইয়ে ইসরার।
রাত দিবসকে কূকতে, কবহুক লাগৈ পুকার॥ (কবীর।)

'প্রিয় প্রিয় প্রিয় ব'লে ব'লে ডাক,
ঘুমায়োনা যেন দেখো একবার।
দিবস রজনী ডাকিতে ডাকিতে,
একবার ডাক লাগিবে তোমার।

টীকা। লাগিবে—প্রিয়র কাণে লাগবে।

নিরভয় বৈঠা নাম বিন, চেতি ন করৈ পুকার।
যহ তন জলকা বুদবুদা, বিনসত নাহীঁ বার॥ (কবীর।)

নির্ভয়ে ব'সে আছ
নাম বিনা তুমি যে,
জাগিয়া করিছ না নাম উচ্চারণ!
জলবিম্ব-সমান
হয় এই শরীর,
বিনষ্ট হ'তে তার লাগে কতক্ষণ?

কবীর যহ তন জাত হৈ, সকৈ তো ঠৌর লগাও।
কৈ সেবা কর সাধকী, কৈ গুরুকে গুণ গাও॥ (কবীর।)

এই দেহ, কবীর।
চলিয়া যাইতেছ,
পারিলে ঠিকানায় তাহারে লাগাও।
সজ্জন-সাধুদের
সেবা কর হবে,
অথবা গুরু-গুণ প্রাণ ভরে গাও॥

টীকা। ঠিকানায় = ঠিক স্থলে, অর্থাৎ যে কাজে যাহার সার্থকতা হইবে, সেই কাজে — সেই কাজ পাদের ভিন্ন ছন্দে গৃহীত হইয়াছে।

পানী কেরা বুদবুদা, অস মানুষকী জাতি।
দেখত হী ছিপি জায়গী, জ্যোঁ তারা পরভাতি॥ (কবীর।)

মিলায় জলেতে জলবিম্ব যথা,
আকাশে প্রভাতে যথা তারাগণ,
মানুষেরা সব দেখিতে দেখিতে
অদৃশ্য হইয়া যাইবে তেমন॥

পাঁচ পহর ধন্ধে গয়া, তীন পহর রহে সোয়।
একো ঘড়ী ন হরি ভজে, মুক্তি কহাঁ তেঁ হোয়॥ (কবীর।)

পাঁচটী প্রহর ধান্ধে কাটাইলে,
প্রহর তিনেক যাপিলে নিদ্রায়।
এক দণ্ড তুমি হরি ভজিলে না,
মুক্তি পাইবার কি আছে উপায়?

টীকা। ধন্ধে = দ্বন্দ্ব চাতুরীতে।

দিন গঁবায়া দুনী সঙ্গ, দুনী ন চালী সাথ।
পাঁব কুল্হাড়ী মারিয়া, মূরখ অপনে হাথ॥ (কবীর।)

দিন কাটাইলে দুনিয়ার সাথে,
যাইবেনা সাথে দুনিয়া তোমার।
ওরে মূর্খ! তুমি আপনার হাতে
কুড়াল মারিছ পায়ে আপনার॥

এহ দুনিয়া দুই বোজ কী, মত কব যাসে হেত।
গুরু চবনন সে লাগিয়ে, জো পূবণ সুখ দেত॥ (কবীব।)

এই যে দুনিয়া, তা' দুদিনেব লাগিযা,
মমতা কবিওনা ইহাতে পবাণ।
লাগিযা থাক তুমি শ্রীগুরুর চরণে,
অখণ্ড সুখ যাহা ক'বে থাকে দান॥

কবীব খেত কিসানকা, মিবগোঁ খাযা ঝাড।
খেত বিচাবা ক্যা [illegible], জো ধনী কবৈ নাহি বাড॥ (কবীব।)

হে কবীব। দেখ, কৃষকের ক্ষেত
শূন্য ক'বে মৃগ কবিল ভক্ষণ।
ক্ষেত বেচাবা সে কি কবিবে, যদি
মালিক দেয না বেড়া কদাচন?

[illegible]
নাম সনেহী জাগনা, [illegible] নিচিংত॥ (কবীব।)

কাল দাঁডাইযা কবিছে চীৎকাব,
জাগ প্রিয বন্ধু! জাগ হে ত্বরায।
নামে অনুবাগী জাগিযা বযেছে,
তুমি কেন মগ্ন নিশ্চিন্ত-নিদ্রায?

চঞ্চল মনুবাঁ চেত বে, সোবৈ কহা অজান।
জমধব যম লে জাযগা, পড়া বহেগা ম্যান॥ (কবীব।)

জাগবে জাগ জাগ, চঞ্চল মন মোব।
কেন শুযে ব'যেছ, ওবেবে অজ্ঞান?
তলোযাব লইযা চলিযা যাবে যম,
খাপ-খানি কেবল ব'বে লম্বমান।

কহৈ কবীব পুকাবিকে, চেতৈ না কোয়।
থবকী বেবিয়া চেতিহৈ, সো নাহিবন্দা হোয়॥ (কবীব।)

ডাকিতেছে কবীব চীৎকার করিয়া,
কেহ নাহি জাগিল, হাযবে, এখন।
প্রভুব নিজ জন হইবে সে নিশ্চয,
এ সময়ে জাগিয়া উঠিবে যেজন॥

জাগো বে জিন জাগনা, অব জাগনি কী বাবি।
ফেবি কি জাগো নানকা, যব সোবউ পাঁউ পসাবি॥ (নানক।)

জাগবে জাগ জাগ, জাগিতে চাহ যাবা,
জাগিবাব সময এই যে এখন।
তখন কি, নানক! জাগিবে তুমি আব,
লম্বিত পাদ কবে শাযিত যখন?

টীকা। লম্বিত — যখন — যখন তুমি মরিয়া যাইবে।

দাদূ অচেত ন হোইয়ে, চেতন সোঁ চিত লাই।
মনবাঁ সোতা নীদ ভবি, সাঁই সঙ্গ জগাই॥ (দাদূ।)

অচেতন তুমি হইও না, দাদূ!
চৈতন্য লভিতে কবহ মনন।
মনেবে জাগা'যে বাখ প্রভু-সাথে,
শুযে আছে সে যে নিদ্রা-নিমগন॥

আপা পব সব দূবি কবি, বাম নাম বস লাগি।
দাদূ ঔসব জাত হৈ, জাগি সকৈ তো জাগি॥ (দাদূ।)

আপন-পব ভাব কবহ দূব সব,
কব তুমি শ্রীবাম-নাম-বস পান।
জাগিতে পাব যদি, জাগ তবে এখনি,
সুসময জাগাব কবিছে প্রযাণ॥

জঁহা জঁহা দাদূ পগ ধরৈ, তহাঁ কালকা ফন্দ।
সির উপর সাঁধে খড়া, অজহুঁ ন চেতৈ অন্ধ॥ (দাদূ।)

যেখানে যেখানে পা ফেলিছ, দাদূ!
ফাঁদ পাতা আছে কালের তথায়।
শিরোপরি কাল কামান দাগিয়া,
অন্ধ, এখনও জাগিলে না, হায়!

যহু বন হরিয়া দেখি করি, ফুল্যো ফিরৈ গবার।
দাদূ যহু মন মিরগলা, কাল অহেড়ী লার॥ (দাদূ।)

হরিত-বরণ হেরিয়া এ বন,
ঘুরে-ফিরে মূঢ় সমুল্লাস-ভরে—
হায়! মন-মৃগ জানে না, এ বনে
ক্রূর কাল-ব্যাধ বসতি যে করে।

টীকা :—হরিত বরণ = সবুজ, অর্থাৎ নানাবিধ-সুখ ভোগ শক্তিসম্পন্ন। বন = দেহ-বন।

কহতাঁ সুনতাঁ দেখতাঁ, লেতাঁ দেতাঁ প্রাণ।
দাদূ সো কতহূ গয়া, মাটী ধরী মসান॥ (দাদূ।)

কত লোক গেল কহিতে কহিতে,
দেখিতে দেখিতে, শুনে শুনে আর,
প্রাণ-লেনা-দেনা করিতে করিতে—
মাটি হ'ল দেহ শ্মশানে সবার।

পন্থ দুহেলা দূরি ঘর সঙ্গ ন সাথী কোয়।
উস মারগ হম জাহিঁগে, দাদূ কোঁ সুখ হোয়॥ (দাদূ।)

পথ বড় শক্ত, বহু দূরে ঘর,
সঙ্গে সাথী কেহ নাহিক আমার।
ওই পথে মোরে যাইতে হইবে,
সুখ, বল, মম হবে কি প্রকার?

কাল হমারা কর গহে, দিন দিন খৈঁচত জাই।
অজহুঁ জীউ জাগৈ নহীঁ, সোবত গঈ বিহাই॥ (দাদূ।)

হাতে ধরি' মোর দিন দিন দিন
টানিয়া লইয়া যাইতেছে কাল।
এখনো পরাণ জাগিল না, হায়!
নিদ্রায় চলিয়া গেল রে সকাল॥

দাদূ সুখ সূতী নীঁদ ভরি, জাগৈ মেরা পীউ।
ক্যোঁ করি মেলা হোয়গা, জাগৈ নাহীঁ জীউ॥ (দাদূ।)

সুখে শুয়ে আছি নিদ্রা-মগ্ন হ'য়ে,
জাগিয়া আছেন মোর প্রাণ-ধন।
পরাণ আমার যদি নাহি জাগে,
কেমন করিয়া হইবে মিলন?

কাল গ্রসত হৈ রাবরে, চেতন ক্যোঁ ন অজান।
সুন্দর কায়া কোটমেঁ, হোই রহ্যো সুলতান॥ (সুন্দরদাস।)

কাল গ্রাস করে নিয়ত তোমারে,
চেতন কেন না হ'তেছ, অজ্ঞান?—
ওরে রে সুন্দর! কায়া-দুর্গ-মাঝে
হইয়া র'য়েছ যেন সুলতান।

সুন্দর মছরী নীরমেঁ, বিচরত অপনে খ্যাল।
বগলা লেত উঠাই কৈঁ, তোহি গ্রাসৈ যোঁ কাল॥ (সুন্দরদাস।)

জলে মৎস্য যবে ঘুরিয়া-ফিরিয়া
আপনার মনে করে বিচরণ,
বক আসি' তারে উঠাইয়া লয়,—
কাল তোরে গ্রাস করিবে তেমন॥

সুন্দর কাল মহাবলী, মারে মোটে মার।
তু হৈ কৌন কি গিনতিমে, চেতত কাহে ন বীর॥ (সুন্দরদাস।)

কাল মহা সবল, জেনো তুমি, সুন্দর।
মারে সে বড় বড় আমীর সদাই।
তাহার কাছে তুমি গণনায় কি বল?—
চৈতন্য কেন তব হয়না রে, ভাই?

সুন্দর য়া সংসারতেঁ, কাহি ন নিকসত ভাগি।
সুখ সোবত ক্যো বাউরে, ঘরমেঁ লাগি আগি॥ (সুন্দরদাস।)

ওরে রে সুন্দর! এ সংসার হ'তে
বাহিরে কেন না কর পলায়ন?
সুখে শুয়ে আছ কেন রে পাগল?—
ঘরে যে আগুন লেগেছে এখন!

ধরণী ধরি রহু হরিব্রত তাঁহি, পরিহার সবহী মোহ।
ধন সুত বন্ধু বিভব সব, হো ন অন্তরি সং॥ (ধরণীদাস।)

হরি ব্রত ধরিয়া
রহ তুমি, ধরণী!
পরিহার করিয়া মোহ সমুদয়।
ধন-রত্ন-সম্পদ
বন্ধু দারা-সুতাদি
শেষ-কালে ছাড়িতে হইবে নিশ্চয়॥

মৈ তৈঁ গাফিল হোহু নাহিঁ, সনিলা দে মন ভাই।
জৌনে ঘরতেঁ আয়হু, তইকা করহু বিচার॥ (জগজীবন।)

তোমা হ'তে গাফিলি কভু না হয় যেন,
বুঝে-সুঝে করহ শুদ্ধির রক্ষণ।
যেই ঘর হইতে আসিয়াছ জগতে,
তাহার কথা তুমি ভাব মনে মন॥

টীকা। "Trailing clouds of glory do we come from God, Who is our home"—Wordsworth

কাহে ভূল গহসি তেঁ, কা তোহিবা হিত লাগ।
জবনে পঠবা কৌল করি, তেহি বস দীন্হো ত্যাগ॥ (জগজ্জীবন।)

কেন তুমি ভুলিয়া
গিয়াছ, মূঢ় মন,—
কিসে তব মঙ্গল উপজিবে সার?
কবুল করি' যিনি
পাঠাইলা তোমারে,
কি কারণে করিলে তাঁরে পরিহার?

টীকা। কবুল - নিজ জন করিবার, অথবা মুক্তি দিবার, অঙ্গীকার।

ইহাঁ তো কোউ রহি নহিঁ, জো জো ধরিহৈ দেহ।
অন্ত বার দুখ পাইহো, নামতেঁ করহু সনেহ॥ (জগজ্জীবন।)

এখানে তো কেহ নাহি থাকে তারা,
আসে যারা হেথা ধরিয়া শরীর।
অন্ত-কালে বড় দুঃখ পেতে হবে,
নামে অনুরাগ করহ গভীর॥

মৃত মণ্ডল কোউ থির নহীঁ, আবা সো চলি যায়।
গাফিল হ্বৈ ফন্দে পর্যো, জহঁ তহঁ গয়ো বিলায়॥ (জগজ্জীবন।)

এ মৃত মণ্ডলে স্থির কেহ নহে—
যে আসে, চলিয়া যায় পুনরায়।
গাফিলি করিলে ফাঁদে প'ড়ে যাবে,
বিলাপিতে হবে যথায় তথায়॥

কনক কামিনিকে ফন্দমেঁ, লালচী মন লপটায়।
কলপি কলপি জিব জাইহৈ, মিথ্যা জনম গঁবায়॥ (দরিয়া-বিহারী।)

কনক-কামিনীর সুবিস্তৃত ফাঁদেতে
পড়িয়া লোভী মন জড়াইয়া রয়—
বহুবিধ কল্পনা করিতে করিতেই
যায় জীব বৃথায় জন্ম করি' ক্ষয়॥

মাতু পিতা সুত বন্ধবা, সব মিলি করৈ পুকার।
একেল হংস চলি জাতু হৈ, কোঈ নহি সঙ্গ তুহার॥ (দরিয়া-বিহারী।)

মাতা পিতা পুত্র বন্ধু আদি তব
সকলে মিলিয়া করিবে রোদন -
একেলা চলিয়া যাবে তুমি, জীব।
সঙ্গে কেহ তব যাবেনা তখন॥

জো কোই বিরহী নামকে, তিনকু কৈসা নীঁদ।
সস্তর লাগা নেহকা, গয়া হিয়েকো বাঁধ॥ (চরণদাস।)

নামে অনুরাগী ঘুমাবে কেমনে?—
ঘুমাবার তার নাহিক উপায়।
প্রেমাস্ত্র তাহার দেহে লাগিয়াছে,
বিঁধিয়া গিয়াছে হিয়া তার তায়॥

সোয়ে হৈ সংসার সব, জাগে হরিকী ভব।
তিনকে ইকরসহী সদা, নহী সাঁঝ নহী ভোর॥ (চরণদাস।)

ঘুমাইয়া আছে সকল সংসার,
ভক্ত শুধু জাগে হরির কারণ।
সাঁজ নাহি তার, নাহিক সকাল,
এক ভাবে সদা সে আছে মগন।

উনকে নীঁদ ন আবহী, রাম মিলনকী চিত।
সোবৈ ন সুখ সেজপৈ, তজি কৈ হরি সা মীত॥ (চরণদাস।)

নয়নে তাহার নিদ্রা নাহি আসে,
শ্রীরামে মিলিতে চিত্ত চাহে তার।
সুখ-শয়নে সে করেনা শয়ন,
হরি সম মিত্র করি' পরিহার॥

সহজো নৌবত শ্বাসকী, বাজত হৈ দিন রৈন।
মূরখ সোবত হৈ মহা, চেতনকুঁ নহিঁ চৈন ॥ (সহজোবাই।)

মধুর সুর-লয়ে
শ্বাসের নহবৎ
দিবস ও রজনী বাজে অবিরাম।
পড়িয়া আছ, মূঢ়,
সুগভীর নিদ্রায়,
আনন্দে নাহি উঠে জাগি' তব প্রাণ ॥

রহ বন্তা বহতা রহৈ, অরৈ নহীঁ ছিন এক।
বহু আবৈ বহু জাত হৈ, সহজো আখিন দেখ ॥ (সহজোবাই।)

ওই যে পথ এক,
বরাবর গিয়াছে—
থামে নাই কোথাও কভু একবার।
চেয়ে দেখ—পথেতে
আসিছে কত লোক,
কত লোক চলিয়া যেতেছে আবার।

দয়া সুপন সংসারমেঁ না পচি মরিয়ে বীর।
বহুতক দিন বীতে বৃথা, অব ভজিয়ে রঘুবীর ॥ (দয়াবাই।)

ঘুমা'য়ে ঘুমা যে এ সংসারে, দয়া।
পচিয়া ম'রোনা তুমি যেন, ভাই।
এবে রঘুবীরে করহ ভজন,
বহুতর দিন গিয়াছে বৃথাই ॥

ভাই বন্ধু কুটুম্ব সব, ভয়ে ইকট্ঠে আয়।
দিন পাঁচকা খেল হৈ, দয়া কাল গ্রসি জায় ॥ (দয়াবাই।)

ভাই, বন্ধু আর কুটুম্ব সকল,
আসিয়া একত্র হ'য়েছে হেথায়
দিন পাঁচেকের খেলার লাগিয়া,
তার পরে সব কাল-গ্রাসে যায় ॥

পিত মাত তুমহারে গয়ে, তুম ভী ভয়ে তয়ার।
আজ কাল্হ্ মেঁ তুম চলৌ, দয়া হোহু হুসিয়ার॥ (দয়াবাই।)

পিতা মাতা তব গিযাছেন চলি,
তোমারো সময় হ'যেছে যাবার।
আজ কিম্বা কাল চ'লে যাবে তুমি,
এখনও দযা, হও হুঁসিযার॥

পানীকী ইক বুঁদসে, সাজ বনায়া জীব।
অন্দর বহুত আদেশ থা, বাহর বিসরা পীব॥ (গরীবদাস।)

অতি ক্ষুদ্র এক জলবিন্দু হ'তে
জীব সাজা'লেন যেজন তোমায,
মাতৃগর্ভে তাঁরে মনে ছিল খুব,
বাহিরে আসিযা ভুলে গেলে তায়!

মাতা গর্ভ [illegible] উর্ধ্ব পাব।
রাখনহারা রাখিয়া, জঠর-অগিন বুঝাব॥ (গরীবদাস।)

মাতৃগর্ভে যবে ছিলে অধোমুখী,
হ'যে উর্দ্ধ-পদ নিম্ন-শির আর,
রক্ষা-কর্ত্তা রক্ষা করিলা তোমারে,
জঠর অগ্নির দিলেন আহার॥

তুহী তুহী [illegible]।
বাহর আবর ভুলিয়া, বহুত উপায় [illegible]॥ (গরীবদাস।)

করিতে তুহি তুহি অস্ফুট-ধ্বনি তুমি,
অজপার জপেতে ছিলে নিমগন।
বাহিরে এসে কিন্তু ভুলে গেলে সে সব,
বহু পাপ এখানে ক'রেছ অর্জ্জন॥

টীকা। পুরাণে এই উক্তি আছে যে, মাতৃগর্ভবাসকালে জীব নিরন্তর ঈশ্বরের দর্শন পায় ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে—"হে ঈশ্বর, আমাকে এই মলাশয় হইতে বাহির কর, আমি প্রতিদিন তোমার ধ্যান করিব।" কিন্তু বাহিরে আসিয়া জীব সংসারমায়ায় অজ্ঞান হয় ও সে কথা ভুলিয়া যায়।

জাব বাব তন ফুঁকিয়া, হোগা হাহাকাব।
চেত সকে তো চেতিয়ে, সদ্‌গুরু কহৈ পুকাব॥ (গবীবদাস।)

যে সময়ে তনু ছাড়িয়া যাইবে,
হইবে তখন মহা হাহাকাব।
তাব-স্বরে গুরু কহিছেন, শুন —
জাগিতে পাবিলে জাগ এইবাব॥

মন মায়াকা ডুগডুগা, বাজত হৈ মিরদঙ্গ।
চেত সকৈ তো চেতিয়ে, জানা তুঝে নিহঙ্গ॥ (গবীবদাস।)

মন ডুগডুগী হযবে মাযাব,
বাজিতেছে শুন মৃদঙ্গ মহান।
জাগিতে পারিলে জাগ এবে, জেনো
নগ্ন হ'যে তুমি কবিবে প্রস্থান॥

টীকা। মন মায়ার—ভাবার্থ, মায়া মন রূপ ডুগডুগী বাজাইয়া তোমাকে বানর নাচাইতেছে। মৃদঙ্গ—কালের মৃদঙ্গ।

কায়া আপনী হৈ নহীঁ, মায়া কহঁসে হোয়।
চবণ কমলমে ধ্যান বাখ, ইন দোনোকো খোয়॥ (গবীবদাস।)

এ কাযা তোমাব নহে আপনাব,
মাযা কিসে তব হইবে আপন?
চবণ-কমলে ধ্যান বাখ তুমি,
এ দুয়েব আশা ত্যজিযা এখন॥

বৈদ ধনন্তব মরি গয়া, পল্টু অমব ন কোয়।
সুব নব মুনি যোগী যতী, সবৈ কাল বস হোয়॥ (পল্টু।)

ধন্বন্তরী-বৈদ্য মবিযা গিযাছে,
অমব এখানে কেহই তো নয।
সুব নব মুনি যোগী আব যতি,
কালেব সকলে বশীভূত হয॥

পল্টু হরি-যশ গাইলে, যহী তুম্হারে সাথ।
বহতা পানী জাত হৈ, ধোউ সিতাবী হাথ॥ (পল্টু।)

হরি-যশোগান ক'রে লও তুমি,
তাহাই কেবল সাথে তব রয়।
বহিয়া যেতেছে সুনির্ম্মল জল,
ধুয়ে লও হস্ত মলিনতাময়॥

টীকা। জল—ভগবন্মহিমা রূপ জল।
মলিনতাময়—হস্তমলিন, মলিনতাময় ভব।

যথার্থ জাগরণ।

দরিয়া সোতা সকল জগ, জাগত নাহী কোয়।
জাগে মেঁ ফির জাগনা, জাগা কহিয়ে সোয়॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী।)

নিদ্রাগত সব জগৎ, দরিয়া!
জাগ্রত কারেও দেখিনা হেথায়;
জাগার ভিতরে যে আবার জাগে,
জাগ্রত কেবল তারে বলা যায়।

সাধ জগাবৈ জীবকো, মত কোই উঠৈ জাগ।
জাগে ফির সোবৈ নহীঁ, জন দরিয়া বড় ভাগ॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী

জীবগণে সদা জাগান সাধুরা,
কদাচিৎ কেহ জাগিয়া উঠে।
জাগি' যে আবার ঘুমা'য়ে না পড়ে,
বড় ভাগ্যবান সেজন বটে॥

মায়া মুখ জাগৈ সবৈ, সো সোতা কর জান।
দরিয়া জাগৈ ব্রহ্ম দিস, সো জাগা পরমান॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী)

মায়া মুখী হ যে জাগে রে সকাল,
সেই জাগা জেনো নিদ্রার সমান।
ব্রহ্ম-পানে মন রাখিয়া যে জাগে,
সে জাগাতে হয় জাগার প্রমাণ॥

টীকা। মায়া মুখী হ'যে মায়ার দিকে মুখ রাখিয়া মায়ার বিবিধ বিলাসে মুগ্ধ হইয়া, জাগতিক সুখ লাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া অথবা তাহার ভোগে মত্ত হওয়া।

বিশ্বাস।

সুনত চিকার পিপীলকী তাহি রটহু মন মাঁহি।
দুলনদাস বিশ্বাস ভজু, সাহিব বহিরা নাহি॥ (দুলনদাস।)

ক্ষুদ্র পিপীলিকা, তার
শব্দ যিনি করেন শ্রবণ,
মধুময় নাম তাঁর
মনোমাঝে রট সর্ব্বক্ষণ।
ভজহ, দুলনদাস।
বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহে স্থির
নিশ্চয় জানহ মনে—
প্রভু মোর নহেন বধির॥

রাম নাম দুই অক্ষরৈ রটৈ নিরন্তর কোই।
দরিয়া দীপক বরি উঠৈ, মন পরতীত জো হোই॥ (দরিয়াদাস)

ছু'টী অক্ষরের রাম নাম যদি
নিরন্তর কেহ রটিবারে রয়,
জীবন-প্রদীপ জ্ব'লে উঠে তার —
বিশ্বাস তাহার মনে যদি হয়॥

টীকা। "বিশ্বাস মিলি [illegible]" নরোত্তমদাস।

দাদু মনসা বাচা কর্মনা, সাহিবকা বিশ্বাস।
সেবক সিরজনহারকা, করৈ কৌনকী আস॥ (দাদূ।)

মনে বাক্যে আর কর্ম্মে অনুক্ষণ
প্রভুর উপরে রাখহ বিশ্বাস।
সৃজন-কর্ত্তার সেবক যে হয়,
সে আর কাহার করে বল আশ?

বিশ্বাসী হৈ গুরু ভজৈ লোহা কঞ্চন হোয়।
নাম ভজৈ অনুরাগতেঁ, হরষ শোক নহিঁ দোয়॥ (কবীর।)

বিশ্বাস করিয়া শ্রীগুরু ভজিলে,
লৌহ তবেই-ত হইবে কাঞ্চন।
নাহি হয় মনে হর্ষ আর শোক,
অনুরাগে নাম করিলে ভজন॥

পলটূ সন্তকে বচনকো, খ্যাল করৈ না কোই।
টুক মনমেঁ নিশ্চৈ করৈ, হোই হোই পৈ হোই॥ (পলটূ।)

সাধুসন্তদের বচনের প্রতি
ভবে কেহ নাহি মনোযোগী হয়।
একটুকু মনে বিশ্বাস করিলে,
হইবে, হইবে, হইবে নিশ্চয়॥

টীকা। হইবে — সিদ্ধিলাভ, অর্থাৎ ভগবদ্দর্শন, হইবে।

সন্ত বচন যুগ যুগ অচল, জো আবে বিশ্বাস
বিশ্বাস করে পর না মিলে, তৌ ঝুটা পল্টু দাস ॥ (পল্টু ।)

যুগে যুগে অচল
বচন সাধুদের,
হয় যদি তোমার মনেতে বিশ্বাস ।
বিশ্বাস করি' যদি
শ্রীহরি নাহি মিলে,
মিথ্যা তবে নিশ্চয় এই পল্টু দাস ॥

সাধন-ভজন ।

—:০:—

ফুল মাহি যেও বাস, কাঠমে অগিন ছিপানি ।
খোদ বিনা নাহি মিলে, ধরতীমে পানি ॥ (অজ্ঞাত ।)

পুষ্পে যথা সৌরভ, কাষ্ঠে যথা অনল,
বিশ্বে তথা লুকা'য়ে ভগবান র'ন ॥
খনন বিনা জল মাটী হ'তে মিলেনা,
অলভ্য তিনি বিনা সাধন-ভজন ॥

টীকা। "এমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।
এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বোসো,
কেউ জানবে না, কেউ বলবে না।
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি,
দেশ বিদেশে কতই ঘুরি,
এবার বল আমার মনের কোনে
দেবে ধরা ছলবে না।"— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিন খোজে সে না মিলৈ, লাখ করৈ জো কোয়।
পট উলটে দহী ভা, মথিবে সে ঘিউ হোয়॥ ([illegible]ন্ট।)

বিনা অন্বেষণে মিলেনা মিলেনা,
করিলেও লক্ষ অপর উপায়।
দুগ্ধ হইতে যে দধি হয়, তাহা
না মথিলে, ঘৃত কেবা বল পায়?

[illegible] ভজন বিনা সো, মূরখ নরতন [illegible]।
দেখো জিয়া খোয়কে, ফিরি ফিরি গোতা খায়॥ ([illegible])

নর-তনু লাভ করিয়া যে মূঢ়
নাহি ক'রে থাকে রামের ভজন,
বৃথায় জীবন খোয়া'য়ে খোয়া'য়ে,
বার বার গোঁতা খায় সেইজন॥

টীকা: বৃথায় সেইজন নরক [illegible] কাঁদিয়া জন্মে জন্মে শাস্তি পাইতে থাকে।

ভব জল বহৈ জীব সব, [illegible] নাহি।
দয়া ভজন নৌকা বিনা, ডুবি ভবনিধি মাঁহি জাহি॥ (দয়াবাই।)

কাল-নদী-স্রোতে পতিত হইয়া,
বহিয়া যেতেছে জীব সমুদয়।
ভজন-নৌকার অভাবে তাহারা
জন্মিয়া জন্মিয়া মরিতেই রয়॥

কঞ্চন কেবল গুরু ভজন, দূজা কাঁচ কথীর।
ঝুঠা জাল জঞ্জাল তজি, পকড়ো সাঁচ কবীর। (কবীর।)

কাঞ্চন কেবল শ্রীগুরু-ভজন,
কাঁচ আর সব অতীব নশ্বর।
মিথ্যার জাল ও জঞ্জাল ত্যজিয়া
সত্যেরে, কবীর, ধর দৃঢ়-কর॥

হরিসে লাগ রহো ভাই।
তু বনত বনত বনি যাই॥ (কবীর।)

শ্রীহরিতে সদা তুমি রহ ভাই লাগিয়া।
বনিতে বনিতে ক্রমে যাবে তুমি বনিয়া॥

টীকা। বনিতে বনিতে বনিয়া—প্রস্তুত হইতে হইতে। তুমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া যাইবে, অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে করিতে তুমি সম্পূর্ণরূপে তাহা লাভ করিবে।

আট পহর লাগী রহৈ, ভজন তেলকী ধার।
পল্টু ঐসে দাসকো, কোউ ন পাবৈ পার॥ (পল্টু।)

তৈলধারা-সম শ্রীহরি-ভজন
অষ্ট-প্রহরই লেগে থাকে যার,
বাখানি সে হরিদাসের মহিমা,
কেহ না পাইতে পারে তার পার॥

"হরি হরি হরি, হর হর হর।"*

জরত সকল সুরবৃন্দ, বিষম গরল জেহি পান কিয়।
তেহি ন ভজসি মতিমন্দ, কো কৃপাল শঙ্কর সরিস॥ (তুলসীদাস।)

বিষম-গরল-প্রভাবে হইলে
জর-জর যত দেবতা সকল,
আপনি শঙ্কর ক'রেছিলা পান
নিঃশেষে বিষম সেই হলাহল।
দেবগণ সহ জগতে রক্ষিলা,
কৃপাময় বল কে আর তেমন?
ওরে মন্দমতি! কেন না করিছ
সেই দয়াময়ে সতত ভজন?

---

* এই শিরোনাম রামলাল দত্ত-বিরচিত নিম্নলিখিত গীত হইতে গৃহীত হইয়াছে, যথা—
"ভজরে, পামর মানস মম, নবীন নীরদ বরণ শ্যাম,
রজত-অচল মূরতি ধর, হরি হরি হরি, হর হর হর।
শ্রীঅঙ্গে শোভিছে পীতবসন, শার্দ্দূল ছাল কটির ভূষণ,
মদন মোহন মদন-দমন, হরি হরি হরি, হর হর হর।*******"

তুলসী পরিহরি হরিহরহি, পাবর পূজহি ভূত।
অন্ত ফজীহত হোঙ্গে জ্যাঁও গণিকা-পুত ॥ (তুলসীদাস।)

হে তুলসী! যে পামর
পরিহরি' হরিহর
ভূতের পূজন ক'রে থাকে,
গণিকা-তনয় সম
পরিণামে সুনিশ্চয়
লাঞ্ছনা সহিতে হয় তাকে ॥

শঙ্কর প্রিয় মম দ্রোহী, শিবদ্রোহী মম দাস।
তে নর করহিঁ কল্প ভরি, ঘোর নরক মহঁ বাস ॥ (তুলসীদাস।)

শঙ্কর-সেবক যদি
আমার বিরোধী হয়,
শিব দ্রোহী কিম্বা যদি সেবক আমার,
তারা উভয়েই তবে
এক কল্প কাল ধরি
করে ঘোর নরকেতে বাস অনিবার ॥

টীকা। ইহা ভগবান রামচন্দ্রের উক্তি। কল্প = ব্রহ্মার একদিন দেবমানের দ্বিসহস্র যুগ।

প্রভু ও সেবক।

আজ্ঞাকারী পিউকি, রহো পিয়াকে সঙ্গ।
তন-মন'স সেবা করো, ঔর ন দুজা রঙ্গ ॥ (অজ্ঞাত।)

আজ্ঞাকারী হ'য়ে রহ প্রিয়-সাথে,
অন্য চিন্তা যত করি' পরিহার।
কায়-মনে সদা কর তাঁর সেবা,
কৃতার্থতা-লাভ হইবে তোমার ॥

সেবক সেবামেঁ রহে, অনত কহুঁ নহিঁ জায়।
দুঃখ সুখ সির উপর সহৈ, কহ কবীর সমুঝায়॥ (কবীর।)

সেবক লাগিয়া রহে সেবা-কাজে,
সেবা ছাড়ি' আর কোথাও না যায়,
সুখ-দুঃখ সহে মাথার উপরে —
কবীর সবারে এ কথা বুঝায়॥

টীকা। সুখ দুঃখ [illegible] স্থলে "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" হয়।

নিরবন্ধন বন্ধা রহৈ, বন্ধা নিরবন্ধ হোয়।
করম করৈ করতা নহীঁ, দাস কহাবৈ সোয়॥ (কবীর।)

নির্ব্বন্ধন হ'য়েও বদ্ধের মত থাকে,
বন্ধনের মাঝেও নির্ব্বন্ধন রয়,
করিতে থাকে কাজ, কর্ত্তা কিন্তু নহে যে,
দাস-নাম তাহারি উপযুক্ত হয়॥

[illegible] সেবা করৈ, ছুটৈ না মনসে [illegible]।
কহৈ কবীর সেবক নহিঁ, চাহৈ চৌগুনা দাম॥ (কবীর।)

ফলের কারণে সেবা যেবা করে,
মন হ'তে নাহি ত্যজে বাসনায়,
কবীর কহিছে—সে নহে সেবক,
চতুর্গুণ দান সেজন যে চায়।

দাসাতন হিরদে নহীঁ, নাম ধরাবৈ দাস।
পানীকে পিয়ে বিনা, কৈসে মিটৈ পিয়াস॥ (কবীর।)

দাস্য-ভাব হৃদে না রহিলে, কিবা
দাস-নামে হবে দিয়ে পরিচয়?
পান যদি নাহি করা যায় জল,
পিপাসা কেমনে দূরীভূত হয়?

জাহি জীব পর তব কৃপা, সতত বসে হুলাস।
তিনকী মহিমা কো কহৈ, জো অনন্য রঘুদাস॥ (তুলসীদাস।)

যে জীবের পরে তব কৃপা ঝরে,
উল্লাসেতে ভরা হৃদয় তাহার।
মহিমা কহিবে সে দাসের কেবা,
তব সম প্রিয় নাহিক যাহার?

প্রভু সে সেবক বড়, জো নিজ ধর্ম সুজান।
রাম বান্ধি উতরে উদধি, লাঙ্ঘি গয়া হনুমান॥ (তুলসীদাস।)

প্রভু হ'তে বড় হয় সে সেবক,
স্বধর্ম্ম যে সদা বহে মতিমান।
রাম সেতু বাঁধি' সমুদ্র তরিলা,
লঙ্ঘনে পার তা' হ'ল হনুমান॥

হরি সেতী হরিজন বড়ে, সমঝি দেখ মন মাহিঁ।
কহ কবীর জগ হরি বিষৈ, সো হরি হরিজন মাহিঁ॥ (কবীর।)

হরি হ'তে বড় হয় হরিজন—
মনোমাঝে দেখ করিয়া বিচার।
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেই হরি মাঝে,
হরিজন-মাঝে তাঁহার বিহার॥

টীকা। হরিজন—ভক্ত।

জৈসে কাঠমে অগিন হৈ, ফুলমে হৈ জ্যোঁ বাস।
হরিজনমে হরি রহত হৈ, ঐসে পল্টূদাস॥ (পল্টু।)

কাষ্ঠে যেই মত অনলের স্থিতি,
ফুলেতে যেমন সৌরভের বাস,
হরিজন-মাঝে হরি বিরাজেন
ঠিক সেইমত, জেনো পল্টূদাস॥

মিহদীমেঁ লালী রহৈ, দুধ মাহিঁ ঘিউ হোয়।
পল্টূ ঐসে সন্ত হৈঁ, হরি বিন কহৈঁ ন বোয়॥ (পল্টূ।)

দুধের ভিতরে ঘৃত যথা রহে,
মেহেদীতে রহে লালিমা যেমন,
হরি বিনা নাহি কহেন কেহই
ঠিক সেই মত সাধুসন্তগণ॥

হরিসে তু জনি হেত কর, কর হরিজনসে হেত।
মাল মুলুক হরি দেত হৈ হরিজন হরিহী দেত॥ (কবীর।)

হরি প্রতি তুমি করিওনা প্রেম,
হরিজন-প্রেমে ভরহ পরাণ।
মাল-মুলুকাদি হরি দেন বটে,
হরিজন করে হরিই প্রদান॥

[illegible]

দাসানুদাস

—::○॰:—

কবীর চেরা সন্তকা, দাসনহুকা দাস।
অব তো ঐসা হোই রহু, জ্যোঁ পাঁও তলকী ঘাস॥ (কবীর।)

হে কবীর! যেবা সাধুর সেবক,
দাসানুদাস সে হয় সবাকার।
তেমতি তোমারে হ'তে হবে এবে,
ঘাস যেই মত পায়ের তলার॥

টীকা। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" —শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক।

সুখ ও দুঃখ।

—•—

বিন মাগে দুখ হোত হ্যায়, [illegible]

[illegible] ॥ ([illegible] ।)

জগতে কেহ নাহি চাহিলেও, দুঃখেরে,
নিজেই আসিয়া সে দলে যথা প্রাণ,
সুখও আসে হেথা আপনিই তেমনি
দেখিতেছি, দৈবই শুধু বলবান ॥

ব্যাপসি [illegible] ।

ত্যাগসে সুখ দুখ জগতকে, [illegible] ॥ (সহজোবাঈ।)

কুম্ভকার যথা লোহার সাঁড়াশী,
ক্ষণে জলে ক্ষণে অনলে ডুবায়,
জগতের সুখ ও দুঃখ সেইমত, —
পালাও, সহজো ছেড়ে দিয়ে তায়।

না সুখ বিদ্যাকে পঢ়ে, না সুখ বাদ বিবাদ।

সাধ সুখী, সহজো কহে, লাগী শূন্য সমাধ ॥ (সহজোবাঈ।)

বিদ্যায় নাহিক সুখ, নাহি করে
বাদ ও বিবাদ কভু সুখ দান।
সহজো কহিছে—সাধু সুখী শুধু,
শূন্য-সমাধিতে মগ্ন যার প্রাণ ॥

ভূপ দুখী, অবধূ দুখী, দুখী রঙ্ক বিপরীত।
কহৈ কবীর, ইহ সব দুখী, সুখী সন্ত মনজিত॥ (কবীর।)

নরপতি দুঃখী, দুঃখী অবধূত,
বিপরীত দুঃখে দরিদ্রেরা রয়।
কবীর কহিছে—সবে হেথা দুঃখী,
সুখী সাধু, মন যে করে বিজয়॥

দেহ ধরকে দুখ বিপদ, সব কোইকো হোয়।
জ্ঞানী ভুগতে জ্ঞানসে, মূরখ ভুগতে রোয়॥ (অজ্ঞাত।)

দুঃখ ও বিপদ ভোগ সবারে করিতে হয়,
শরীর ধরিয়া যারা আসে এ ধরায়।
জ্ঞানবলে জ্ঞানীগণ সকলি সহিয়া থাকে,
মূর্খ যারা, তারা শুধু কাঁদিয়া ভাসায়॥

দুখ পাহায়ে সো হরি ভজে, সুখমে ভজে না কোই।
সুখমে যো হরি ভজে তো, দুখ কাঁহাসে হোই॥ (কবীর।)

দুখেতে পড়িলে সবে হরি ভজে,
নাহি করে কেহ সুখেতে ভজন।
সুখের সময়ে শ্রীহরি ভজিলে,
কেমনে করিবে দুঃখ আগমন?

সুখমে সুমিরণ না কিয়া, দুখমে কিয়া যো ইয়াদ।
কহে কবীর তা দাসকি, ক্যা ও লাগে ফরিয়াদ॥ (কবীর।)

সুখে যেবা স্মরণ নাহি করে তাঁহারে,
দুখেতেই কেবল মনে পড়ে যার,—
কহিতেছে কবীর,— শ্রীহরির নিকটে
নালিশ কেমনে বা পঁহুছিবে তার?

সুখমে বাজ পড়ু, দুখকে বলিহারি যাই।
য্যায়সে দুখ আওয়ে যো, ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম সওবাই ॥ (কবীর।)

সুখের মাথায় পড়ুক রে বাজ,
দুঃখের মহিমা কহনে না যায়।
হেন দুঃখ মোর আসুক, যাহাতে
হরিনাম মোরে সতত স্মরায় ॥

জরো সো সম্পতি সদন সুখ, সুহৃদ মাতু পিতু ভাই।
স সুখ হোত জো রামপদ, করৈ ন সহজ সহাই ॥ (তুলসীদাস।)

ভস্মীভূত হউক গৃহ-সুখ-সম্পদ,
দূরে যাক সুহৃদ মাতা পিতা ভাই।
সহজ-সহায়ক রাম-পদ ব্যতীত
যথার্থ সুখ আর কিছুতেই নাই ॥

কবীর সুখ কো জায় থা, আগে মিলিয়া দুখ।
জাহু সুখ ঘর আপনে, হাম জানে অরু দুখ ॥ (কবীর।)

গিয়াছিল সুখ লভিতে কবীর,
দুঃখ কিন্তু আগে মিলিল তাহার।
যাও, সুখ, তুমি আপনার ঘরে,
আরো দুঃখ মোর আছে জানিবার

জবসে মাঈ জনমিয়া, কবহুঁ ন পায়া সুখ।
ডালে ডালে মৈঁ ফিরোঁ, পাত পাতমে দুখ ॥ (কবীর।)

যখন হইতে জন্মিলাম ভবে,
কভু কিছু নাহি পাইলাম সুখ।
আমি যদি ফিরি ডালে ডালে ডালে,
পাতায় পাতায় ফিরে সাথা দুখ ॥

সুনি লো পল্টু, ভেদ য়হ, হংসি বোলে ভগবান।
দুখকে ভীতর মুক্তি হৈ, সুখমেঁ নরক নিদান॥ (পল্টু।)

শুন শুন তুমি এই তত্ত্ব-সার,
কহিলা হাসিযা যাহা ভগবান—
দুখের ভিতরে মুক্তি বিরাজিছে,
সুখের ভিতরে নরক-নিদান॥

জহাঁ জহাঁ দুখ পাইয়া, গুরু কা থাপা সোয়।
জবহীঁ সির টক্কর লগৈ, তব হরি সুমিরন হোয়॥ (মলূকদাস।)

যেখানে যেখানে দুঃখ পাও তুমি,
শ্রীগুরুর থাপা জেনো সমুদয়।
টক্কর যখনি লাগে তব শিরে,
হরির স্মরণ সেইক্ষণে হয়॥

টীকা। থাপা — চড়, থাপ্পড়।
'বার বার যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ, তারা,
সে কেবলি দয়া তব, জেনেছি মা দুখহরা।
সন্তান-মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে,
তাই বহিতেছি সুখে শিরে দুখের পসরা।"—রামলাল দত্ত।

হাঁসি খেলে জো পিয়া মিলে, তো কৌন সহে খুরসান।
কাম ক্রোধ তৃষ্ণা তজে, তাহি মিলে ভগওয়ান॥ (কবীর।)

হাসিযা ও খেলিযা প্রিয যদি মিলিত,
কেবা তবে সহিত তীক্ষ্ণ ক্ষুর-ধার?
কাম, ক্রোধ ও তৃষ্ণা পরিহার করে যে,
শ্রীভগবান হন কেবল তাহার॥

টীকা। ক্ষুর ধার — ক্ষুরধার সদৃশ সাধন-ভজন কষ্ট।
"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"।—কঠোপনিষৎ।

হাউস ক'ং হরি মিলনকি, আওর সুখ চাহে অঙ্গ।
পীড় সহে বিনু পদ্মিনী, পুত্রন লেৎ উচ্ছঙ্গ ॥ (কবীর।)

হৃদয়েতে বাসনা হয় হরি লভিতে,
কিন্তু এ শরীরেরো সুখ চাহে মন—
নারীর সাধ যথা সন্তানে কোলে নিতে,
সহ্য নাহি করিয়া প্রসব-বেদন।

নিজ সুখ রাম হ্যায়, দুজা দুখ অপার।
মনসা বাচা কর্মণা, কবীর সুমিরন সার ॥ (কবীর।)

শ্রীরামই আত্মার হ'ন সুখ-স্বরূপ,
অন্য আর সকলে দুঃখই অপার।
ভুলিওনা কখনো, কায়মনোবচনে
সার কর, কবীর, স্মরণ তাঁহার ॥

সাহেব সীতানাথসোঁ, জব ঘটি হৈ অনুরাগ।
তুলসী তব হি ভাল তে, ভভরি ভাগি হৈ ভাগ ॥ (তুলসীদাস।)

যে দিবস হইতে রামের প্রতি তব
হৃদয়ে অনুরাগ হইবে সঞ্চার,
জেনে রাখ, তুলসী, সেদিন হইতেই
ভাগ্যের প্রসন্নতা হইবে তোমার ॥

করি হো কমলানাথ ত্যজি, যবহী দুসরি আশ।
জঁহা তঁহা দুখ পাই হৌ, তবহি তুলসীদাস ॥ (তুলসীদাস।)

কমলাকান্তেরে ত্যজিয়া যখনি
অপরের তুমি করিবে আশ,
যেখানে-সেখানে তখনি তোমায়
দুঃখ পেতে হবে, তুলসীদাস ॥

তুলসী রঘুবর ত্যজি, করৈ ভরোসা ঔর।
সুখ সম্পত্তি কীধর চলি, নরকহুঁ নাহি ঠৌর॥ (তুলসীদাস।)

শ্রীরাম-রঘুবীরে পরিহরি', তুলসী,
অপরের ভরসা করে যার প্রাণ,
কোথায় চলে যায় তার সুখ-সম্পদ,
নরকেও তাহার নাহি হয় স্থান॥

সুখজীবন সব কোই চাহত, সুখজীবন হরি হাথ।
তুলসী দাতা মাংগ ন্যো, লখিয়ত অবুধ অনাথ॥ (তুলসীদাস।)

সুখের জীবন সকলেই চাহে,
শ্রীহরির হাতে সে সুখ-জীবন।
হায়রে, তুলসী। দাতা দেখিয়াও
যাচে না অবোধ অনাথ যে জন।

বিনু গুরু হোই ন জ্ঞান, জ্ঞান কি হোই বৈরাগ বিনু।
গাবহি বেদপুরান, সুখ কি লহিয় হরি ভক্তি বিনু॥ (তুলসীদাস।)

গুরু বিনা কখনো জ্ঞান নাহি জনমে,
বৈরাগ্য বিনা জ্ঞানে কি কাজ বা হয়?
বেদ-পুরাণ গাহে-- হরিভক্তি-ব্যতীত
পাবে কি হ'তে কভু সত্য-সুখোদয়?

কহহিঁ বিমল মত সন্ত, বেদপুরান বিচারি সব।
দ্রবে জানকীকান্ত, ছুটে সংসার দুখ তব॥ (তুলসীদাস।)

প্রকাশেন সুবিমল মত সাধুসন্তগণ,
বেদপুরাণাদি সব করিয়া বিচার—
জানকীকান্তের প্রেমে গলিলে জীবের হিয়া,
সংসারের দুঃখ তবে ঘুচে যায় তার॥

সব সুখ স্বরগ-পাতালকে, তৌল তরাজু বাহি।
হরি-সুখ এক পলককো, তা সম কহ্যা না জাহি ॥ (দাদূ।)

যত সুখ আছে স্বরগে পাতালে,
সেই সমুদয় সুখ-সমুচ্চয়
এক পলকের হরি-সুখ সহ
তুলনার কভু উপযুক্ত নয় ॥

টীকা। স্বরগে পাতালে স্বর্গ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত স্থানে। হরি সুখ=ভগবৎপ্রাপ্তি। বা ভগবৎস্মরণের সুখ।

জব তূ জানৈ পীউ হী, উহ আপনো করি লেহি।
পরম ধামমেঁ রাখি করি, বাঁহ পকরি সুখ দেহি ॥ (চরণদাস।)

প্রিয়তমে জানিতে পারিলে তুমি, তিনি
করিয়া লইবেন তোমারে আপন।
পরম ধামে রাখি', হাত তব ধরিয়া,
কত সুখ তোমারে দিবেন তখন ॥

স্মৃতি ও বিস্মৃতি

——:*:——

তুলসী হঠি হঠি কহত নিত, চিত সন হিত কর মান।
লাভ রাম সুমিরন বড়ী, বড়ী বিসারে হান ॥ (তুলসীদাস।)

সে কথা হিয়ায় হিত ব'লে মানো,
আবেগে যে কথা কহি নিতি নিতি,—
ভারি লাভ রামে স্মরিলে, তুলসী,
পাসরিলে তাঁরে অতিশয় ক্ষতি ॥

জপ তপ সংযম সাধন, সব সুমিরণকে মাহি।
কহে কবীর বিচারি কৈ, সুমিরণ সম কুছ নাহি॥ (কবীর।)

জপ তপ আর সংযম সাধন,
স্মরণের মাঝে সকলিতো রয়।
বিচার করিয়া কহিছে কবীর,
স্মরণের মত আর কিছু নয়।

সুমিরণসোঁ সুখ হোত হৈঁ সুমিরণসোঁ দুখ যায়।
কহে কবীর সুমিরণ কিয়ে, সাঁই মাহি সামায়॥ (কবীর।)

সুখ উপজয় স্মরণ হইতে,
স্মরণ করিলে দুঃখ দূর হয়।
কহিছে কবীর,—স্মরণ-প্রভাবে,
প্রভু 'আসি' হৃদে হয়েন উদয়॥

কবীর সাহেব সুমিরণ করেই, তাকো বন্দা দেও।
পহিলে আয়ে ভিগাবই, পিছে লাগ সেও॥ (কবীর।)

দেবগণ বন্দনা করেন সদা তার
ক'রে থাকে যেজন শ্রীহরি-স্মরণ।
আসি' তাঁরা প্রথমে তারে ভয় দেখা'তে,
করেন পরে তারে সেবিতে যতন॥

থোড়া সুমিরন বহুত সুখ, জো করি জানৈ কোয়।
সূত ন লাগৈ বিনাওনী, সহজে অতি সুখ হোয়॥ (কবীর।)

অল্প স্মরণেই হয় বহু সুখ,
'যে ক'রেছে, সেই জানে তা' নিশ্চয়।
গাঁথিবার তরে সূতা নাহি লাগে,
সহজেই হয় অতি সুখোদয়॥

টীকা। গাঁথিবার লাগে—সূত্রগ্রথিত মালা ব্যতীত, অর্থাৎ মনোমালায়, জপ সিদ্ধ হয়।

হাম তুমহারী সুমিরণ করেঁ, তুম মোহি চিতবত নাহি।
সুমিরণ মনকি প্রীত হায়, সো মন তুমহি মাহি॥ (কবীর।)

হে জীব! তোমারে মনে করি আমি,
তুমি তো কবনা আমারে স্মরণ।
যে মনেরে প্রীতি দেয় মোর স্মৃতি,
তোমাতেই দেখ আছে সেই মন॥

টীকা। ভগবদ্বাক্য।

জো কৃপাল তন মন ধন দীন্‌হো, নৈন নাসিকা মুখ বয়না।
জাকো বচত মাস দস লাগৈ, তাহি ন সুমিরো এক ছিনা॥
বালাপন সব খেল গঁবায়া, তরুন ভয়া জব রূপ ঘনা।
বৃদ্ধ ভয়া জব আলস উপজ্যো, মায়া মোহ ভয়ো মগনা॥ (মীরাবাই।)

যে কৃপাল দিলা তনু মন ধন
নয়ন নাসিকা মুখ জিহ্বা আর,
রচিলা তোমারে দশ মাস ধরি',
ক্ষণেক মহিমা নাহি স্মর তাঁর।
বাল্যকাল সব খেলায় কাটা'লে,
যৌবনে মজিলে রূপ মদিরায়,
বৃদ্ধকালে এবে আলস্য এসেছে,
মায়ামোহে তুমি ডুবিয়াছ, হায়।

হিয়া ফাটহু, ফুটহু নয়ন, জরহু তে তন কোহি কাম।
দ্রবহি স্রবহু পুলকহি নহি, তুলসী সুমিরত রাম॥ (তুলসীদাস।)

সে হিয়া ফেটে যাক, সে আঁখি অন্ধ হ'ক,
ছাই হ'ক সে দেহ বিফলতাময়,
দ্রবীভূত, গলিত, পুলকেতে পূরিত,
স্মরিয়া রামে যারা কভু নাহি হয়॥

সব তিথি সুতিথি হ্যায়, সব বার সুবার।
উসকা লাগে ভদরা, যো বিচারে নন্দকুমার। (অজ্ঞাত।)

সব তিথি হয় সুতিথি নিশ্চয়,
সমুদয় বার হয়েরে সুবার।
ভদ্রা আদি তারি অমঙ্গলকারী,
ভুলে যায় যেবা শ্রীনন্দকুমার॥

জে জন হরি সুমিরণ বিমুখ, তাসু মুখ হু ন বোল।
রামরূপমে জে পগে, তাসু অন্তর খোল॥ (দয়াবাঈ।)

শ্রীহরি-স্মরণে বিমুখ যেজন,
কহিওনা কিছু তাহার গোচর।
রাম-রূপে যার প্রাণ মজিযাছে,
তাঁর কাছে তুমি খুলিও অন্তর॥

কবীর চিত চঞ্চল ভয়ো, চহুঁ দিসি লাগি লায়।
গুরু সুমিরন হাথে ঘড়া, লীজৈ বেগি বুঝায়॥ (কবীর।)

চঞ্চল হইযাছে চিত্ত তোর, কবীর।
চারিদিকে তাহার জ্বলেছে অনল।
শ্রীগুরু-স্মরণের ঘড়া নিয়ে হাতেতে,
নিবাইযা দে ত্বরা ঢালি' স্মৃতি-জল॥

তুলসী সহিত সনেহ নিত, সুমিরহু সীতারাম।
সগুণ সুমঙ্গল শুভ সদা, আদি মধ্য পরিণাম॥ (তুলসীদাস।)

হে তুলসী। প্রতিদিন
গুণ-সিন্ধু সীতারামে
অনুরাগ-ভরা মনে করহ স্মরণ।
আদি মধ্য পরিণাম
সুমঙ্গলময় হবে,
চারিদিকে হবে শুভ সতত পরম॥

মুরলীর তান।

—:০:—

কোউ শুনৈ রাগ রু রাগিনী, কোউ শুনী কথা পুরান।
জন দূলন অব কা শুনৈ, জিন শুনী মুরলিয়া তান? (দূলনদাস)

কেহ শুনে রাগ কেহ বা রাগিণী,
কেহ কেহ শুনে বেদ ও পুরাণ।
সেজন, দূলন। কি আর শুনিবে,
যে শুনেছে কানে মুরলীর তান?

প্রার্থনা।

—:*:—

(কবীর।)

সাহেব তুম ন বিসাদরিয়ে, লাখ লোগ মিলি জাহি।
হামসে তুমকো বহুত হৈঁ, তুমসে হামকো নাহি॥

শুন, প্রভু, শুন, আমার সমান
লাখ লাখ লোক আছে হে তোমার।
আমারে ভুলিয়া থাকিওনা তুমি,
তব সম সম কেহ নাহি আর॥

মুঝ অওগুণ হায় তুঝ গুণ, তুঝ গুণ অওগুণ মুঝ।
যো মাই বিসরূঁ তুঝকো, তুম মৎ বিসরো মুঝ॥

অগুণ যা' মোর, তোমার তা' গুণ,
তব গুণ মম অগুণ নিশ্চয়।
আমি যদি যাই তোমারে ভুলিয়া,
মোরে ভুলা তব উচিত তো নয়॥

মাই অপরাধী জনমকা, নখ শীখ ভরা বিকার।
তুম দাতা দুখভঞ্জনা, মেরি করো সম্হার॥

আমি অপরাধী জনমের,—মোর
নখ থেকে শির ভরা বিকার।
তুমি দাতা, তুমি দুঃখ-বিভঞ্জন,
দয়া ক'রে মোরে কর উদ্ধার॥

ক্যা মুখ লৈ বিনতি করৌঁ, লাজ আবত হৈ মোহিঁ।
তুম দেখত ঔগুন করৌঁ, কৈসে ভাবোঁ তোহিঁ॥

কি মুখ লইয়া বিনতি করিব?
হায়, হায়, মনে পাই বড় লাজ।
কেমনে প্রসন্ন করিব তোমারে?
দেখিয়াছ মোর যতেক অকাজ!

অওগুণ মেরে বাপজী, বকস গরীব-নিবাজ।
জো মৈঁ পূত কপূত হৌঁ, তউ পিতাকো লাজ॥

ওহে পিতঃ! ওহে দীন-দয়াময়।
নষ্ট কর যত অগুণ আমার।
আমি পুত্র তব—কুপুত্র হইলে,
তাহাতেও লাজ হয়তো পিতার॥

ঔগুন কিয়ে তো বহু কিয়ে, করত ন মানী হার।
ভাবৈ বন্দা বকসিয়ে, ভাবৈ গরদন মার॥

দোষ ক'রেছি তো অনেক ক'রেছি,
করিতে তখন মানি নাই হার।
ইচ্ছা হয় দাসে ক্ষমা কর তুমি,
না হ'লে তাহার ভেঙ্গে দাও ঘাড়॥

টীকা। এই দোহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে—তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, ইচ্ছা হয় রাখ, না হয় মার—তোমার শরণাগত হওয়া ছাড়া আমার আর অন্য উপায় নাই। আমি তোমার কাছে ঘাড় পাতিয়া দিলাম।

সুরতি কয়ৌ মেরে সাঁইয়া, হম হৈঁ ভবজল মাহিঁ।
আপে হী বহি জায়গে, জো নহিঁ পকরৌ বাহিঁ॥

করুণা করহ মোরে, প্রভু, তুমি,
ভব-জলে আমি গিয়াছি পড়িয়া।
আপনা আপনি ভেসে যাব এবে,
তুমি যদি হাত না ফেল ধরিয়া

কর জোরে বিনতী করৌঁ, ভবসাগব অপাব।
বন্দা উপর মিহব করি, আবাগমন নিবার॥

করযোড়ে, প্রভু, নিবেদি তোমারে—
এ ভব-সাগব দেখি যে অপার;
দাসের উপব সদয় হইয়া
ভবে আনাগোনা নিবারহ তার॥

অন্তরযামী এক তুম, আতমকে আধার।
জো তুম ছাড়ো হাথতেঁ, কৌন উতারে পার॥

অন্তরযামী হে একমাত্র তুমি,
আত্মার তুমিই কেবল আধার।
হাত থেকে যদি ছেড়ে দাও তুমি,
কেবা মোরে বল ক'রে দেবে পার?

তুম তো সমরথ সাইয়াঁ, দৃঢ় কর পকড়ো বাহিঁ।
ধুরহী লৈ পহুঁচাইয়া, জানি ছাড়ো মগ মাহিঁ॥

তুমি তো, হে প্রভু, সর্ব্বশক্তিমান,
দৃঢ়-করে কর ধরহ আমার—
প্রান্তভাগে মোরে নিয়া পঁহুছাও,
পথে যেন নাহি ক'রো পরিহার॥

টীকা। প্রান্তভাগে=পথের শেষ প্রান্তে— গন্তব্য স্থানে।

মোমেঁ ইতনী শক্তি কহঁ, গায়ো গলা প্রসার।
বন্দেকো ইতনী ঘনী, পড়া রহৈ দরবার॥

এত শক্তি আমার কোথায়, ওহে প্রভু।
মহিমার সঙ্গীত গলা খুলে গাই ?
দরবারে পড়িয়া যদি পারি থাকিতে,
এ দাসের নিশ্চয় অধিক তাহাই॥

ভব সাগর ভারী মহা, গহিরা অগম অগাহ।
তুম দয়াল দয়া করো, তব পায়োঁ কছু থাহ॥

এ ভব-সাগর ভয়ানক বড়,
অতীব দুর্গম অথই-গম্ভীর।
তুমি দয়াময় দয়া কর যদি,
থই কিছু পারে পাইতে কবীর॥

বিনবত হোঁ কর জোরি কৈ, সুনিয়ে কৃপা-নিধান।
সাধ সঙ্গতি সুখ দীজিয়ে, দয়া গরিবী দান॥

করযোড়ে করি বিনতি তোমারে,
শুন, শুন, ওহে করুণা-নিধান—
সাধু-সঙ্গতির সুখ মোরে দাও,
দয়া ও গরিবী কর মোরে দান॥

টীকা। সঙ্গতি=সঙ্গ।

ভক্তি মুক্তি মাঁগোঁ নহীঁ, ভক্তি দান দৈ মোহি।
ঔর কোই যাচোঁ নহীঁ, নিশ দিন যাচোঁ তোহিঁ॥

ভুক্তি কিম্বা মুক্তি চাহিনাকো আমি,
ভক্তি তুমি মোরে করহ প্রদান।
আর কাহারেও চাহিনা আমার,
নিশিদিন চায় তোমারেই প্রাণ॥

নৈনো অন্তর আও তূ, নৈন ঝাঁপি তোহি লেবঁ।
না মৈঁ দেখোঁ ঔরকো, না তোহি দেখন দেবঁ॥

নয়নের মাঝে এস তুমি, প্রিয়,
নয়ন ঝাঁপিয়া রেখে দিব তায়।
দেখিবনা আমি আর কাহারেও,
কাঁরেও দিবনা দেখিতে তোমায়।

টীকা। ঝাঁপিয়া=বন্ধ করিয়া।
এই ভাবের আরও দোহা ও উদ্ধৃত পদাবলী ১৬৫-৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভক্তি দান মোহিঁ দীজিয়ে, গুরু দেবনকে দেব।
ঔর নহীঁ কছু চাহিয়ে, নিশুদিন তেরি সেব॥

ভক্তি দান শুধু কর তুমি মোরে,
দেবদেব প্রভু শ্রীগুরু আমার।
আর কিছু মোর চাহেনা পরাণ,
নিশিদিন সেবা করিব তোমার॥

মেরা মুঝ্‌কো কুছ নহি, যো কুছ হায় সো তোর।
তেরা তুঝ্‌কো সোঁপতা, ক্যা লাগেহৈ মোর॥

নিজের আমার কিছুই তো নাই,
যাহা কিছু আছে সকলি তোমার।
তোমারি জিনিস তোমারে সঁপিব—
কি লাগিবে তাহে গায়েতে আমার?

টীকা। এই দোহার তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বস্ব দিয়া তোমার সেবা করিব—আমার তো তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, তোমারি জিনিস তোমারে সঁপিব।

(তুলসীদাস।)

মো সম দীন নহি, দয়াবন্ত নহি সমান রঘুবীর।
অস বিচারি রঘুবংশমণি, হরহু বিষম ভবভীর॥

মম সম দীন নাহি, রঘুবীর।
তব সম আর নাহি দয়াবান।
বিচারি' তা' কর, রঘুবংশমণি।
ভবের বিষম ভয় অবসান॥

প্রনত-পাল রঘবংশমণি, করুণাসিন্ধু খরারি।
গয়ে শরণ প্রভু রাখিহৈ, সব অপরাধ বিসারি॥

প্রণত-পালক, রঘুবংশ-মণি,
করুণা-সাগর খর-বিনাশন।
সব অপরাধ ভুলিয়া আমার,
রক্ষা কর, প্রভু, লইনু শরণ॥

শ্রবণ সুযশ শুনি আয়হুঁ, প্রভু ভঞ্জন ভব-ভীর।
ত্রাহি ত্রাহি আরত হরণ, শরণ সুখদ রঘুবীর॥

শ্রবণে সুযশ শুনিয়া এসেছি,
ভব ভয় ভাঙ্গি' চিত্ত কর স্থির।
রক্ষ রক্ষ মোরে, হে আর্ত্তি-হরণ,
শরণ-সুখদ প্রভু রঘুবীর।

টীকা। শরণ-সুখদ = শরণাগত জনে সুখদাতা।

নহিঁ বিদ্যা নহিঁ বাহু বল, নহিঁ খরচনকো দাম।
মো সম পতিত পতঙ্গকী, তুম পত রাখো রাম॥

নাহি বিদ্যা মোর নাহি বাহুবল,
খরচ করিতে অর্থ মোর নাই।
মো সম পতিত এই পতঙ্গের
মান তুমি, রাম, রাখহ সদাই॥

দীননাথ দয়াল প্রভু তুম লাগি মেরি দৌর।
যৈসে কাগ জাহাজকো, সুঝত ঔর ন ঠৌর।

ওহে দীননাথ, প্রভু, দয়াময়!
তোমারে লভিতে চাহে মোর মন,
জাহাজ ব্যতীত জাহাজের কাক
অপর আশ্রয় জানেনা যেমন।

পরমানন্দ কৃপায়তন, মন পরিপূরণ কাম।
প্রেমভক্তি অনপায়নী, হমহি দেহু শ্রীরাম ॥

হে পরমানন্দ! করুণানিধান!
হৃদযাভিলাষপূরক শ্রীরাম!
তব প্রতি নিত্য রহে অবিচলা,
প্রেমভক্তি হেন করহ প্রদান ॥

নাথ এক বর মাঁগহুঁ, মোহিঁ কৃপা করি দেহু।
জন্ম জন্ম প্রভু পদ কমল, কবহুঁ ঘটৈ জনি নেহু ॥

এক বর নাথ মাগি তব ঠাঁই,
কৃপা করি' মোরে দাও, দয়াময়!—
জন্মে জন্মে তব শ্রীপদ-কমলে
ভক্তি যেন কভু হ্রাস নাহি হয় ॥

বিনতী করি প্রভু নাই শির, কহঁ কর জোরি বহোরি।
চরণ সরোরুহ নাথ জনি, কবহুঁ তজৈ মতি মোরি ॥

বিনয় করিয়া, শির নত করি',
করযোড়ে, নাথ, করি নিবেদন—
তোমার চরণ-সরোরুহ যেন
কদাপি না ত্যাগ করে মম মন ॥

বার বার বর মাগহুঁ, হরষি দেহু শ্রীরঙ্গ।
পদ সরোজ অনপায়নী, ভক্তি সদা সতসঙ্গ ॥

বার বার বর মাগি তব ঠাঁই—
প্রসন্ন হইয়া সুখী কর প্রাণ।
দাও পাদপদ্মে অচলা ভকতি,
আর সাধুসঙ্গে সদা অবস্থান ॥

কামী নারি পিয়ারি জিমি, লোভীকে প্রিয় দাম।
তিমি রঘুনাথ নিরন্তর, প্রিয় লাগত মোহিঁ রাম॥

কামী যথা সদা ভালবাসে নারী,
লোভীর যেমতি অর্থ প্রিয় হয়,
নিরন্তর যেন, রাম রঘুনাথ!
তব প্রতি মোর হেন প্রেম রয়॥

টীকা। এই ভাবের আর একটী দোহা ২১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভক্ত কল্পতরু প্রনত-হিত, কৃপা সিন্ধু সুখধাম।
সোই নিজ ভক্তি মোহিঁ প্রভু, দেহু দয়া করি রাম॥

ভক্ত-কল্পতরু, প্রণত-পালক,
কৃপা-পারাবার, রাম সুখ-ধাম।
মোরে তব প্রতি ভক্তিই কেবল
দয়া ক'রে, প্রভু, কর তুমি দান॥

অর্থ ন ধর্ম ন কাম রুচি, গতি ন চহৌঁ নিরবাণ।
জন্ম জন্ম রতি রাম পদ, য়হ বরদান ন আন॥

ধর্ম্ম-অর্থ-কামে রুচি নাহি মোর,
নির্ব্বাণের গতি চাহেনা পরাণ।
জনমে জনমে রাম-পদে রতি—
এই বর ছাড়া নাহি চাহি আন॥

নাতো নতে রামকে, রামসনেহ সনেহ।
তুলসী মাগত জোরি কর, জন্ম জন্ম বধি দেহ॥

করযোড়ে তুলসী মাগিছে, ওহে রাম—
জন্মে জন্মে হেন বুদ্ধি কর দান,
যাহাতে তোমাতেই সকল প্রীতি-স্নেহ
সকল সম্বন্ধ স্থাপে মোর প্রাণ॥

টীকা। সকল সম্বন্ধ=মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু প্রভৃতি যাবতীয় জাগতিক সম্বন্ধ।

সন্ত সরল চিত জগতহিত, জানি স্বভাব সনেহু।
বাল বিনয় শুনি করি কৃপা, রাম চরণ রতি দেহু॥

বিশ্বহিত সদা সাধিতে নিরত,
ওহে সন্ত! তব সরল হৃদয়।
জানি জানি তব স্বভাব সুন্দর
কত যে গভীর স্নেহের নিলয়।
বিনয়-বচন শুনি' বালকের,
তার প্রতি তুমি হও কৃপাবান।
শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-কমলে
প্রাণভরা রতি'কর তারে দান॥

(মীরাবাই।)

মাবাবো প্রভু সাচী দাসী বনায়ো।
ঝুঁঠে ধন্ধোঁসে মেরা ফন্দা ছুড়ায়ো॥
লুটে হী লেত বিবেককা ডেরা।
বুধি বল যদপি করূঁ বহুতেরা॥
হায় রাম নহিঁ কছু বশ মেরা।
মরত হুঁ বিবশ প্রভু ধায়ো সবেরা॥
ধর্ম উপদেশ নিত প্রতি শুনতী হুঁ।
মন কুচালসে ভী ডরতী হুঁ॥
সদা সাধু সেবা করতী হুঁ।
সুমিরণ ধ্যানমেঁ চিত ধরতী হুঁ॥
ভক্তি মার্গ দাসীকো দিখায়ো।
মীরাকো প্রভু সাচী দাসী বনায়ো॥

মিথ্যা মোহ-ফাঁস হ'তে ছাড়াইয়া,
মীরারে তোমার দাসী সত্যকার
ক'রে লও তুমি, প্রভু হে

লুটে পঞ্চ ভূতে বিবেকের ঘর
করিলেও বুদ্ধি-বল বহুতর,
হায়, হায়, রাম ! কিছুই আমার
বশে যে নাহিক রহে হে ।
মরিতেছি আমি বিবশ হইয়া,
ধেয়ে এস ত্বরা, প্রভু হে !
ধর্ম্ম-উপদেশ রোজ শুনি কানে,
কুচাল চালিতে ভয় পাই প্রাণে,
সদা সাধু-সেবা করি বটে আমি,
স্মরণে ও ধ্যানে চিত্ত অনুগামী ,
কিন্তু হায় রাম ! তথাপিও মোর
বশ কিছুইতো নহে হে !
মরিতেছি আমি বিবশ হইয়া,
ধেয়ে এস ত্বরা, প্রভু হে !
ভক্তি-মার্গ তুমি দাসীরে দেখা'য়ে,
মীরারে তোমার দাসী সত্যকার
লও ক'রে লও, প্রভু হে !

পিয়া হাঁমারে নৈনা আগে রহজ্যো জী ।
নৈনা আগে রহজ্যো, হাঁম্‌নে ভুল মত জাজ্যো জী ॥
ভৌসাগরমেঁ বহী জাত হুঁ, বেগি হাঁমারী সুধ লীজ্যো জী ।
রাণাজী ভেজা বিষকা প্যালা, সো অমৃত কর দীজ্যো জী ॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, মিল বিছুরন মত কীজ্যো জী ॥
নয়নের সমুখে রহ তুমি আমার,
ওহে প্রিয়, ওহে প্রিয় হে !
নয়নের সমুখে রহ, যেন আমারে,
ভুলিয়া যেওনা কভু হে ॥

ঘোর ভব-সাগরে
যাইতেছি বহিয়া,
সত্বর মোরে তুমি করহ উদ্ধার।
রাণাজী পাঠাইলা
বিষ-ভরা পেয়ালা,
অমৃত করি' প্রাণ রক্ষিলে আমার।
মীরার প্রভু তুমি গিরিধর নাগর,
ত্যজিওনা মোরে কভু হে।

টীকা। রাণাজী=মীরার দেবর চিতোরের রাণা বিক্রমজিৎ।

(দাদূ।)

গুনহ্‌গার অপরাধী তেরা, ভাজি কহাঁ হম জাহি"।
দাদূ দেখ্যা সোধি করি, তুম বিন কহিঁ ন সমাই॥

বড দোষী আমি, বড অপরাধী—
কিন্তু, বল প্রভু, কোথা আমি যাই?
দেখিয়াছে দাদূ পুছিয়া সবারে,
তোমা বিনা নাহি যাইবার ঠাঁই॥

দাদূ বন্দীবান হৈ, তূ বন্দীছোড দিবান।
অব জনি রাখৌ বন্দিমেঁ, মীরা মেহরবান॥

ভব-কারাগারে এ দাদূ কয়েদী,
বন্দী-বিমোচন তুমি ভগবান।
আর বন্দী ক'রে রাখিও না মোরে,
হে ভব-মালিক, করুণা-নিধান।

অন্তরযামি এক তূঁ, আতমকে আধার।
জে তুম ছাড়হ হাথথেঁ, তৌ কৌন সঁবাহনহার।

তুমি, প্রভু, কেবল
অন্তরযামী হও,
আত্মার একমাত্র তুমিই আধার।

হাত-ছাড়া তোমার
কর যদি আমারে,
রক্ষাকর্ত্তা তা হ'লে কেবা আছে আর ?

জ্যঁ রাখৈ ত্যূঁ রহৈঁগে, আপনে বল নাহীঁ ।
সবৈ তুম্হারে হথি হৈ, ভাজি কত জাহীঁ ॥

যেখানে রাখিবে, সেইখানে র'ব,
নাহিক আমার জোর আপনার।
কোথা যাব বল ?—তোমারি হাতেতে
রহিয়াছে সব যা' কিছু আমার।

তুমকুঁ হমসে বহুত হৈঁ, হমকেঁ তুমসে নাহিঁ ।
দাদূকঁ জনি পরিহরৌ, তূঁ রহু নৈনহুঁ মাহিঁ ॥

মম সম তব আছে বহু জন,
তব সম মম কেহ নাহি আর।
রহ তুমি মম নয়নের মাঝে,
দাদূরে যেন না ক'রো পরিহার ॥

জ্যুঁ অমলীকে চিত অমল হৈ, সূরেকে সংগ্রাম।
নিরধনকে চিত ধন বসৈ, য়োঁ দাদূকে রাম ॥

মাতালের প্রাণ মাদকে যেমন,
রণ চাহে যথা বীরের পরাণ,
নির্ধন জনের ধন যেইমত,
দাদূর পরাণ সেইমত রাম ॥

জো কুছ দিয়া হমকোঁ, সো সব তুম্হীঁ লেহু।
তুম বিন মন মানৈ নহীঁ, দরশ আপনা দেহু ॥

যাহা কিছু মোরে দিযাছ, হে প্রভু !
সে সকলি তুমি ফিরাইয়া নাও।
তোমা বিনা মন মানেনা মানেনা,
আমারে তোমার দরশন দাও ॥

তুম হৌ তৈসী কীজিয়ে, তৌ ছুটেঁগে জীব।
হম হৈঁ ঐসী জনি করৌ, মৈঁ সদিকৈ জাউঁ পীব॥

তুমি তো তেমনি করিছ, যাহাতে
তোমারে ছাড়িয়া জীব চ'লে যায়।
আমি যেন হেন কাজ করি সদা,
তোমার নিকটে যাহা পঁহুছায়।

টীকা। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের মোহে মুগ্ধ করিয়া তুমি জীবকে তোমার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিতেছ। কিন্তু জীবের কর্ত্তব্য, সেই সব মোহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে যাওয়া। তাহা হইলেই জীব ভবের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। পাঠকগণ এই উপলক্ষ্যে centrifugal ও centripetal forceএর ক্রিয়ার কথা স্মরণ করিবেন।

দিন দিন নৌতম ভগতি দে, দিন দিন নৌতম নাঁব।
দিন দিন নৌতম নেহ দে, মৈঁ বলিহারী জাঁব॥

দিন দিন মোরে নব ভক্তি দাও,
দিন দিন দাও নব নব নাম।
দিন দিন দাও নব নব প্রেম,
জয় তব গাহি ভরিয়া পরাণ॥

টীকা। প্রেমের "নিত্য নূতন রুচিরঙ্গ" ১০৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় দোহায় দ্রষ্টব্য।

তনভী তেরা মনভী তেরা, তেরা প্যণ্ড পরাণ।
সব কছু তেরা তু হৈ মেরা, য়হ দাদূকো জ্ঞান॥

দেহও তোমার, মনও তোমার,
তোমারি পৃথিবী, তোমারি এ প্রাণ।
যাহা কিছু আছে সকলি তোমার,
তুমি শুধু মম—দাদূর এ জ্ঞান॥

(মুলুক্‌দাস।)

রাম রায় অশরণ শরণ, মোহিঁ আপন করি লেহু।
সন্তন সঙ্গ সেবা করৌঁ, ভক্তি মজুরি দেহু॥

শ্রীরাম-রায়! তুমি
অশরণ-শরণ,
করিয়া লহ তুমি মোরে আপনার।

সাধুদের সঙ্গতি
আর সেবা করিব,
মোরে ভক্তি-মজুরী দাও হে সুদার ॥

টীকা। রায়=প্রভু।

ভক্তি মজুরী দীজিয়ে, কীজৈ ভবজল পার।
বোরত হৈ মায়া মুঝে, গয়ে বাঁহ বরিয়ার ॥

ভক্তি-মজুরীই দাও মোরে দাও,
পার ক'রে দাও মোরে ভব-জল।
মায়া যে আমারে ডুবা'য়ে দিতেছে,
টুটিয়া গিয়াছে মোর বাহুবল ॥

(সুন্দরদাস।)

প্রীতম মেরা এক তু, সুন্দর ঔর ন কোই।
গুপ্ত ভয়া কিস কারণে, কহি ন পরগট হোই?

তুমিই কেবল, প্রিয়তম, মোর,
সুন্দরের আর কেহই তো নাই।
লুকা'য়ে র'য়েছ কেন তুমি? কেন
প্রকট হওনা? কেন চতুরাই?

(ধরণীদাস।)

ধরণী জনকো বিনতী, করু করুণাময় কান।
দীজৈ দরশন আপনো, মাঁগো কছু নাহি আন ॥

হে করুণাময় কানু! এই কর —
করিছে ধরণীদাস নিবেদন—
দরশন দাও তাহারে তোমার,
আর কিছু তার নাহি আকিঞ্চন ॥

ধরণী বিনবি বিনতী করৈ, শুনিয়ে প্রভু হমার।
সব অপরাধ ছিমা করো, মৈঁ হোঁ শরণ তিহার॥

ধরণী কহিছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া—
শুন তুমি, প্রভু, মিনতি আমার;
সব অপরাধ ক্ষমা কর মোর,
লইলাম আমি শরণ তোমার॥

ধরণী নহি বৈরাগ বল, নাহিঁ যোগ সন্ন্যাস।
মনসা বাচা কর্ম্মণা, বিশম্ভর বিশ্বাস॥

বৈরাগ্যের বলে নহি বলীয়ান,
নাহিক আমার যোগ ও সন্ন্যাস।
মনে বাক্যে আর কর্ম্মেতে আমার,
বিশ্বম্ভর! শুধু তোমাতে বিশ্বাস॥

বিনতী লীজৈ মানি কবি, জানি দাসা কা দাস।
ধরণী শরণী রাখিয়ে, অবর ন দূসর আশ॥

মিনতি আমার শুন শুন তুমি,
জানিয়া আমারে নিজ দাসদাস।
ধরণীরে তব চরণে রাখহ,
আর কাহারো সে নাহি করে আশ॥

ধরণী চহুঁ দিশি চরচিয়া, করি করি বহুত পুকার।
নাহি হম হৈঁ কাহুকে, নাহিঁ কোউ হমার॥

ধরণী চারিদিকে
ঘুরিযাছে খুঁজিয়া,
অনেক নিবেদিয়া দুঃখ আপনার।
কিন্তু সে বুঝিয়াছে—
সে নহেতো কাহারো,
পৃথিবীতে কেহই নহেক তাহার॥

(জগজ্জীবন ।)

মায়া বহুত অপরবল, অলখ তুম্হার বনাউ ।
জগজীবন বিনতী করৈ, বহুরি ন ফেরি ঝুলাউ ॥

মায়া মোহকরী বড়ই প্রবলা,
হে অলখ, মোরে কহহ তোমার ।
এ জগজীবন করিছে বিনতি—
সে মায়াতে তারে ঝুলায়োনা আর ॥

(দুলনদাস ।)

দুলন দুই কর জোরি কৈ, যাচৈ সদ্‌গুরু দানি ।
রাখহু সুরতি হুমার দিঢ়, চরণ কমল লপটানি ॥

হে দাতা সদ্‌গুরু । দুই কর যুড়ি'
শ্রীপদে দুলন যাচে বার বার—
চরণ-কমল জড়াইয়া ধরা
প্রেম দৃঢ় রাখ পরাণে আমার ।

সমরথ দুলনদাসকে, আশ তোষ তুম রাম ।
তুম্হারে চরণন সীসদৈ, রটো তুম্হারে নাম ॥

দুলনদাসের আশা ও আনন্দ
সর্ব্বশক্তিমান তুমি প্রভু রাম ।
তোমার চরণে রাখি' মম শির
রটিব তোমার মধুময় নাম ॥

ত্রিভুবন করতা রামজী, দাস তুম্হার কহাই ।
তুম্হেঁ ছাড়ি দুলন কহো, কেহিকা যাচন জাই ?

ত্রিভুবন-কর্ত্তা তুমি, হে শ্রীরাম !
দাস তব ব'লে দিই পরিচয় ।
তোমা ছাড়া আর যাচিতে দুলন
কার কাছে, বল, যাবে দয়াময় ?

(চরণদাস।)

সদ্‌গুরুসে মাঙ্গু যহী, মোহি গরীবী দেহু।
দূর বড়পণ কীজিয়ে, নান্‌হা হী করি লেহু॥

তব ঠাঁই এই মাগি, গুরুদেব।
দীন-ভাব মোর দাও হে হিয়ায়।
অহঙ্কার মোর কর তুমি দূর,
সকলের ছোট কর হে আমায়॥

তুম্‌হরী শক্তি অপার হৈ, লীলা কা নহি অন্ত।
চরণদাস যহী কহত হৈ, ঐসে তুম ভগবন্ত॥

শক্তির তোমার নাহি পারাপার,
অন্তহীন তব লীলার বিধান।
তাই, নিবেদন করিছে চরণ—
হয়েছে তোমার নাম ভগবান॥

আদি পুরুষ পরমাত্মা! তুম্‌হে নবাউঁ মাথ।
চরণন পাস নিবাস দে, কীজে মোহি সনাথ॥

হে আদিপুরুষ! ওহে পরাত্মন!
বিনত মস্তকে করি নিবেদন।
চরণের পাশে থাকিবারে দিয়া,
অনাথে সনাথ করহ এখন।

কিরপা করো অনাথ পর, তুম হো দীনানাথ।
হাথ জোড় মাঙ্গু যহী, মম শির তুম্‌হরে হাথ॥

কৃপা কর তুমি অনাথের প্রতি,
শুনেছি তোমার নাম দীননাথ।
করজোড়ে এই মাগি তব ঠাঁই—
শিরোপরি মোর রাখ তব হাত॥

হিয়ো হুলসো আনন্দ ভয়ো, রোম রোম ভয়ো চৈন।
ভয়ে পবিত্তর কান যে, শুনি শুনি তুম্হরে বৈন॥

উল্লাসে আনন্দে হৃদয় ভরুক,
প্রতি রোমকূপ হ'ক সচেতন।
সুপবিত্র হ'ক শ্রবণ আমার
শুনে শুনে তব অমৃত বচন॥

(দয়াবাই।)

কর্ম্ম ফাঁস ছুটৈ নহীঁ, থকিত ভয়ো বল মোর।
অবকীবের উবারি লো, ঠাকুর বন্দী-ছোর॥ (দয়াবাই।)

কর্ম্ম-ফাঁস মোর কিছুতে খোলে না,
বিগত হইল বল যত মোর।
এ সময়ে লহ উদ্ধার করিয়া,
তুমি হে, ঠাকুর, ভব-বন্দী-ছোড়॥

টীকা। ভব-বন্দী-ছোড়—ভব-কারাগারের বন্দীগণের মুক্তিদাতা।

ভবজল নদী ভয়াবনী, কিস বিধি উতরুঁ পার?
সাহিব মেরী অরজ হৈ, শুনিয়ে বারম্বার॥

এই ভব-নদী বড় ভয়াবহ,
কেমন করিয়া হ'ব তাহা পার?
ব'লে দাও মোরে, বারম্বার, প্রভু!
এই নিবেদন শুনহ আমার।

কর্ম্ম রূপ দরিয়াবসে, লীজৈ মোহি বচায়।
চরণ কমল তর রাখিয়ে, মিহর জহাজ চঢায়॥

কর্ম্মরূপী এই মহাপারাবার
হইতে আমায় কর পরিত্রাণ।
করুণা-জাহাজে তুলে নিয়ে মোরে,
দাও, ওগো, তব পদতলে স্থান॥

তুম ঠাকুর ত্রৈলোক-পতি, যে ঠগ বশ কর্যি দেহু।
দয়াদাস আধীনকী, যহ বিনতী শুনি লেহু॥

তুমি, হে ঠাকুর, ত্রিলোকের পতি,
বশ কর এই প্রবঞ্চক মন।
চিরাধিনী এই দয়া-দাসী তব,
মিনতি তাহার করহ শ্রবণ॥

হোঁ পামর তুম হোঁ প্রভু, অধম উধারন ঈশ।
দয়াদাস পর দয়া হো, দয়াসিন্ধু জগদীশ॥

বড়ই পামরী আমি, ওহে প্রভু,
অধমোদ্ধারণ-কারণ ঈশ্বর।
দয়া-দাসী প্রতি হও হে সদয়,
জগদীশ! মহা করুণা-সাগর।

জো জাকী তাকে শরণ, তাকো তাহি খভাব।
তুম সব জানত নাথ জু, কহা কঁহোঁ বিস্তাব?

যে যাহার করে শরণ গ্রহণ,
খোঁজ রাখে সে যে তার অবস্থার।
ওহে নাথ! তুমি জানতো সকলি,
বিস্তারিয়া, বল, কি কহিব আর?

নহিঁ সংযম নহিঁ সাধনা, নহিঁ তীরথ ব্রত দান।
মাত ভরোসে রহতই, জ্যোঁ বালক নাদান॥

সংযম, সাধনা, তীর্থ, ব্রত, দান
কিছু নাই, তুমি ভরসা কেবল—
যেমন মাতার ভরসায় রহে
অবোধ অজ্ঞান বালক দুর্ব্বল॥

নিরপচ্ছীকে পচ্ছ তুম, নিরাধারকে ধার।
মেরে তুম হীঁ নাথ ইক, জীবন প্রাণ আধার॥

যার পক্ষে কেহ নাই,
তুমি তার পক্ষে আছ,
আধারহীনের শুধু তুমিই আধার।
জীবন-প্রাণের মোর
আধার তুমিই, প্রভু।
তুমি একমাত্র নাথ এই অনাথার॥

কাহু বল অপ দেহকা, কাহু রাজহি মান।
মোহিঁ ভরোসো তেরহী, দীনবন্ধু ভগবান॥

কারো আছে বল আপন দেহের,
কাহারো অথবা আছে রাজ্য-মান।
তুমিই কেবল ভরসা আমার,
ওহে দীনবন্ধু দেব ভগবান।

সীস নবৈ তৌ তুমহিঁ কূঁ, তুমহিঁসূঁ ভাখূঁ দীন।
জো ঝগরূঁ তৌ তুমহিঁসূঁ, তুম চরণন আধীন॥

মাথা নত করিলে
তোমারি কাছে করি,
তোমারে শুধু কহি কথা দৈন্যময়।
যাহা কিছু কলহ,
তোমারি সাথে মোর,
তোমারি পদে প্রাণ চিরাধীন রয়॥

শুনত দীনতা দাসকী, বিলম কহুঁ নহিঁ কীন্হ।
দয়াদাস মন কামনা, মনভাই কর দীন্হ॥

এ দীনতাময় মিনতি শুনহ—
করিও না দেরী একটুও আর।
দয়া-দাসী তব চাহিছে তোমাবে,
পূর্ণ কর মনোবাসনা তাহাব॥

লাখ চুক সুতসে পরৈ, সো কছু তজি নহি দেহ।
পোষ চুচুক লে গোদমেঁ, দিন দিন দুনো নেহ॥
লক্ষ দোষ যদি বালকের হয়,
ফেলিযা না দেন জননী তারে।
চুমো খেযে, কোলে তুলিয়া পোষেন,
দিন দিন স্নেহ দ্বিগুণ বাড়ে॥

জো মেরে করমন লখো, তৌ নহিঁ হোত উবার।
দয়াদাস পর দয়া করি, দীজৈ চুক বিসার॥
কর্ম্ম যদি মোব দেখ বিচারিযা,
হ'বেনা তা' হ'লে উদ্ধার আমার।
এ দযা-দাসীর প্রতি দয়া করি'
ক্ষম অপরাধ যতেক তাহার॥

দুখ তজি সুখকী চাহ নহিঁ, নহিঁ বৈকুণ্ঠ বিবান।
চরণ কমল চিত চহত হৌ, মোহিঁ তুম্হারী আন॥
দুঃখ ত্যজি' আমি সুখ নাহি চাই,
নাহি চাই আমি বৈকুণ্ঠ-নিলয।
চিত্ত চাহে মম পাইতে তোমার
পদ কমলের গন্ধ সুধাময়॥

কল্প-বৃক্ষকে নিকটহী, সকল কল্পনা জায়।
দয়াদাস তা তেঁ লেই, শরণগতিহারী আয়॥
কল্প-পাদপের নিকটে আসিলে,
সকল কল্পনা মিলাইযা যায়।
দয়া-দাসী তাই তোমাব শরণ
লইয়া আসিযা পড়িয়াছে পায়॥

বড়ে বড়ে পাপী অধম, তরত ন'লাগী বাব।
পুঁজী লগৈ কছু নন্দকী, হে প্রভু হমরী বাব?

বড় বড় পাপী অধম পতিত
নিমেষে কতেক তরিলে ধরায়।
পুঁজি কিছু নাকি লাগিবে নন্দের,
হে প্রভু! কেবল আমার বেলায়?

টীকা। পুঁজি..... বেলায়।—আমাকে উদ্ধার করিবার সময় তোমার কি সব পুঁজি (ক্ষমতা) ফুরাইয়া গেল? তোমার পিতা নন্দের পুঁজি কিছু লইতে হইবে নাকি?
এখানে দয়াবাই শ্রীভগবানের প্রতি একটী চমৎকার রহস্যের কথা বলিয়াছেন।
আমাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পিতা নন্দের পুঁজি চাহিতে হইবে বলিয়া কি আমাকে এখনও উদ্ধার করিতেছ না?

(গরীবদাস।)

সাহিব তেরী সাহিবী, সমঝ পরৈ নহিঁ মোঁহিঁ।
এতা রূপ জহান জগ, কৈসে সিরজা তোঁহিঁ?

হে প্রভু! তোমার প্রভুতার কথা
বুঝিতে সক্ষম নহে মোর মন।
এত রূপ তুমি জগতের মাঝে
কেমন করিয়া করিলে সৃজন?

মৈলা জলসে থল করৈ, থলসে জল করি দেত।
সাহিব তেরী সাহিবী, শ্যাম কহুঁ কী শ্বেত?

ঘোলা জল হইতে
করহ স্থল তুমি,
স্থল হতে করহ জল পুনরায়।
তব লীলা, প্রভু হে,
এমন অভিনব,
জানিনা, শ্যাম কি শ্বেত কহি তায়?

টীকা। জানিনা ·তার—ভাবার্থ, তোমাতে আসিলে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

মাদব পিদর পরাণ তূঁ, সাহিব সমরথ আপ।
বোম রোম ধুনি হোত হৈ, শবদ সিন্ধু পরকাশ॥

মাতা পিতা তুমি, তুমি হে পরাণ,
সর্ব্বশক্তিমান তুমি ভগবান।
প্রতি রোমকূপে হইতেছে ধ্বনি,
শব্দ-সিন্ধু হেরি সুপ্রকাশমান॥

মৈঁ সমরথকে আসরে, দমক দমক করতাব।
গফলত মেরী দূর কর, খড়া রহূঁ দরবার॥

হে প্রভু মহান, সর্ব্বশক্তিমান।
চমকিত আমি আসরে তোমার।
দরবারে তব র'য়েছি দাঁড়া'য়ে,
ঘুচাইয়া দাও গাফিলি আমার॥

সাহিব মেরী মিহরবাঁ, শুনিয়ে অর্স অবাজ।
হাথ রাখো সীস পর, যমকো হোত তিরাস॥

ওহে প্রভু মোর। পরম দযাল।
শুনহ আমার মিনতি কাতর—
হাত রাখ মোর মাথার উপরে,
যমের মনেতে হয যাহে ডর॥

মাযাকী বুরকী পড়ী, মারগ নহিঁ পাবৈ।
দশ ইন্দ্রী লারে লগী, অব কৌন ছুটাবৈ॥

ময়া-পট পড়ি' দৃষ্টি আবরিল,
যাইবার পথ দেখা নাহি যায়।
দশ ইন্দ্রিয়ের বাঁধনে প'ড়েছি,
কেবা মোরে, বল, এখন ছাড়ায়?

শুনো পুরুষ মেরী বিনতী, সাহিব দীন-দয়াল।
পতিত-উধারণ সাইয়াঁ, তুম হো নজর নিহাল॥

শুন শুন, প্রভু! প্রার্থনা আমার,
পরম পুরুষ দীন-দয়াময়!
পতিত-পাবন ভগবান! মোরে
দাও দৃষ্টি তব প্রসন্নতাময়॥

টীকা। মোরে প্রসন্নতাময় আমার প্রতি তোমার সুপ্রসন্ন নয়ন ফিরাও।

আতম ইন্দ্রী কারণে, মত ভটকাবৈ মোহিঁ।
জগন্নাথ জগদীশ গুরু, শরণা আয়া তোহিঁ॥

আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি লভিবার তরে
ঘুরায়োনা মোরে আর বার বার!
ওহে জগন্নাথ, জগদীশ, গুরু!
লইলাম আমি শরণ তোমার॥

(পল্টু।)

না মৈঁ কিয়া না করি সকৌ, সাহিব করতা মোর।
করত করাবত আপুই, পল্টূ পল্টূ সোর॥ (পল্টূ)

করি নাই কিছু, করিতে পারি না,
কর্ত্তা তুমি মম, প্রভু দয়াময়!
কর ও করাও আপনিই তুমি,
পল্টূ পল্টূ শুধু নাম-ডাক হয়॥

টীকা। পল্টু হয়=পল্টু করিয়াছে লোক বলে। তজ্জন্য আমার যেন অহঙ্কার না হয়।

(ধরমদাস।)

ধরমদাসকে বিনতি, সমরথ শুন লিজৈ।
আবাগওন নিবারকে, আপনা কর লিজৈ॥

ধর্ম্মদাসের শুনহ মিনতি, সর্ব্বশক্তিমান হে!
আসা যাওয়া নিবারিয়া, কর তারে তব আপন হে

(অজ্ঞাতনামা দোঁহাকারগণ।)

তীরথ বরত নাঁহি না করু, আন দেবন পূজা।
মনসা বাচা কর্ম্মণা, মেরে আউর না দুজা॥

তীর্থ, ব্রত আর অন্য-দেব-পূজা
করিতে বাসনা যেন নাহি হয়।
বাক্যে, মনে আর কর্ম্মেতে আমার
তোমা ছাড়া যেন কেহ নাহি রয়॥

সুখ সম্পত্তি পরিবার, ধন সুন্দর বরনারী।
সুপনে ইচ্ছা না উঠে, গুরু আন তুম্‌হারি॥

ধন জন পরিবার, আর সুখ সম্পদ,
সুন্দর বরনারী আর,
তোমা ভিন্ন, গুরুদেব, এ সবে হয় না যেন
স্বপ্নেও বাসনা আমার॥

গাহেরা নদী কুঠৌর হে, পর্‌যো ভঁবর বিচ আয়।
দীনবন্ধু ইক তোহি বিন, অব কো করৈ সহায়॥

সুগভীর নদী তরঙ্গ-সঙ্কুল,
বাবে এসে তার প'ড়েছে ভ্রমর।
দীনবন্ধু! এক তোমা বিনা এবে
সহায় তাহার কে হবে অপর?

ভক্তি দান গুরু দিজিয়ে, দেবন কি দেবা।
জনম পায় ন বিসরাঁ, করিহুঁ পদসেবা॥

ওহে দেবদেব, শ্রীগুরু আমার।
ভকতি করহ মোরে তুমি দান।
ভবে পুনঃ জন্ম লভিলে, যেন না
তব পদসেবা ভুলে মম প্রাণ॥

"শয়নে স্বপনে জাগরণে।"

—০—

সোঁওতো স্বপনে মিলু, জাঁওতো মন মাহি।
লোচন রাতে শুভ ঘড়ি, বিসবত কবহুঁ নাহি॥ (কবীর।)

ঘুমাইলে স্বপনে হেরি, প্রভু, তোমারে,
জাগ্রতে মনোমাঝে করি দরশন।
যে দিকে চাই, ভাসে তব শুভ মূরতি,
তোমারে কভু নাহি হই বিস্মরণ॥

মেরো সংশা কো নহীঁ, জীবন মরনকা রাম।
স্বপনে হী জনি বীসরৈ, মুখ হিরদে হরি নাম॥ (দাদূ।)

সংশয় কিছুই নাহিক আমার,
জীবনে মরণে সার মম রাম।
স্বপনেও যেন ভুলিয়া না যাই
মুখে ও হৃদয়ে শ্রীহরির নাম॥

জাগতমেঁ সুমিরণ করৈ, সোবতমেঁ লৌ লায়।
সহজো ইকরস হী রহৈ, তার টুটি নহি জায়॥ (সহজীবাই।)

জাগ্রত রহে যবে, লেগে থাকে স্মরণে,
নিদ্রাতেও স্মরণ লেগে থেকে যায়।
এক রসে রসিয়া রহিয়াছে সহজী,
সংযোগ-তার কভু ছিঁড়িয়া না যায়॥

তূ তূ করতা তূ ভয়া, মুঝমে রহী ন হূঁ।
বারী তেরে নাম পর, জিত দেখূঁ তিত তূ॥ (অজ্ঞাত।)

তুমি তুমি করিয়া তুমিই হ'য়ে গেছি,
আমাতে আমি আর নাহিক এখন।
জয়জয়াকার, হে প্রভু! তব নামের,
যে দিকে চাই, পাই তব দরশন॥

দোহাবলী

চতুর্থ বল্লী।

নাম-মাহাত্ম্য।

নাম মণি-দীপ।

রাম নাম মণি-দীপ, ধরু জীহ দেহরি দ্বার।
তুলসী ভিতর বাহিরহু, যো চাহসি উজিয়ার॥ (তুলসীদাস।)

জিহ্বারূপ দেহদ্বারে ধর, হে তুলসী, তুমি
রাম-নাম দ্বীপ মণিময়।
ভিতরে, বাহিরে, কিম্বা যে দিকে ফিরাবে আঁখি,
নেহারিবে সব জ্যোতির্ম্ময়॥

দরিয়া সূরজ উগিয়া, চহুঁ দিসি ভয়া উজাস।
নাম প্রকাশৈ দেহমেঁ, সব ভরমকা নাশ॥ (দরিয়া মাড়োয়ারা।)

ওরেরে দরিয়া! সূর্য্যোদয়ে যথা
হয় চারিদিক্ উজ্জলতাময়,
নামের প্রকাশ হ'লে পরে দেহে,
নষ্ট হয় তথা—ভ্রম সমুদয়॥

পাবক রূপী নাম হৈ, সব ঘট রহা সমায়।
চিত্ত চকমক লাগৈ নহী, ধূঁয়া হৈ হৈ জায়॥ (কবীর।)

অনল-রূপী নাম. সকল দেহেতেই
প্রবিষ্ট রয়েছেন সকল সময়।
চিত্তের চকমকি লাগেনা, তাঃ ধূম
উদ্গত হ'য়ে হ'য়ে তাহে আচ্ছাদয়॥

নাম রসায়ন।

—ঃ০ঃ—

সভী রসায়ন হম করী, নাহিঁ নাম সম কোয়।
রঞ্চক ঘটমে সঞ্চরৈ, সব তন কঞ্চন হোয়॥ (কবীর।)

রসায়ন সকলি ব্যবহার ক'রেছি,
নাহিক নাম সম রসায়ন আর।
একটু তাব যদি দেহ মাঝে সঞ্চরে,
সব দেহ কাঞ্চন হয় অনিবার॥

দরিয়া অমল হৈ আস্থরী, পিয়ে হোয় সৈতান।
নাম রসায়ন জো পিয়ৈ, সদা ছাক গলতান॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী।)

আসুরী জিনিস হয় মদ্য যত,
পিয়িলে লোকেরা হয় শয়তান।
নাম রসায়ন পান যেবা করে,
সদানন্দে মত্ত রহে তার প্রাণ॥

জড়ী-বুটীকে খোজতে, গই শুধ্যাই খোয়।
পল্টু পারশ নামকা, মনৈ রসায়ন হোয়॥ (পল্টু।)

জড়ী-জড়া আদি খুঁজিতে খুঁজিতে,
বিনষ্ট হইল শুদ্ধি সমুদয়।
করহ গ্রহণ নাম-স্পর্শমণি,
মনের তাহাই রসায়ন হয়॥

নাম-তরী।

—:*:—

দয়া নাব হরি নামকী, সদ্‌গুরু খেবনহার।
সাধু জনকে সঙ্গ মিলি, তিরত ন লাগৈ বার॥ (দয়াবাই।)

শ্রীহরি-নামের নৌকার উপরে
গুরুদেব নিজে হন কর্ণধার।
সাধুজন-সঙ্গ লভিলে, তাহাতে
দেরী নাহি লাগে হ'য়ে যেতে পার॥

দরিয়া নরতন পায় করি কীয়া চাহৈ কাজ।
রাও রঙ্ক দোনো তরৈ, জো বৈঠৈ নাম জহাজ॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী)

পাইয়াছ যদি মানব-শরীর,
সফল করিতে করা চাই কাজ।
ধনী ও কাঙ্গাল উভয়েই তরে,
যদি তারা চড়ে নামের জাহাজ॥

পল্টু জপ তপকে কিয়ে, সরৈ ন একৌ কাজ।
ভবসাগরকে তরনকা, সদ্‌গুরু নাম জহাজ॥ (পল্টু)

জপ তপ আদি করিয়া করিয়া,
হয়না আসল একটীও কাজ।
এ ভব-সাগর তরিবার তরে
শ্রীগুরুর নাম জানহ জাহাজ॥

সহজো ভবসাগর বহৈ, তিমির বরস ঘন ঘোর।
তামেঁ নাম জহাজ হৈ, পার উতারৈ তোর॥ (সহজীবাই।)

"চেয়ে দেখ, সহজী! বহে ভব-সাগর,
বর্ষিছে ঘন ঘোর, ঘোর অন্ধকার।
হেন ভব-সাগরে জাহাজ-রূপী নাম,
অনায়াসে তোমারে ক'রে দিবে পার

নাম প্রহরী।

—:০:—

নাম পাহারু দিবস নিশি, ধ্যান তুম্হার কপাট।
লোচন নিজ পদ যন্ত্রিকা, প্রাণ জাহিঁ কেহি বাট ॥ (তুলসীদাস।)

নাম দিবানিশি আছে প্রহরায়,
কপাট তোমার হ'য়েছে ধেয়ান।
লোচন-শৃঙ্খলে পা তোমার বাঁধা,
কোন পথে, বল, পলাইবে প্রাণ ?

শব্দ-বাণ।

—:০:—

শব্দবান গুরু সাধকে, দূরি দিশন্তর জাই।
জেহিঁ লাগ সো উবরে, সুতে লিয়ে জগাই ॥ (দাদূ।)

গুরু ও সাধুর শব্দবাণ হেন,
দূর-দেশান্তরে চলিয়া তা' যায়,
যার গায়ে লাগে রক্ষা পায় সেই,
নিদ্রিত জনেরে সে বাণ জাগায় ॥

সদ্‌গুরু মেরা সুরমা, করৈ শবদকী চোট।
মারৈ গোলা প্রেমকা, ঢহৈ ভরমকা কোট ॥ (চরণদাস।)

সদ্‌গুরু আমার হন মহাবীর,
শব্দ-বাণ তিনি করেন ক্ষেপন।
প্রেম-গোলা তিনি ছুড়িয়া মারিলে,
ভ্রম-দুর্গ যায় ধসিয়া তখন ॥

টীকা। এই বাণ সম্বন্ধে কবীরের উক্তি ৬ পৃষ্ঠার শেষ দোহায় ও ৭ পৃষ্ঠার শেষ দোহায় দ্রষ্টব্য।

নাম ও অন্যান্য সাধন

—:o:—

রাম নাম অঙ্ক হৈ সর্ব সাধন হৈ শূন।
অঙ্ক গয়ে কছু হাত নহি, অঙ্ক রহে দশগুণ॥ (তুলসীদাস।)

সাধন সকল শূন্যই কেবল,
অঙ্ক তাহাদের শ্রীরামের নাম।
অঙ্ক রহে যদি দশগুণ মিলে,
অঙ্ক গেলে, হাতে কিবা থাকে আন?

রাম নাম অবলম্ব বিনু, পরমারথকি আশ।
বর্ষত বারিদ বুঁদ গহি, চাহত চঢ়ন আকাশ॥ (তুলসীদাস।)

শ্রীরাম-নাম নাহি অবলম্বি' যাহার
পরমার্থ-লাভের বাসনা হিয়ায়,
বর্ষমাণ মেঘের বারিধারা ধরিয়া
আকাশেতে উঠিতে সেজন যে চায়!

কাশী বিধি বসি তনু ত্যজৈ, হঠতন ত্যজৈ প্রয়াগ।
তুলসী যো ফল সো ফল সুলভ, রামনাম অনুরাগ॥ (তুলসীদাস।)

কাশীধামে বাস, আর তনুত্যাগ তথায়
সেখানে অথবা প্রয়াগে,
যেই ফল দেয়, সুলভ তা' হয়
শ্রীরামনাম-অনুরাগে॥

রাম নাম মিসরী পিয়েঁ, দূরি জাহিঁ সব রোগ।
সুন্দর ঔষধ কটুক সব, জপ তপ সাধন যোগ॥ (সুন্দরদাস।)

শ্রীরামের নাম-মিছরী খাইলে
দূরে চ'লে যায় সমুদয় রোগ।
কটু আর সব যতেক ঔষধ,
যতেক সাধন জপ তপ যোগ॥

সুন্দর সবহী সন্ত মিলি, সার লিয়ো হরিনাম।
তক্র ত্যজি ঘৃত কাঢ়ী কৈ, ঔর ক্রিয়া কিহিঁ কাম ॥ (সুন্দরদাস।)

সন্ত সবে মিলি' সার বিচারিয়া
শ্রীহরির নাম করিলা গ্রহণ।
তক্র ত্যজি' ঘৃত বাহির করিলে,
অন্য ক্রিয়া আর কিবা প্রযোজন ?

জপ তপ তীরথ বর্ত হৈ, যোগী যোগ অচার।
পল্টু নাম ভজো বিন, কোটি ন উতরৈ পার ॥ (পল্টু।)

জপ, তপ, তীর্থ, ব্রত করে লোকে,
যোগী করে কত যোগ আচরণ।
নাম না ভজিলে, কেহ কিন্তু নারে
ভব-দুর্গ পার হতে কদাচন ॥

করৈ তপস্যা নাম বিন যোগ যজ্ঞ অরু দান।
চরণদাস যোঁ কহত হৈ, সব হী থোথে জান ॥ (চরণদাস।)

যদি নাম ব্যতীত তপস্যা করে কেহ,
আচরে যোগ কিম্বা করে যজ্ঞ দান,
চরণদাস কহে— জেনো ঠিক, সে সব
ব্যর্থতায় তাহার হয় অবসান।

মেঁহ সহৈ সহজো কহৈ, সহৈ শীত ঔ ঘাম।
পর্ব্বত বৈঠা তপ করৈ, তৌভি অধিকো নাম ॥ (সহজোবাই।)

বারিধারা সহি', সহি' শীতাতপ,
পর্ব্বত উপরে বসি' নিরালায়,
যদি কেহ করে তপস্যা, অধিক
তাহা হইতেও নাম মহিমায় ॥

নাম-সিদ্ধিসুমঙ্গলদ

রাম নাম জপি যোহ জন, ভয়ে সুকৃত সুখশালী।
তুলসী ইহাঁ যো আলসী, গয়ো আজ্ কি কালি॥ (তুলসীদাস।)

রাম নাম যেবা জপে, সে নিশ্চয়
হয় সুখশালী আর পুণ্যবান।
আজ আর কাল দুই যায় তার,
জপিতে আলস্য করে যে সে নাম॥

টীকা। আজ আর কাল = বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ।

পয় অহার ফল খাই জপৈ, যো রামনাম ষট্‌মাস।
সকল সুমঙ্গল সিদ্ধি সব, করতল তুলসীদাস॥ (তুলসীদাস।)

পিয়িয়া কেবল জল, খাইয়া কেবল ফল,
নাম জপ করিলে ছ'-মাস,
সিদ্ধি সুমঙ্গল যত সব করতলগত
হয় পূর্ণ সব অভিলাষ॥

হরণ অমঙ্গল অঘ অখিল, করণ সকল কল্যাণ।
রাম নাম নিত কহত হর, গাওত বেদ-পুরাণ॥ (তুলসীদাস।)

অশুভ-হরণ, পাপাদি বিনাশন,
সর্ব্ব-কল্যাণ যাহে।
রামনাম নিতি জপেন উমাপতি,
বেদ-পুরাণ গাহে॥

কবীর ভজন করে সভে, গুণ ইন্দ্রি চিতচোর।
সরপ চন্দন পরিহরি, যব পুকারই মোর॥ (কবীর।)

সাধন-ভজন করে লোকে বটে,
কিন্তু সিদ্ধি-লাভ কেন নাহি হয় ?
গুণ ও ইন্দ্রিয় চুরি করে চিত্ত,
সিদ্ধি আসিবার পথ বন্ধ রয় ॥
ময়ূর যখন ফুৎকারিতে থাকে,
চন্দন-তরু ছাড়ি' সাপ চ'লে যায়।
শ্রীরামে তেমতি ডাক যদি তুমি,
গুণ ও ইন্দ্রিয় সকলে লুকায় ॥

সৎনামকো স্মিরতে, উধরে পতিত অনেক।
কহ কবীর নাহি ছোড়িয়ে, সৎনামকি টেক। (কবীর।)
ভগবন্নাম স্মরি' কত কত পতিত,
হইয়া গিয়াছে রে ভববারি পার।
কবীর কহে শুন, ক'রোনা এ নামের
দৃঢ় অবলম্বন কভু পরিহার ॥

নাম জো রতি এক হৈ, পাপ রতি হজার।
আধ রতি ঘট সঞ্চরে, জার করে সব ছার ॥ (কবীর।)
সহস্র রতি পাপ এক রতি নামের
প্রতাপ সহিবারে সক্ষম না হয়।
পুড়ে যায় পর্ব্বত-প্রমাণ পাপ, যদি
নামের আধ রতি দেহে সঞ্চরয় ॥
রাম নাম এক রতি, পাপকে কোটি পহাড।
ঐসী মহিমা নামকী, জারি করৈ সব ছার ॥ (মলুকদাস।)
রাম-নাম যদি এক রতি হয়,
পাপ হয় কোটি-পর্ব্বত-প্রমাণ,
ভস্মে পরিণত করে সেই পাপে,
এমনি মহিমা ধরে রাম-নাম ॥

সাচা নাম আরধিয়া, জম লৈ ভগ্না জাহি।
নানক করনা সার হৈ, গুরুমুখ ঘড়িয়া রাহি॥ (নানক।)

শমন পলায় তার কাছ থেকে,
আরাধে হৃদয় সত্য-নাম যার।
গুরুমুখ হ'তে রাস্তা জেনে নিযে
তাঁর কথা মত কাজ করা সার॥

প্রীতি প্রতীতি সুরীতি সে, রামনাম জপু রাম।
তুলসী তেরো হৈ ভলা, আদি মধ্য পরিনাম॥ (তুলসীদাস।)

প্রীতি ও প্রতীতি ও সুরীতি সহকারে
শ্রীরামের নাম জপ কর তুমি সার।
ভাল হবে তোমার সুনিশ্চয়, তুলসী।
আদি ও মধ্য কালে, পারিণামে আর॥

মিটহিঁ পাপ পরিপঞ্চ সব, অখিল অমঙ্গল ভার।
লোক সুজন পরলোক সুখ, সুমিরত নাম তুম্হার॥ (তুলসীদাস।)

তাহার ঘুচে পাপ প্রপঞ্চ সমুদয়,
অখিল-অমঙ্গল-ভার হয় দূর,
ইহলোকে সুজন, পরলোকে সুখী সে,
স্মরে যে, প্রভু, তব নাম সুমধুর॥

জিন পৈ নাম নিশান হৈ, তিন্‌হ অটকাবই কৌন।
পুরুষ খজানা পাইয়া, মিটি গয়া আবাগৌন॥ (কবীর।)

রহে যার হাতে নামের নিশান,
তাহারে রোধিবে কেবা হেন জন?
পেয়েছেন প্রভু খাজনা তাহার,
ঘুচেছে তাহার গমনাগমন॥

রামনাম নরকেশরী, কনককশিপু কলি কাল।
জাপক জন প্রহ্লাদ জিমি, পালহিঁ দল সুরসাল॥ (তুলসীদাস।)

নরসিংহ-অবতার সম হয় রাম-নাম,
হিরণ্য-কশিপু যেন এই কলি-কাল।
প্রল্হাদ-সমান বটে রামনাম-জাপকেরা,
হয় তারা সুরসিক-ভক্তদল-পাল॥

টীকা। ভক্ত-দল-পাল=ভক্ত সমূহের পালক

রামনাম-ধন।

—ঃ০ঃ—

কবীর সব জন নির্ধনা, ধনবন্ত নেহি কোই।
ধনবন্তা সোই জানিয়ে, যাকে রামনাম ধন হোই॥ (কবীর।)

ভবে আর সবে নির্ধন, কবীর।
ধনবান আর কেহ নয়।
সেইজন শুধু ধনবান জেনো,
রামনাম-ধন যার রয়॥

নাম-রতন-ধন পায় কর, গাঁঠী বাঁধ না খোল।
নাহি পন নাহি পারখু, নাহি গাহক নাহি মোল॥ (কবীর।)

পাও যদি তুমি নামরত্ন-ধন,
গাঁঠী বেঁধে রেখো, খুলোনাকো ভাই।
নাহি পণ, নাহি পরীক্ষা তাহার,
নাহিক গ্রাহক, মূল্য তার নাই॥

নাম-রতন-ধন মুঝ মে, খান খুলি ঘট মাহি।
সেঁত সেঁতহি দেতহুঁ, গাহক কোহি নাহি॥ (কবীর।)

খুলেছে খনি এক নামরত্ন-ধনের
এই ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে আমার।
যেচে যেচে অমনি দিতে চাই আমি তা',
গ্রাহক তো পাই না কেহই তাহার॥

জাকে পুঁজী নাম হৈ, কবহিঁ ন হোবে হানি।
নাম বিহুনা মানবা, যমকে হাথ বিকানী॥ (দরিয়া-বিহারী।)

নামরত্ন যেবা পুঁজি করিয়াছে,
হানি তার কভু হ'তে নাহি পায়।
নাম ব্যতিরেকে মানব সকল
যমের হাতেতে বিকাইয়া যায়॥

পারস নাম অমোল হৈ, ধনবন্তে ঘর হোয়।
পরখ নহী কঙ্গালকুঁ, সহজো ডাবৈ খোয়॥ (সহজীবাই।)

স্পর্শমণি নাম অমূল্য রতন,
যথার্থ ধনীর ঘরেই তা' রয়।
কাঙ্গাল জানেনা কি যে বস্তু তাহা,
তাচ্ছিল্য করিয়া দূরে নিক্ষেপয়॥

টীকা। যথার্থ ধনী—যিনি নামের মূল্য জানেন। তিনি গরীব হইলেও ধনী। যিনি তাহা জানেন না, তিনি ধনী হইলেও কাঙ্গাল।

সকল শিরোমণি নাম হৈ, সব ধরমন কে মাহিঁ।
অনন্য ভক্ত উহ জানিয়ে, সুমিরণ ভুলৈ নাহিঁ॥ (চরণদাস।)

সকল মণির শিরোমণি নাম,
সকল ধর্ম্মের সার তাহা হয়।
সে নাম-স্মরণ নাহি ভুলে যেবা,
অনন্য ভক্ত সে জানিবে নিশ্চয়॥

সুন্দর সদ্‌গুরু য়োঁ কহা, সকল শিরোমণি নাম।
তা কোঁ নিশু দিন সুমরিয়ে, সুখসাগর সুখধাম॥ (সুন্দরদাস।)

সদ্‌গুরু কহিলা একথা, সুন্দর,—
সকল মণির শিরোমণি নাম।
নিশিদিন তাহা স্মরণ করহ,
সুখের সাগর মহাসুখ-ধাম।

দরিয়া পরছে নামকে, দুজা দিয়া ন জায়।
তন্ মন আতম বার করি, রাখীজৈ উব মায় ॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী)

নামের বদলে দেয়া যেতে পারে,
এমন জিনিস কিছু আর নাই।
তনু মন আত্মা আগুলি' যতনে,
হিয়া মাঝে তাহা রাখহ সদাই ॥

টীকা। আগুলি'—রক্ষা করিয়া, অর্থাৎ অসৎ কার্য্য ও চিন্তা হইতে বিরত রাখিয়া।

নাম সর্ব্বধর্ম্মময়।

—ঃ০ঃ—

যথা ভূমি বস বীজ, নখত নিবাস আকাশ।
রামনাম সব ধরমময়, জানত তুলসীদাস ॥ (তুলসীদাস।)

পৃথিবী যেমন বীজের আধার,
তারাগণ যথা আকাশেতে রয়,
এ তুলসীদাস স্থির জানিয়াছে—
রামনাম তথা সর্ব্বধর্ম্মময় ॥

মন্ত্র।

—ঃ—

মন্ত্র পরম লঘু যাসু বশ, বিধি হরিহর সুর সর্ব্ব।
মহামত্ত গজরাজ কঁহ, বশ' করু অঙ্কুশ খর্ব্ব? (কবীর।)

মন্ত্র অতি লঘু, কিন্তু বশীভূত করে তাহা
হরিহর আদি করি' যত দেবগণ।
কেমনে অঙ্কুশ ক্ষুদ্র মহামত্ত গজরাজে
বশীভূত ক'রে, বল, রাখে অনুখণ?

জৈসে ফণপতি মন্ত্র শুনি, রাখৈ ফণ ছিঁ সিকোরি।
তৈসে বীরা নাম তেঁ, কাল রহৈ মুখ মোড়ি॥ (কবীর।)

ফণা যেইমত গুটাইযা রাখে
মন্ত্র যবে কানে শুনে ফণীগণ,
তেমতি নামের পরোযানা দেখি'
কাল রহে মুখ ফিরা'য়ে আপন॥

নামের মাতাল।

—:*:—

কবীর মতওয়ালা নামকা, মদ মতওয়ালা নাহিঁ।
নাম পিয়ালা জো পিয়ৈ, সো মতওয়ালা নাহিঁ॥ (কবীর।)

নামের মাতাল হয়েছে কবীর,
মদের মাতাল সে কভু তো নয়।
নামের পেযালা যেবা করে পান,
মাতাল তাহার নাম নাহি হয॥

টীকা। 'মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।' রামপ্রসাদ সেন।

নাম-লিখন।

—:০:—

কবীর ইহ তন জারো মসি করো, লিখো রামকো নাম।
লিখনী করো করবকি, লিপি লিখি পাঠাও রাম॥ (কবীর।)

এই দেহ ভস্ম করিয়া, কবীর।
তাহার কালিতে লিখ রামনাম।
সহিষ্ণুতা-রূপী লেখনী করিয়া
লিখিয়া লিখিয়া প্রের যথা রাম॥

টীকা। দেহ ভস্ম করিয়া=আধ্যাত্মিক অগ্নির দ্বারা দেহকে আধ্যাত্মিক ভস্মে পরিণত করিয়া, অর্থাৎ অতিশয় আন্তরিকতা সহকারে। এত রকম একটা লিপিয়া লিখিয়া পাঠাইবার ভাব লইয়াই বোধ হয় সেকালে অনেকে, ও একালে কেহ কেহ, প্রত্যহ অন্যকর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে ভগবন্নাম লিখিতেন ও লিখেন এবং এখনও বিজয়া দশমীর দিনে বিল্বপত্রে অলক্তক দ্বারা শ্রীদুর্গানাম লিখিত হয়।

নাম ও নামী।

—০—

রাম এক তাপসী তিয়তারী।
নাম কোটী খল-কুমতী সুধারা॥
ভঞ্জেউ রাম আপ ভব চাপূ।
ভবভয়-ভঞ্জন নাম প্রতাপূ॥
নিশিচর-নিকর দলে রঘুনন্দন।
নাম সেবন কলি কলুষ-নিকন্দন॥
নাম লেত ভবসিন্ধু শুখাহিঁ।
করহু বিচার সুজন মন মাহিঁ॥ (অজ্ঞাত।)

শ্রীরাম আপনি উদ্ধার করিলা
কেবল একটি তাপস-দারায়।
কিন্তু নামে তাঁর কোটি কোটি কোটি
খল ও কুমতি ভাল হ'য়ে যায়॥
নিজে রঘুনাথ ভাঙিলা কেবল
জনক-ভবনে হর-শরাসন।
কিন্তু দেখ তাঁর নামের প্রতাপ,
করে যাহা ভবের ভয় ভঞ্জন॥
শ্রীরঘুনন্দন আপনি কেবল
বধিলেন নিশাচর সমুদয়।

কিন্তু তাঁর নাম সেবন করিলে
কলির কলুষ বিধুনিত হয়।
রাম নিজে শুধু সমুদ্র বাঁধিলা,
নামেতে শুখায় ভব পারাবার!
হে সুজনগণ! এই সব তত্ত্ব
আপনার মনে করহ বিচার॥

টীকা। তাপস-দারায়=অহল্যাকে।

নিরগুন তেঁ ইহি ভাঁতি বড়, নাম প্রভাব অপার।
কহউঁ নাম বড় রাম তেঁ, নিজ বিচার অনুসার॥ (তুলসীদাস।)

নামের প্রভাব অমেয় অপার,
নির্গুণ হইতে বড় তাহা হয়।
আপন বিচার অনুসারে কহি—
রাম হ'তে নাম বড় সুনিশ্চয়॥

অনাহত-ধ্বনি

—:o:—

রগ রগ বোলে রামজী, রোম রোম ঝঙ্কার।
সহজেই ধুনি লাগি রহে, কহহিঁ কবীর বিচার॥ (কবীর।)

শিরায় শিরায় হয় রামনাম,
প্রতি রোমকূপে সে নাম-ঝঙ্কার
সহজেই ধ্বনি লেগে আছে দেহে,
কহিছে কবীর করিয়া বিচার॥

বিন রসনা বিন মাল কর, অন্তর সুমিরণ হোয়।
দয়া দয়া গুরুদেবকী, বিরলা জানৈ কোয়॥ (দয়াবাই।)

রসনা ব্যতীত, বিনা কর-মালা,
অন্তরেতে জপ হ'তেছে মহান।
গুরুকৃপাবশে জানা যায় শুধু,
বিরল যাহারা জানে সে সন্ধান॥

প্রথম পৈঠি পাতাল স্ব, ধমকি চঢৈ আকাশ।
দয়া সুরতি নটিনী ভই, বাঁধি বরত নিজ শ্বাস॥ (দয়াবাই।)

প্রাণ আগে পশি' পাতাল-প্রদেশে,
হুঙ্কারে আকাশে উঠে চ'লে যায়।
শ্বাস-প্রশ্বাসের ডোরে আপনারে
বাঁধিযা সে নাচে নটিনীর প্রায়॥

ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ধুনি, সিংহ গরজ পুনি হোয়।
দয়া সুনত গুরু কৃপাতেঁ, বিরলা সাধু কোয়॥ (দয়াবাই।)

ঘণ্টার তালে তালে মৃদঙ্গ-ধ্বনি হয,
হ'তে থাকে আবার সিংহ-গরজন।
শ্রীগুরুর কৃপায সে সব শুনে যারা,
হয ভবে বিরল হেন সাধুগণ॥

সহজ শ্বাস তীরথ বহৈ, সহজো জো কোই ন্হায়।
পাপ পুন্ন দোনো ছুটৈ, হরি পদ পহুঁচৈ জায়॥ (সহজোবাই।)

সহজ-শ্বাস-রূপা তীর্থ-নদী বহিছে,
স্নান যেবা সতত ক'রে থাকে তায,
পাপ-পুণ্য উভয় ঘুচে যায় তাহার,
শ্রীহরি-চরণে সে পহুঁছিয়া যায॥

সব ঘট অজপা জাপ হৈ, হংসা সোহং পুর্ষ।
সুরত হিয়ে ঠহরায়কে, সহজো যা বিধি নির্খ॥ (সহজোবাই।)

সর্ব্ব ঘাট হ'তেছে অজপা জপ সদা
সোহং হংসঃ সোহং পুরুষ-প্রবর।
হৃদযে রাখি' প্রাণ, এই রূপে তাঁহারে
কর তুমি, সহজো! নয়ন-গোচর॥

কায়া নগরমেঁ রঙ্গ বচ্যো, প্রাণ নাথ বলিহার।
বিন্ বাজে ধুন গাজই, অধরহিঁ অগম অপার॥ (গুলাল।)

এ কায়া-নগরে কি রঙ্গ ক'রেছ,
ওহে প্রাণ-নাথ। বলিহারি যাই।
বিনা বাজনায় কি ধ্বনি হ'তেছে
অধর অগম অপার সদাই॥

গগন মধ্য জো পদুম হৈ, বাজত অনহদ তূর।
দল হজারকো বঁবল হৈ, পহুঁচে গুরুমত সূর॥ (চরণদাস।)

গগনের মাঝে যে কমল রাজে,
অনাহত-তূরী বাজিছে তথায়।
সেই কমলের দশ-শত দল,
গুরু-প্রিয় বীর পহুঁছে তথায়॥

গগন গরজ্জ ঘন বরিষহী, বাজৈ অনহদ তূর।
নৈ লাগী তব জানিযে, সম্মুখ সদা হজুর॥ (গরীবদাস।)

গরজে গগন, ঘন বরিষয,
অনাহত-তূরী বাজেরে যখন,
যবে প্রভু সদা রহেন সম্মুখে,
প্রেম লাগিয়াছে জানিবে তখন।

বাজত অনহদ বাঁসুরী, তিরবেনীকে তীর।
রাগ ছত্তীসো হোই রহে, গরজত গগন গভীর॥ (যারী।)

অনাহত বাঁশরী বাজিছে ধীরি ধীরি
ত্রিবেণীর তীরেতে, শুনহ সুধীর।
ছত্রিশ রাগিণীর সুর জ'মে আছেই,
গর্জ্জিছে কিবা ওই গগন গভীর॥

টীকা। ত্রিবেনী = ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ের সঙ্গম-স্থল।

নামে রতি।

—ঃ০ঃ—

রাম নাম রুচি উপজৈ, জীবকি জলনি বুঝায়।
কহে কবীর রামনাম বিনু, জীউকে দাহ না যায়॥ (কবীর।)

রামনামে রতি উপজিলে পরে
জীবের প্রাণের জ্বালা ঘুচে যায়।
কহিছে কবীর, রামনাম বিনা
হৃদয়ের দাহ নাহিক জুড়ায়॥

ঝুঠা সব সংসার হৈ, কোউ ন অপনা মীত।
সত্ত নামকো জানি লে, চলৈ সো ভৌজল জীত॥ (কবীর।)

মিথ্যা সমুদয় সংসার জানিও,
মিত্র কেহইতো নহে আপনার।
সত্য-নাম যেবা জেনে নেয় হেথা,
জিতে চ'লে যায় ভব-পারাবার॥

কবীর নির্ভয় নাম জপু জব লগি দীবা বাতি।
তেল ঘটৈ বাতি বুঝৈ, তব শোবো দিন রাত॥ (কবীর।)

হে কবীর। নির্ভযে জপহ নাম তুমি,
প্রদীপেতে আলোক আছে যতক্ষণ
ফুরাইলে তৈল, ও নিভিয়া গেলে বাতি,
নিদ্রায় নিশিদিন রবে নিমগন॥

টীকা। প্রদীপেতে আলোক = দেহেতে প্রাণ। তেল = আয়ু। বাতি = জীবন।

সুমিরণকা হল জোতিয়ে, বীজ নাম জমায়।
খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সুখা পড়ৈ, তহু ন নিফল জায়॥ (কবীর।)

নাম-বীজ বপন কবি' দেহ-ক্ষেতেতে,
স্মবণেব লাঙ্গলে কবিলে কর্ষণ,
ব্রহ্মাণ্ড সমুদয যদি যায় শুকা'য়ে,
সেই বীজ হবেনা নিষ্ফল কখন ॥

জল জ্যোঁ প্যারা মাছরী, লোভী প্যারা দাম।
মাতা প্যাবা বালকা, ভক্ত পিয়ারা নাম ॥ (কবীব।)

মাছেব যেমন জল প্রিয় হয়,
লোভীব যেমন প্রিয বস্তু ধন,
জননীর প্রিয বালক যেমতি,
নাম প্রিয হয় ভক্তেব তেমন ॥

রে মন সবসে নিবসি কৈ, সরস রামসে হোহি।
ভলো শিখাবন দেত হৈ, নিশি দিন তুলসী তোহি ॥ (তুলসীদাস।)

ওরে মন! সকলি নিরসন করিয়া,
সরস রাম-নামে রহ তুমি লীন।
দেখো যেন ভুলোনা, তোমারে এ তুলসী
শিখাইযা দিতেছে ভাল নিশিদিন ॥

টীকা। নিরসন=প্রত্যাখ্যান, বিসর্জন।

নাম রটত নহিঁ ঢীল কর, হরদম নাম উচাব।
অমী মহা রস পীজিয়ে, বহুতক বারম্বার ॥ (গরীবদাস।)

নাম রটিবারে আলস্য করোনা,
হরদম তুমি কর নামোচ্চার।
মহামৃত-রস পান কর তুমি
খুব বেশী ক'রে, আর বারবার ॥

গাবৈ সুরতি সুন্দরী, বৈঠী সত আস্থান।
জন দুলন মনমোহিনী, নাম সুরঙ্গী তান ॥ (দুলনদাস।)

সাধুসন্তদের সমাজে বসিয়া
ভকতি সুন্দরী গাহিছে গান।
দুলনের মনোমোহিনী সে যে গো,
তুলিছে নামের মধুর তান ॥

দূলন যহি জগ জনমি কৈ, হর দম রটনা নাম।
কেবল নাম সনেহ বিন, জন্ম সমূহ হরাম ॥ (দূলনদাস।)

জন্মলাভ এই জগতে করিয়া
হরদম নাম রটিতে হয়।
সকল জনম ঘৃণ্য হ'য়ে যায়,
শুধু নামে যদি রতি না রয় ॥

দেখা দেখী সব কহৈ, ভোর ভয়ে হরিনাম।
আধ রাত কোই জন কহৈ, খানাজাদ গুলাম ॥ (কবীর।)

দেখাদেখি সকলে প্রাতঃকালে উঠিয়া
করিয়া থাকে হরিনাম উচ্চারণ।
অর্দ্ধ-রাত্রে কীর্ত্তন করিয়া থাকে নাম
খাস হরি-সেবক কোন কোন জন ॥

টীকা। শুধু দেখাদেখি লোকাচার-স্বরূপ নাম গ্রহণ করিলে হইবে না, আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। অর্দ্ধরাত্রে কীর্ত্তন আন্তরিকতা ও সংযমের পরিচায়ক। নিদ্রাকে জয় না করিতে পারিলে তো আর রাত্রে কীর্ত্তন করা যায় না।

দূলন কেবল নাম ধুনি, হৃদয় নিরন্তর ঠান্।
লাগত লাগত লাগিহৈ, জানত জানত জান্ ॥ (দূলনদাস।)

ধর দৃঢ় ক'রে হৃদয়ে সতত
সুমধুর ধ্বনি নামের কেবল।
লাগিতে লাগিতে লেগে যাবে তব,
জানিতে জানিতে জানিবে সকল ॥

টীকা। লাগিতে তব—তোমার মন প্রাণ লাগাইতে লাগাইতে পূর্ণরূপে লাগিয়া যাইবে। ১৭৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় দোহা ও ১০০ পৃষ্ঠার ৪র্থ দোহা সমভাব-দ্যোতক।

দূলন নাম রস চাখি সোই, পুষ্ট পুরুষ পরবীন।
জিনকে নাম হৃদয় নহীঁ, ভয়ে তে হিজরা হীন ॥ (দূলনদাস।)

নাম-রস পান যে করে, দূলন।
বিজ্ঞ বলবান পুরুষ সে হয়।
নাম নাহি যার হৃদয়ে, সে হীন
নপুংসক ছাড়া আর কিছু নয় ॥

মরনকো ডর ছাড়িকৈ, নাম ভজো মন মাহিঁ।
দূলন য়হি জগ জনমি কৈ, কোউ অমর হৈ নাহিঁ॥ (দূলনদাস।)

মরণের ভয় পরিহার করি'
অন্তরেতে নাম করহ ভজন।
অমর তাহারা কেহ নয়, যারা
এ জগতে করে জনম গ্রহণ॥

নাম পুকারত রামজী, লাগহিঁ ভক্ত গুহারি।
দূলন নাম সনেহকী, গহি রহু ডোর সঁভারি॥ (দূলনদাস।)

নাম উচ্চারিলে শ্রীরাম আপনি
আসিয়া ভক্তের সহায়ক হন।
হে দূলন! তুমি নামের প্রেমের
ধুনি ধ'রে থাক করিয়া যতন॥

সহজো ভজ হরিনামকূ, তজো জগতসূঁ নেহ।
অপনা তো কোউ হৈ নহীঁ, অপনা সগা ন দেহ॥
য়হী কহৌ গুরুদেব জু, য়হী পুকারৈ সন্ত।
সহজো তজ য়া জগতকূঁ তোঁহি তজৈগা অন্ত॥ (সহজোবাঈ।)

ভজ তুমি, সহজো! হরি নাম সতত,
জগতের মমতা কর পরিহার।
আপনার কেহতো নাহি হয় এখানে,
অন্যের কিবা কথা—দেহ না তোমার।
এই কথা কহিলা গুরুদেব আমারে,
এই কথা হাঁকিয়া ক'ন সাধুগণ—
তুমি এ জগতেরে ত্যাগ কর, সহজো!
সে তোমারে অন্তিমে ত্যজিবে যখন।

সাধু সঙ্গ ছিন এক কো, পুণ্য ন বরণ্যা জায়।
রতি উপজে হরি নামসূঁ, সবহী পাপ বিলায় ॥ (দয়াবাই।)

সাধু-জন-সঙ্গতি ক্ষণ-কাল করিলে,
কত পুণ্য হয় তা' কহা নাহি যায়।
সর্ব্বতোভাবে রতি নামে তাহে উপজে,
সকল পাপ তাহা সমূলে ঘুচা'য় ॥

রাম নাম রস পীজে মনুয়া, রাম নাম রস পীজে।
তজ কুসঙ্গ সতসঙ্গ বৈঠ নিত, হরি চরচা শুন লীজে ॥
কাম ক্রোধ মদ লোভ মোহ কূঁ, চিতসে বহায় দীজে।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, তাহিকে রঙ্গমে ভীঁজে ॥ (মীরাবাই।)

রাম-নাম-রস পান কর মনরে,
মজ রাম-নাম-রস-পানে।
কুসঙ্গ ত্যজহ, সুসঙ্গে রহ নিত্য,
লহ হরি-চর্চ্চা শুনি' কানে ॥
কাম ক্রোধ মদ লোভ মোহ আদি
চিত্ত হ'তে দূর ক'রে দাও।
মীরার যে প্রভু গিরিধর নাগর,
তাঁহারি রঙ্গেতে ভিজে যাও ॥

টীকা। রঙ্গেতে—প্রেমেতে লীলা-মাধুর্য্যে।

পূঁজী মেরা নাম হৈ, জাতে সদা নিহাল।
কবীর গরজৈ পুরুষ বল, চোরী করৈ ন কাল ॥ (কবীর।)

সম্বল হয় মম নাম মাত্র কেবল,
যাহাতে হয় সদা তৃপ্তির উদয়।
দৃঢ়তা-সহকারে কহিতেছে কবীর—
কাল তাহা হরিতে সক্ষম না হয় ॥

জা ধন কূঁ ঠগ না লগৈ, ধারী সকৈ ন লূট।
চোর চুরায় সকৈ নহীঁ, গাঁঠ গিরৈ নহিঁ ছূট ॥ (চরণদাস।)

এ ধনের পাছে ঠগ নাহি লাগে,
লুটিয়া লইতে নারে দস্যুগণ।
চোর চুরি ক'রে নিতে নারে ইহা,
গাঁঠি হ'তে নাহি পড়ে কদাচন॥

নাম রতন সোই পাইহৈ, জ্ঞান দৃষ্টি জেহি হোয়।
জ্ঞান বিনা নহি পাবই, কোটি করৈ জো কোয়। (কবীর।)

নাম-রত্ন পায সেইজন শুধু,
জ্ঞান-দৃষ্টি যার উন্মীলিত হয।
যদ্যপি উপায করে কোটি কেহ,
জ্ঞান-ব্যতিরেকে মিলিবার নয॥

জ্ঞান দীপ পরকাশ করি, ভীতর ভবন জরায়।
তহাঁ সুমির সতনাম কো, সহজ সমাধি লগায়॥ (কবীর।)

প্রজ্বালিত করি' জ্ঞানের প্রদীপ,
আলোকিত কর অন্তর-ভবন।
সেইখানে স্মর সত্য-নাম তুমি,
হইযা সহজ-সমাধি-মগন॥

দূলন কেবল নাম লিয়, তিন ভেঁটেউ জগদীশ।
তন মন্ ছাড়েউ দরশ রস, থাকেউ পাঁচ পচীস॥ (দূলনদাস।)

নাম কর গ্রহণ কেবল, তাহাতেই
জগদীশ দর্শন মিলিবে তোমার।
দর্শন-রসে হবে তনু-মন নির্ম্মল,
বিষয়ের বন্ধন বহিবেনা আর॥

টীকা। দর্শন-রসে=দর্শন-জনিত আনন্দ রসে।

অস অবসর নহি পাইহৌ, ধরো নাম কড়িহার।
ভবসাগর তরি জাব তব, পলক ন লাগৈ বার॥ (কবীর।)

এমন সুসময় নাহি পাবে আবার,
গ্রহণ কর নাম বন্ধন-মোচন।
তবেই পার হ'য়ে যাবে ভব-সাগর,
তরিতে লাগিবেনা তাহে বেশীক্ষণ॥

শীতল হৃদয় সুচিত্ত হৈ, তজি কুতর্ক কুবিচার।
দূলন চরণন পরি রহৈ, নামহি কহত পুকার॥ (দূলনদাস।)

কুতর্ক কুবিচার পরিহার করিয়া,
সুচিত্ত হ'ল আর শীতল হৃদয়।
প'ড়ে থাকে দূলন শ্রীগুরুর চরণে,
কীর্ত্তন করে নাম সতত তন্ময়॥

গুরু চরণ বিসরৈ নহীঁ, কবহুঁ ন টুটৈ ডোরি।
পিয়ত রহৌ সহজৈ দূলন, নাম রসায়ন ঘোরি॥ (দূলনদাস।)

শ্রীগুরুর চরণ
ভুলিয়া নাহি যায়,
যোগ-সূত্র নাহিক টুটে কদাচন।
দূলন সহজেই
করিতে থাকে পান
মহাবল-কারক নাম-রসায়ন॥

এক নামকো জানি কৈ, মেটু করমকা অঙ্ক।
তবহী সো শুচি পাই হৈ, জব জিব হোয় নিশঙ্ক॥ (কবীর।)

নামাশ্রয় শুধু গ্রহণ করিয়া
করমের দাগ মুছহ সকল।
নিঃশঙ্ক হইলে জীবের হৃদয়,
তবেই সে হয় পবিত্র নির্ম্মল॥

এক নামকো জানি করি দূজা দেই বহায়।
তীরথ ব্রত জপ তপ নহী, সদ্‌গুরু চরণ সমায়॥ (কবীর।)

নামাশ্রয় শুধু গ্রহণ করিয়া
আর সব দেয় ভাসা'য়ে যে জন,
তীর্থ-ব্রত-জপ তপ-ব্যতিরেকে,
নিশ্চয় সে'লভে সদ্‌গুরু-চরণ॥

টীকা জপ = অন্য জ।

আশা তো ইক নামকী দূজা আশ নিরাস।
পানী মাহীঁ ঘর করৈ সো ভী মরৈ পিয়াস॥ (কবীর।)

আশা ও ভরসা নামের কেবল
রাখি', অন্য আশা কর প্রত্যাখ্যান।
জলের ভিতরে বাস করিয়াও,
পিপাসায়, হায়, জীব মৃহ্যমান।

অম্ব স্বাবথা মেদিনী, ভক্তি স্বাবথা দাস।
কবীর নাম সবাবথী, ছাড়া তনকা আশ॥ (কবীর।)

জলাভিলাষিণী পৃথিবী যেমন,
ভক্তি-অভিলাষী যেইমত দাস।
কবীর তেমনি নাম চাহে শুধু,
পরিহার করি' শরীরের আশ॥

জৈসা মায়া মন রম্যা তৈসো নাম রমায়।
তারা মণ্ডল বেধি কৈ, তব অমরাপুর জায়। (কবীর।)

যে সুখে মায়াতে মন ম'জে থাকে,
নামে সুখ পায় যেজন তেমন,
নক্ষত্র-মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া
অমরাপুরীতে সে করে গমন॥

তড়পৈ বিজুলী গগনমে, কলস জাত হৈ ফুটি।
পল্টু সন্তকে নাবসে, পাপ জাত হৈ ছুটি॥ (পল্টু)

ভূমি পরে কলস বিদীর্ণ হ'যে যায়,
আকাশেতে বিজলী চমকে যখন।
তেমতি সাধুগণ গাহেন যবে নাম,
সুদূর হ'তে পাপ করে পলায়ন॥

কবীর সদ্গুরু নামসে, কোটি বিঘন টরি জায়।
রাই সমান বসন্দরা, কেতা কাঠ জরায়॥ (কবীর।)

সদ্গুরু-নামের প্রভাবে, কবীর,
কোটি বিঘ্ন দূরে করে পলায়ন।
সরিষার মত ক্ষুদ্র অগ্নি-কণা
ভস্মীভূত করে কতেক ইন্ধন!

সবকো নাম সুনাবহু, জো আবৈগা পাস।
শবদ হমারী সত্য হৈ, দৃঢ় রাখো বিশ্বাস॥ (কবীর।)

সবারেই নাম শুনাযো যতনে,
যারা তব পাশে করে আগমন।
সত্য সুনিশ্চয হয নাম মোর—
এ দৃঢ় বিশ্বাস রেখো অনুক্ষণ॥

তুলসী জাকে মুখনতেঁ, ধোখেহু নিকসহি রাম।
তাকে পগকী পৈতরী, মেরে তনকী চাম॥ (তুলসীদাস।)

ছলেও যাঁহার বদন হইতে
বহির্গত হয শ্রীরামের নাম,
মম গাত্র-চর্ম্ম হয় সুনিশ্চয়
তাঁহার পায়ের জুতার সমান॥

রাম নাম জোহি মুখনতেঁ, পল্টু হোয় প্রকাশ।
তিনকে পদ বন্দন করৌ, উও সাহিব মৈ দাস॥ (পল্টু।)

যাঁরি মুখে কেন পবম-পাবন
শ্রীরামেব নাম হ'কনা প্রকাশ,
চরণ বন্দন কবি আমি তাঁর,
তিনি প্রভু মোর, আমি তাঁর দাস॥

রাম নাম জেহি উচ্চরৈ, তেহি মুখ দেহু কপূর।
পল্টু তিনকে নফরকী, পনহী কা মৈ ধুর॥ (পল্টু।)

রাম-নাম মুখে লয়েন যে জন,
তাঁব মুখে কব কর্পূর প্রদান।
এই পল্টু হয তাঁর নফরের
জুতাব তলাব ধূলার সমান॥

টীকা। নফর—গোলাম চাকর।

নামে অরতির নিন্দা।

—ঃ ঃ—

বসনা সাঁপিনী বদন বিল, যো ন জপহিঁ হরিনাম।
তুলসী প্রেম ন রামসেঁ, তাহি বিধাতা বাম॥ (তুলসীদাস।)

জিহ্বা তার সাপিনী, মুখ তার গহ্বর,
যেইজন নাহিক জপে হরিনাম।
শ্রীরামে প্রেম যার নাহি রহে, তুলসী
বিধাতা তার প্রতি সততই বাম॥

হৃদয় সো কুলিশ সমান, যো ন দ্রবহি হরিগুণ শুনত।
কবৈ ন রামগুণ গান, জীহ সো দাদুর জীহ সম॥ (তুলসীদাস।)

কুলিশ-কঠিন সে হৃদয়, যাহা হরিগুণ শুনি' গলে না।
যে জিহ্বা করে না রামগুণ গান, ভেক-জিহ্বা তার তুলনা॥

রামরাম সব নহিঁ, বহেগ্যা অবার মাত।
মাটী মিলন কুঁহারকি, ঘনি সহনা লাত। (কবীর।)

রাম নাম-মহিমা জানিতে না পারিয়া,
হারাইয়া ফেলেছ সুবিধা আপন।
মাটী ঠিক করিতে লাথি মারে কুমার,
সহিতে হবে লাথি তোমারে তেমন॥

বৈল গঢ়ন্তা নর গঢা, চুকা সাঙ্গ অরু পোঁছ।
একহি গুরুকে নাম বিনু, ধিক দাঢ়ী ধিক মোঁছ॥ (কবীর।)

বিধি ষাঁড় গড়িতে নর গড়ি' ফেলিলা,
ভুলিলা শৃঙ্গ-পুচ্ছ লাগা'তে তোমার।
কেবল গুরু-নাম ব্যতিরেকে, তোমার
দাড়ী আর গোঁপেতে ধিক শতবার॥

টীকা। গুরু নাম গ্রহণ না করিয়া দাড়ী-গোঁফ রাখিয়া 'হামরা-তোমরা' নাগার প্রতি কবীর যেমন কটাক্ষ করিয়াছেন তেমনি ভেক নাব সাজিবার জন্য দাড়ী-গোঁফ প্রভৃতি মুণ্ডনের প্রতিও কটাক্ষ করিয়াছেন (৬৪ পৃষ্ঠার শেষ দোহাদ্বয় ও ৬৫ পৃষ্ঠার দোহাদ্বয় দ্রষ্টব্য।)

নাম জপত কুষ্ঠী ভলা, চুই চুই পড়ে যো চাম।
কাঞ্চন দেহ কিস কামকি, যা মুখ নাহি নাম॥ (কবীর।)

নামজপকারী কুষ্ঠীও উত্তম,
মাংস প'চে গ'লে যাব প'ড়ে যায়।
কাঞ্চন-কায়াতে কাজ তার কিবা
যার মুখে নাহি নাম বাহিরায়?

নাম জপত দারিদ্রি ভলা, টুটি ঘরকি ছান।
কাঞ্চন মন্দির জান দে, যাকা ভক্তি নহিঁ জ্ঞান॥ (কবীর।)

নামজপকারী দরিদ্র উত্তম,
ঘরের ছাউনি টুটিয়াছে যার।
নগণ্য তাহার কাঞ্চন-মন্দির,
নাহি যার ভক্তি তত্ত্বজ্ঞান সার।

সহজো জা ঘট নাম হৈ, সো ঘট [illegible] রূপ,
নাম বিনা ধিরকার হৈ, সুন্দর ধনবন্ত ভূপ॥ (সহজোবাঈ।)

যেই দেহে সতত বিরাজিত শ্রীনাম,
সুমঙ্গল-স্বরূপ সেই দেহ সার।
ধনবান ভূপের যে সুন্দর দেহেতে
নাম নাই, তাহারে ধিক শতবার॥

কবীর সোই মুখ ভলা, [illegible] নিকসে নাম।
জা মুখ নাম ন [illegible], সো মুখ কৌন কাম। (কবীর।)

সেই মুখ শুধু জানিও উত্তম,
যে মুখ হইতে নাম বাহিরায়।
ধ্বনিত না হয় যে মুখেতে নাম,
বৃথা সেই মুখ -কি কাজ বা তায়?

হাতী ঘোড়া ধন ঘনা, চন্দ্রমুখী বহু নার।
নাম বিন জমলোকমে, পাবত দুখ অপার। (অজ্ঞাত।)

অনেক হাতী-ঘোড়া, বহু ধন-সম্পদ,
চন্দ্রমুখী রমণী আছে বহু যার,
সে [illegible] যদি না সাধে ভগবন্নাম, তবে
যমলোকে যন্ত্রনা পায় সে অপার॥

কোটি করম কটি পলকমে, জো রঞ্চক আবৈ নাঁব।
যুগ অনেক জো পুণ্য করি, নহি নাম বিনু ঠাঁব॥ (কবীর।)

কোটি কর্ম্ম কাটে এক পলকেতে,
আসে যদি প্রাণে এক রতি নাম।
বহু যুগ ধরি' পুণ্য করিলেও,
নাম ব্যতিরেকে নাহি মিলে স্থান॥

টীকা। স্থান- নিশ্চয়াত্মক ভাব। নাহি মিলে স্থান অর্থাৎ এক ভাব হইতে অন্য ভাবে বিতাড়িত হইয়া সন্দেহ দোলায় দুলিত হয়।

বাসর সুখ না রৈন সুখ, না সুখ স্বপনে মাহি।
জে নর বিছুড়ে নামসে, তিনকো ধূপ ন ছাহিঁ॥ (কবীর।)

দিবসে নাহি সুখ, নাহি সুখ নিশীথে,
স্বপ্নেও তার কিছু সুখ নাহি রয়,
বিযুক্ত যেই জন হয় নাম হইতে—
রৌদ্র বা ছায়া তার সমান উভয়॥

নাম লিয়া জিন সব লিয়া সকল বেদকা ভেদ।
বিনা নাম নরকৈ পরা, পঢ়তা চারো বেদ॥ (কবীর।)

নাম যেবা নিয়াছে, নিয়াছে সে সকলি,
জানিয়াছে ভেদ সে বেদ সবাকার।
চারি বেদ-পঠন করিলেও মানব,
নাম বিনা নরকে পড়ে অনিবার॥

টীকা। ভেদ = তত্ত্ব।

নাম পীউকা ছোড়িকে করে আনকা জাপ।
বেশ্যা কেরে পুত জ্যোঁ, কহৈ কৌনকো বাপ॥ (কবীর।)

প্রিয়ের নাম যেবা পারহার করিয়া
অন্যের জপে করে নিযোজিত মন,
অবস্থা জেনো তার বেশ্যাপুত্র-সমান—
কারে বা সে করিবে পিতৃ-সম্বোধন?

ক্যা লীতা ধনবন্তিয়া ক্যা ছোড়িয়া নিধ নিয়া।
নানক সচ্চে নাম বিনু, অগ্গে দোবৈ সকুথনিয়াঁ॥ (নানক।)

লইয়া যায় কিবা ধনবান সকলে,
নির্ধনেরা কিইবা ফেলে রেখে যায়?
সত্যনাম বিহীন ধনী আর নির্ধন
খালি-হাতে উভয়ে লইবে বিদায়।

টীকা। লইবে বিদায়—ইহলোক হইতে চলিয়া যাইবে

কূড়ে করহিঁ তবন্দগী, হিন্দু মুসলমান।
লেখে পজাই নানকা বিনু নাবৈঁ সুলতান॥ (নানক।)

হিন্দুই হ'ক কিম্বা হ'ক মুসলমান,
বৃথাই ক'রে থাকে সবে অহঙ্কার।
নাম না লয় যে, হবেই সাজা তার,
যদ্যপি সুলতান হয় সে ধরার;

ভূষণ পহিরে ভোজন খায়ে, মুগ্ধ ভিংগ নর অন্ধ।
নানক নাম ন চেতনী, লাগি রহে দুর্গন্ধ॥ (নানক।)

বেশভূষা করিয়া
ভোজন করি' বেশ,
বসিয়া থাকে মুগ্ধ অন্ধ নরগণ।
দুর্গন্ধ লেগে থাকে
কিন্তু গায়ে তাদের,
নাম যদি তাহারা না করে স্মরণ॥

ইক সূহী দূজী সোহণী, তাজী সো ভবিন্তা পবি।
সুইনে রূপে পচ্ছরী, নানক বিনু নাবৈ পুড়্যাবি॥ (নানক।)

রক্তবর্ণা আর সুন্দরী শোভনা
সোণা-রূপা মোড়া যদি নারী হয়,
নাম বিনা সেও কুৎসিতা, তাহার
রূপের লহরী ব্যর্থ সমুদয়॥

জ্যোঁ সেমরকা সুবনা, জ্যোঁ লোভীকা ধর্ম্ম।
অন্ন বিনা তুস কুটনা, নাম বিনা যোঁ কর্ম্ম॥ (চরণদাস।)

সিমুল তুলা দিয়া সীবন যেইমত,
লোভ-বশীভূতের ধরম যেমন,
অন্নহীন তুঁষের কুট্টন যে প্রকার,
ভগবন্নাম-হীন কর্ম্মও তেমন॥

টীকা। সীবন=সিলাই।

চিন্তা ত সৎ নামকো, আউর ন চিতওয়ে দাস।
যো কুছ চিতওয়ে নাম বিন, সোই কালকি ফাঁস॥ (কবীর।)

ভগবন্নাম সদা চিন্তিবে, আর কিছু
চিন্তা না করে যেন ভগবদ্দাস।
যাহা কিছু চিন্তিবে ভগবন্নাম বিনা,
তাহারেই জানিবে কালের ফাঁস॥

মনুয়ার গান।*

—:০:—

কায়া বি ছোড়ো মায়া বি ছোড়ো, ছোড়ো জীবনকা আশ।
কাম-নগরকা বস্তি ছোড়ো, করো জঙ্গলমেঁ বাস॥
(মুরারি ভজলে সীতারাম, মুরারি জপলে সীতারাম।)

ছেড়ে দাও কায়া, ছেড়ে দাও মায়া,
ছাড়, ছাড়, ছাড় জীবনের আশ।
কামের নগরে বাস করা ছাড়,
কর, কর, কর জঙ্গলেতে বাস॥

* এই গানের ইতিহাস ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

রামনামকো লূট পড়ি হৈ, লুটনা হোয় সো লুট।
অন্তকালমেঁ পছিতাওগে বাবা, তন মন যায়েগা টুট॥

(মুরারি ভজলে সীতারাম ইত্যাদি।)

শ্রীরাম-নামের লুট পড়িযাছে,
লুটিতে হইলে লুটবে এখন।
অন্তে হবে, বাবা, পস্তা’তে তোমারে,
তনু-মন যাবে টুটিয়া যখন।

মরণকালে যো শরণ বতাওয়ে, পরম গুরুকা নাম।
মুরারি ভজলে সীতারাম, মুরারি জপলে সীতারাম॥

মরণের কালে শরণ জানহ
পরম গুরুর পাবন শ্রীনাম।
মুরারি, ভজবে, ভজ সীতারামে,
মুরারি, জপবে, জপ সীতারাম॥

মোহমুদ্গার।

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং,
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং॥
ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং
ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। (১) *

পরিহব, মূঢ়, ধনাগম-তৃষ্ণা,
বিতৃষ্ণায় ভর অনুক্ষণ মন।
লব্ধ হয় যাহা নিজ-কর্ম্ম-বলে,
সেই ধনে কব চিত্ত-বিনোদন॥

টীকা। তনুবুদ্ধে—হে অল্পবুদ্ধি মানব। বিতৃষ্ণা—বৈরাগ্য।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আযাত-
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ (২)

কেবা তব কান্তা, কেবা তব পুত্র?
অতীব বিচিত্র এই সংসার।
তুমি বা কাহাব, কোথা হ'তে এলে—
এই তত্ত্ব, ভাই, কবহ বিচার॥

---

* পাঠকপাঠিকাগণ প্রতি শ্লোকেব অন্তে এই দুই ছত্র, অর্থাৎ ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি যোগ কবিয়া পাঠ কবিতে পাবেন।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ (৩)

ক'রো নাকো ধন-জন-যৌবন-গর্ব্ব,
করেন নিমেষেতে কাল সব শেষ।
ত্যজিয়া এ মায়াময় অখিল বিশ্ব,
ব্রহ্মের পদে আশু করহ প্রবেশ ॥

নলিনীদলগতজলমতিতরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তং ॥ (৪)

পদ্মপত্রে জল অতীব চঞ্চল,
চঞ্চল অতীব তেমতি জীবন।
জানহ নিশ্চয়, লোক সমুদয়
ব্যাধি-সর্প-গ্রস্ত শোক-নিমগন ॥

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে,
পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ (৫)

চিত্তেতে সতত চিন্তহ তত্ত্ব,
পরিহর চিন্তা নশ্বর বিত্তের।
ক্ষণকাল হেথা সাধুজন-সঙ্গ
নৌকা হয় ভব-বারি-তরণের ॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননীজঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥ (৬)

জন্মিলেই মৃত্যু, মরিলেই পুনঃ
জননী-জঠরে হইবে শয়ন॥
দোষই এ ভবে বেশী দেখা যায়,
তুষ্ট কিসে, নর, হেথা তব মন?

টীকা। স্ফুটতর দোষঃ=গুণ অপেক্ষা দোষটাই বেশী চোখে ভাসে।

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥ (৭)

দিবস-যামিনী, সন্ধ্যা ও সকাল,
শিশির-বসন্ত আসে ও যায়।
কালের খেলাতে আয়ুতো যেতেছে,
ছাড়েনাকো তবু আশার বায়॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং,
দন্তবিহীনং যাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং॥ (৮)

দেহ হ'লো গলিত, মস্তক পলিত,
সমস্ত দাঁতগুলি গিয়াছে প'ড়ে।
কম্পিত ক'রে ধরা যষ্টি কি শোভিছে।
আশা-ভাণ্ড তবুও দেয়না ছেড়ে॥

টীকা। তুণ্ড=দাঁতের মাড়ি।

সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ,
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ,
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ (৯)

দেব-মন্দিরে বা তরুমূলে বাস,
শয্যা ভূমিতল, অজিন বসন,
সকল পরিগ্রহ-ভোগের ত্যাগ,—
বৈরাগ্য কারে না সুখী করে মন?

টীকা। অজিন = চর্ম্ম। বৈরাগ্য = প্রবল [illegible] বৈরাগ্য।

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ
মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং,
বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বং ॥ (১০)

শত্রু-মিত্র-পুত্র-বন্ধুর সহিত
বিবাদে মিলনে ক'রো না যতন।
সর্ব্বত্রই তুমি হও সমচিত্ত,
অচিরে বিষ্ণুত্ব চাহ যদি মন ॥

অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ,
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ (১১)

অষ্ট কুলাচল, পারাবার সপ্ত,
ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র আর দিবাকর,
তুমি আমি বিশ্ব কিছুই কিছু না,
তবে কেন বৃথা শোকেতে কাতর?

টীকা। কুলাচল = মহেন্দ্রাদি পর্ব্বত।

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ,
ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং ॥ (১২)

তোমাতে ও আমাতে আর সবে বিষ্ণুই,
অধৈর্য্য হ'য়ে তুমি বৃথা কর ক্রোধ।
সবারে আপনাতে দেখহ, সব তুমি,
সর্ব্বত্র ভেদজ্ঞান ত্যজহ অবোধ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত
তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ (১৩)

আসক্ত খেলায় রহে বালকেরা,
যুবতীর প্রেমে মজে যুবজন।
বৃদ্ধ সদা, হায়, নিমগ্ন চিন্তায়,
কারো পরব্রহ্মে নাহি লাগে মন ॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং,
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ (১৪)

অর্থেরে অনর্থ মনে কর নিত্য,
সত্যই তাহাতে নাহি সুখলেশ।
পুত্র হইতেও ধনীদের ভীতি—
সর্ব্বত্র উক্ত এ নীতি-উপদেশ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত-
স্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥ (১৫)

যতদিন রহে ধনোপার্জ্জন-ক্ষমতা,
অনুরাগী ততদিন নিজ পরিবার।
তৎপরে হলে দেহ জর্জ্জর জরায়,
বারতা না কেহ পুছে গৃহে আপনার॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্য হি কোঽহং।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া-
স্তে পচ্যন্তে নরক নিগূঢ়াঃ॥ (১৬)

কাম আর ক্রোধ আর লোভ আর মোহ
'পরিহরি', কেবা তুমি করহ বিচার।
আত্মজ্ঞানহীন যেই মূঢ় জনগণ,
নরকে ডুবিয়া তারা পচে অনিবার॥

ইতি ষোড়শোপদ্বাটিকাভিরশেষং
শিষ্যানাং কথিতোহ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈব করোতি বিবেকং,
তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকং॥ (১৭)

শিষ্যদের প্রতি এই ষোল শ্লোকে
উক্ত উপদেশ হইল অশেষ।
ইহাতে যাদের বিবেক না হয়,
কিসে তাহাদের হবে জ্ঞানোন্মেষ?

মোহমুদ্গার ও দোহাবলী প্রথম খণ্ড
সমাপ্ত।

এই গ্রন্থকারের অপর গ্রন্থ

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী।

মনস্বীগণ-কর্ত্তৃক মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসিত ভক্তি-গ্রন্থ—

মূল সংস্কৃত ও প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তৎপদ্যানুবাদ।

আকার ডবল ক্রাউন, ভূমিকা সহ ৩৩২ পৃষ্ঠা।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এবং

গ্রন্থকারের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায়—

"স্বামী পরমানন্দ ভবন"

৭নং মধুসূদন লেন, উত্তরপাড়া পোঃ আঃ।

ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত-সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রায় চারি শত রত্ন-রূপ শ্লোক সংগ্রহ করতঃ, ত্রয়োদশ ভাগ ও তদন্তর্গত অধ্যায়-সমূহে বিভক্ত করিয়া, এই ভক্তি প্রতিপাদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ পুরাণসমূহের মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণগুলিই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহা সমুদ্র-বিশেষ। যাঁহাদের এই সমুদ্র পার হইবার সাধ্য বা অবকাশ নাই, তাঁহাদের প্রাণে ভক্তিরসামৃত সঞ্চার করিবার জন্যই বিষ্ণুপুরী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থপাঠে তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ফল বহুল পরিমাণে লাভ করিবেন। এতৎসম্বন্ধে সংবাদপত্রাদির অভিমতের সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সাহিত্যসংবাদ (শ্রাবণ, ১৩১৯):— এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত ভক্তগণের পবিত্র চরিত্র এবং ভক্তির স্বরূপতত্ত্ব প্রকটিত আছে। শ্রীমদ্ গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করেন। মূল শ্লোকগুলি যথাবিস্থত রাখিয়া উক্ত টীকার অনুসরণে অনুবাদক করিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই অনুবাদে মাধুর্য্য রক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালা "ভক্তমাল" গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত হউক, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

বসুমতী (২২ আষাঢ়, ১৩১৯):—অনূদিত পদ্যে মূলের যথাযথ ভাব রক্ষিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ভাষার সরলতায়, কমনীয়তায় ও ভাবপ্রবণতায় অনূদিত পদ্যগুলি অনুবাদকের অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। মূলের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি রাখিয়া শ্লোকগুলির ভাব ও ভক্তিরস প্রকটিত করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে সর্ব্বত্রই ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

সুপ্রভা (১-১১ ১৩১২)।—টীকার ভাবসহ শ্লোকের ভাব এমনি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে কেবল অনুবাদ পড়িবার সময় মূলগ্রন্থ পড়িতেছি বলিয়াই মনে হয়। এই উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত অনুবাদ পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। শব্দগুলি যথাস্থানে সুসন্নিবেশিত হওয়ায়, প্রত্যেক কবিতার অনুবাদ-মাধুরী পাঠকের মন হরণ করে। অনুবাদের ভাষা সরল, মধুর, বিশুদ্ধ ও ভাবব্যঞ্জক।

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯ বৈশাখ, ১৩১৯):—অনুবাদক চিত্তবিনোদন ছন্দে সরল পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদের ভিতর "কান্তিমালা" নাম্নী টীকার ভাব সন্নিবেশিত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে এই গ্রন্থ-রত্ন-পাঠের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আবার উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর ভাবে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায়, ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। অনুবাদের ভাব ও ভাষা মধুর।

Modern Review (June, 1912) —The book is a metrical rendering of the well-known anthology compiled by Vishnupuri The translator has handled various metres with excellent effect Even independently of the original, the

verses are sweet and pleasant to read There is nothing farfetched, stilted or unnatural in his rendering As a devotional composition, the book occupies a high place in Vaishnava literature, and the translation fully sustains the reputation of the original Two good indices have facilitated the work of reference

Bengalee (22-9-1912) —Manmohan Babu has rendered a great service to the Bengalee literature by translating it into Bengalee verse The language of the translation is simple, easy and lucid

A B Patrika (1-10-12) —Bhaktiratnabali is a fine text-book on Bhakti The translator has done a public service by bringing it to the notice of the lay reader The work of translation has been very well done

Rai Dineshchandra Sen Bahadur auther of " Banga-bhasha O Sahitya" and other books —It is an indispensable manual of the Bhakti cult Manmohan Babu has done a real service to our literature by bringing out an edition of this remarkable work with a translation which for its simplicity and graceful style deserves high economiums Every householder should posses a copy of this excellent work Its perusal will edify the soul and give peace to the weary and heavy-laden.

Late Raja Peary Mohan Mukherji —It is a very important book The deep wisdom and earnestness of its teachings are very impressive I do not envy the man who does not imbibe a part of the devout faith of the author and is not bettered by reading the book

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী:—অনুবাদের ভাষা বিশুদ্ধ ও ভাবব্যঞ্জক। এ অনুবাদ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের বিশেষ সাহায্য করিবে।

"গীতায় ঈশ্বরবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত:—ভক্তিরত্নাবলী বাস্তবিকই অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে ভক্তি সম্বন্ধে ভাগবতের উপদেশ অতি সুকৌশলে গ্রথিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা সরল ও সুললিত।